উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৭ ভাদ্র ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 3 September 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 107

বিশদে এগারোর পাতায়

প্যারালিম্পিকে সোনা সুমিতের

বারোর পাতায়

সিবিআই জালে সন্দীপ

“আরও যারা জড়িত, তারাও গ্রেপ্তার হোক। যেদিন এদের সবার ফাঁসি হবে, সেদিন মনের আশা কিছুটা পূরণ হবে।
-তিলোত্তমার বাবা

এই ধরনের ভয়াবহ ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, তা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ করার এখনই সময়।
-অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : কলকাতার পুলিশ কমিশনারের পদত্যাগের পাশাপাশি আরজি কর মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের দাবিতে রাস্তায় বসেছিলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। সেই আবহে সোমবার গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। গত ১৫ দিনের মতো সোমবার তিনি সকালে হাজির হয়েছিলেন সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই দপ্তরে। সন্ধ্যার পর তাঁকে হঠাৎ দপ্তরের পিছনের দরজা দিয়ে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়।

শেষপর্যন্ত নিজাম প্যালেসের দপ্তরে নিয়ে গিয়ে সিবিআই জানায়, গ্রেপ্তার করা হয়েছে সন্দীপকে। আরজি কর মেডিকেলে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে সিবিআইয়ের দুর্নীতি দমন শাখা গ্রেপ্তার করেছে। এই গ্রেপ্তারির খবর পেয়ে লালবাজারের কাছে অবস্থানরত জুনিয়ার চিকিৎসকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। সিবিআইকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁরা বলতে থাকেন, প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করুক।

তবে শুধু সন্দীপ নয়, সোমবার রাতে দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয় আরও তিন জন। এঁদের মধ্যে আফসার আলি ছিলেন সন্দীপের নিরাপত্তারক্ষী। অন্য দুজনের নাম সুমন হাজরা ও বিপ্লব সিংহ। বিপ্লবের সংস্থা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করে। তাঁর সংস্থা হাসপাতালে টিনের প্লেটে নম্বর কিংবা বেডে নম্বর লেখার বরাত পেত। হাওড়ার সাঁকরাইলে গত সপ্তাহে সিবিআই হানা দিয়েছিল।

৫ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যু সংক্রান্ত মামলার শুনানি রয়েছে। ওইদিন সিবিআই তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্টে সন্দীপ সম্পর্কিত তথ্য থাকবে বলে এখন আশা করছে বিভিন্ন মহল। আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সন্দীপকে সোমবার দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। কিন্তু তিনি বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান। তাঁর সামনে নির্দিষ্ট কিছু তথ্য তুলে ধরা সত্ত্বেও।

সেই সম্পর্কিত রিপোর্ট কলকাতার তদন্তকারীরা পাঠানোর পর সন্ধ্যায় দিল্লিতে সিবিআইয়ের সদর দপ্তর থেকে গ্রেপ্তার করার সবুজ সংকেত আসে। এরপর নিজাম প্যালেসে নিয়ে গিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার ঘোষণা করা হয়। মঙ্গলবার তাঁকে আদালতে পেশ করা হবে। রাজ্য সরকার বা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এই নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিকে দলের সবাইকে সংযত হতে বলেছেন। যাতে কেউ ডাক্তারদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য না করেন।

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ‘কারও বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে সিবিআই তাঁকে গ্রেপ্তার করতেই পারে। এতদিন কেন গ্রেপ্তার করেনি, সেটাই বরং প্রশ্ন।’ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য, ‘কাঙ্ক্ষিত গ্রেপ্তার। খুনের মামলায় গ্রেপ্তার হবে কি না, জানি না।’ সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর মতে, ‘এটা স্বাভাবিক ঘটনা। আরও আগে গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল। তবে তথ্যপ্রমাণ লোপাটে যারা যারা যুক্ত, তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করতে হবে।’ প্রাথমিকভাবে ওই মেডিকেলের তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর জন্য জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। কিন্তু হাইকোর্ট গত ২৪ অগাস্ট আরজি করের দুর্নীতির তদন্তের দায়িত্ব সিবিআইকে দেওয়ার পর সন্দীপকে জিজ্ঞাসাবাদের ফোকাস বদলে যায়। আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষের বাড়িতে তল্লাশিও করে সিবিআই।

এরপর দশের পাতায়

“
মিডল স্টাম্প উড়ে গেল। এরপর কী?
সুখেন্দুশেখর রায়
তৃণমূল সাংসদ ও জাগো বাংলার সম্পাদক

সন্দীপ ঘোষকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছেন সিবিআই আধিকারিকরা।

সঙ্গে আরও তিন

- ১৬ দিন সিজিও কমপ্লেক্সে টানা জিজ্ঞাসাবাদ সন্দীপকে
- সোমবার সন্ধ্যায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে সিবিআইয়ের দুর্নীতিদমন শাখা
- আফসার আলি, সুমন হাজরা ও বিপ্লব সিংহ নামে আরও তিনজন গ্রেপ্তার
- এখনই আন্দোলন থেকে সরছেন না ডাক্তাররা

সন্দীপ গ্রেপ্তার হওয়ার পর জুনিয়ার ডাক্তারদের উল্লাস। সোমবার কলকাতায়।

ধর্ষণের চেষ্টায় ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের রেশ চলছেই। এরইমধ্যে প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার ভাইঝিকে ধর্ষণের চেষ্টা ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার হল এক সিভিক ভলান্টিয়ার। ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুর থানা এলাকায়। ধর্ষণের চেষ্টার পাশাপাশি ভয় দেখিয়ে প্রায় তিন লক্ষ টাকা আদায়ের অভিযোগও রয়েছে অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার মহম্মদ নাজমুলের বিরুদ্ধে। সেইসঙ্গে তৃণমূল নেতার ভাইয়ের স্ত্রীরও শ্লীলতাহানি করা হয়েছে বলে সোমবার অভিযোগ দায়ের হয়েছে থানায়।

পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটেছে দিনদশেক আগে। কেন এতদিন বাদে অভিযোগ দায়ের হল সেই বিষয়টিও ভাবাচ্ছে পুলিশকে। তবে, আরজি কর কাণ্ডের প্রেক্ষিতে বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বুঝে রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত চলছে। মঙ্গলবার অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করে পুলিশি হেপাজতে নেওয়ার আর্জি জানানো হবে।

এদিন ইসলামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন প্রভাবশালী ওই তৃণমূল নেতার ভাইয়ের স্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, ১০ দিন আগে নাজমুল আচমকা তাঁদের বাড়িতে ঢোকেন। ঢুকেই তিনি তাঁর মেয়েকে জড়িয়ে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। সেই সময় তিনি নাজমুলকে বাধা দিতে গেলে তাঁরও শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকি ওই পরিবারকে ভয় দেখিয়ে নগদ তিন লক্ষ টাকা তোলাবাজি করে নাজমুল ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বিষয়টি পুলিশকে জানালে অভিযোগকারী আরও বিপদে পড়বে বলে হুমকি দিয়েছিলেন নাজমুল। কিন্তু পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হতে পারে আঁচ করে এদিন থানায় লিখিত অভিযোগ করে পরিবার।

প্রভাবশালী ওই তৃণমূল নেতার স্ত্রী বলছেন, ‘অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তদন্ত করে দোষীকে পুলিশ কড়া শাস্তি দেবে এটা আমার বিশ্বাস। আর কিছু বলার নেই।’

আরজি করে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছে সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়। এবার ইসলামপুরেও ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনায় সিভিক ভলান্টিয়ার গ্রেপ্তার হওয়ায় বিষয়টি অন্যমাত্রা পেয়েছে।

সাতে–পাঁচে নেই, কারও সঙ্গেও নেই

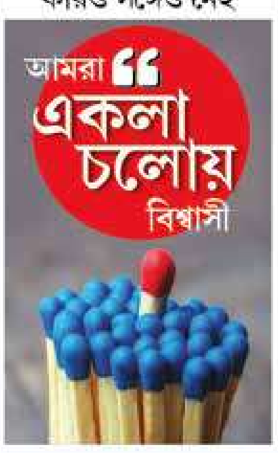

ভোটের জন্য বিতর্ক : সুশান্ত

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের পর বিতর্কে জড়িয়েছেন চিকিৎসক সুশান্তকুমার রায়। তিনি দাবি করেন, আরজি করে ওইদিন সকালে তিনি যাননি। বিকেলে গিয়েছিলেন। অথচ তাঁকে ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আসলে এর পিছনে রয়েছে ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিলের বেঙ্গল শাখার নির্বাচন। সেই কারণেই ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ লবি বলেও কিছু নেই বলে তিনি দাবি করেছেন। দীর্ঘদিন চুপ থাকার পর সোমবার মুখ খুলেছেন সুশান্ত। তিনি বলেন, ‘মেডিকেল কাউন্সিল থেকে পাঠানো হয়েছিল। তাই সেদিন আরজি করে গিয়েছিলাম বিকেল ৪টে নাগাদ। ছিলাম তো অনেক পেছনে। তখন ‘ম্যাজিস্ট্রেট এনকোয়েস্ট হচ্ছিল’।

আরজি করের ঘটনার সঙ্গে তাঁর নাম জড়ানো নিয়ে প্রশ্ন করতেই তাঁর সোজাসাপটা উত্তর ‘সামনে ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিলের বেঙ্গল শাখার নির্বাচন রয়েছে। একাংশ চিকিৎসক আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য আমার সম্পর্কে আজেবাজে কথা রটাচ্ছেন।’ সুশান্ত জানিয়েছেন জলপাইগুড়ির বাড়িতেই তিনি আছেন। সকালে রোগী দেখছেন।

জলপাইগুড়ি বিডিও অফিসের মোড় থেকে পাহাড়পুর যাওয়ার রাস্তায় তিস্তা পর্যটক আবাস পার হওয়ার পরেই রাস্তার বাঁ দিকে সুশান্তর বাড়ি। এদিন বিকেল তখন সাড়ে চারটে। বাড়ির গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ভেতরে থাকা কুকুরটি চিৎকার করে উঠল। পোষ্যর চিৎকার শুনে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক ব্যক্তি। গেটের ভেতর থেকে ওই ব্যক্তি আসার কারণ জানতে চাইলেন। ডাক্তারবাবু বাড়িতে আছেন কি না প্রশ্ন করতেই ওই ব্যক্তির উত্তর ‘উনি বিশ্রাম করছেন’। আরও জানালেন, ‘তিন বছর হয়ে গিয়েছে স্যর বিকেলে রোগী দেখেন না। ওঁকে দেখাতে হলে সকাল সাড়ে নয়টায় আসতে হবে।’ মঙ্গলবার সকালে রোগী দেখবেন কি না প্রশ্ন করতেই তাঁর উত্তর, ‘আজও দেখেছেন, কালও দেখবেন।’ সুশান্তর বাড়ির সামনের এক দোকানে প্রতিবেশী একজন চা খাচ্ছিলেন। নিরাপত্তারক্ষীর সঙ্গে কথা বলতে দেখে প্রতিবেশীর উক্তি, ‘আগে ওঁর কাছে অনেক রোগী আসত। সকাল বিকেল রোগীদের ভিড় থাকত। এরপর দশের পাতায়

আরজি করে সকালে যাননি, দাবি

শুনসান ডাঃ সুশান্ত রায়ের জলপাইগুড়ির বাড়ি।

কথায় কথায়

সব দল বৃত্তের বাইরে, প্রতিবাদ অরাজনৈতিক

আশিস ঘোষ

সত্যিই এ এক অদ্ভুত সময়। এলোমেলো, উদ্ভ্রান্ত, ক্রুদ্ধ। তবু এর আগে এতটা সংযত বিক্ষোভ, তার এত ব্যাপ্তি কখনও দেখেনি এই বাংলা। রোজই আড়েবহরে বেড়ে চলেছে প্রতিবাদের মিছিল। কোনও রাজনৈতিক দলের ডাকে নয়, কোনও নেতার বাণী শুনে নয়, যেন নিজেদের বিবেকের টানে রাস্তায় নেমে এসেছে গোটা শহর। রাজধানী থেকে গ্রাম তস্য গ্রামে ‘বিচার চাই’ লেখা পোস্টার হাতে বেরিয়ে পড়েছেন মেয়েরা, ছাত্রী থেকে গৃহবধূ, আট থেকে আশি সক্কলে। পা মেলাচ্ছেন পুরুষরাও।

এই আশ্চর্য প্রতিবাদের কোনও রং নেই। কোনও একটা দলের মার্কামারা পতাকা নেই। থাকার মধ্যে আছে জাতীয় পতাকা। কবিরা কবিতা লিখছেন, গান বাঁধছেন গায়করা, ছবি আঁকছেন শিল্পীরা, চলছে পথনাটক, তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন স্লোগান। আর মুখে মুখে ঘুরছে একটাই দাবি, খুনি-ধর্ষকের ফাঁসি চাই। যেন অনেক দিনের জমে থাকা ক্ষোভের উদ্গিরণ। অধৈর্য মানুষ এখনই বিচার চান। প্রচলিত আশ্বাস আর বিচারে তাঁদের আস্থা টলে গিয়েছে।

আর আস্থা হারিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। এতদিন ধরে চলা গণবিক্ষোভে হাজার চেষ্টা করেও মাথা গলাতে পারেনি তারা। অথচ বেলা বয়ে যায় ঠাহর করে দিল্লির দাদাদের নির্দেশে একটা নবান্ন চলো ডাক দিয়ে লোকের সমর্থনের

এরপর দশের পাতায়

রোগীর চাপে নাজেহাল ডাক্তারও

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন যত দীর্ঘ হচ্ছে, ততই রোগী ভোগান্তির ছবিটাও প্রকট হয়ে উঠছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সোমবার বহির্বিভাগে রোগীদের রেকর্ড ভিড় হয়েছে। কিন্তু তুলনায় চিকিৎসক অনেক কম থাকায় রোগীদের দিনভর চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে। বহু দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বহির্বিভাগে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

ময়নাগুড়ির দক্ষিণ ভুসকাডাঙ্গার বাসিন্দা বৃদ্ধা সুমতি দাসকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু তাঁকে গাড়ি থেকে নামিয়ে জরুরি বিভাগে নেওয়ার জন্য স্ট্রেচার বা হুইলচেয়ার পায়নি পরিবার। পরে তাঁর ছেলে এবং আরও একজন চ্যাংদোলা করে জরুরি বিভাগে নিয়ে যান। সেখানে উপস্থিত অনেককেই বলতে শোনা যায়, ‘এই ভোগান্তির শেষ কোথায়?’

একাধিক বিভাগের সিনিয়ার ডাক্তারদের যুক্তি, বিভাগে শয়ে-শয়ে রোগী আসছেন। অথচ শুধু দু’তিনজন সিনিয়ার ডাক্তারকেই সমস্ত রোগীকে দেখতে হচ্ছে। কেউ খুব প্রয়োজনেও একদিন ছুটি নিতে পারছেন না। প্রতিদিন এত রোগীর চাপ নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এরপর পুরো পরিষেবা ভেঙে পড়লে তার দায় কে নেবে?

মেডিকেল কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা বলছেন, ‘বিভাগীয় প্রধানরা এই সমস্যার কথা আমাকে কিছু জানাননি। তাঁরা আমাকে বললে আমি স্বাস্থ্য ভবনকে জানাব।’ হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের কথা, ‘বাইরে থেকে চিকিৎসক এনে এখানকার পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা সব হাসপাতালেই চিকিৎসকের অভাব রয়েছে। পাশাপাশি রোগীর চাপও রয়েছে। আমাদের এভাবেই চলতে হবে।’

আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ গ্রেপ্তার হলেও তরুণী চিকিৎসক হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে আন্দোলন চলবে বলে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের আন্দোলনকারীরা জানিয়ে দিয়েছেন। ফলে ভোগান্তি যে সহজে মেটার নয়, তা স্পষ্ট।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের বহির্বিভাগে প্রতিদিন গড়ে ৪০০০ রোগী চিকিৎসার জন্য আসেন। আরজি কর ইস্যুতে জুনিয়ার ডাক্তাররা আন্দোলন শুরু করার খবর পৌঁছানোর পর মেডিকেলে রোগীর সংখ্যা অনেকটাই কমে গিয়েছিল। বিশেষ করে বহির্বিভাগে রোগী অনেক কম আসছিল। কিন্তু সোমবার আচমকা বহির্বিভাগে প্রতিদিনের গড় ছাপিয়ে প্রায় ৪৩০০ রোগী এসেছেন। বহির্বিভাগের দরজা খোলার সময় থেকে মেডিসিন, পেডিয়াট্রিক, ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন (পিএমআর),

এরপর দশের পাতায়

স্ট্রেচার নেই। পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রোগীকে। ছবি : সূত্রধর

পাশের হার হ্রাস সিবিসিএস কোর্সে

চিন্তিত পিবিইউ কর্তৃপক্ষ

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২ সেপ্টেম্বর : স্নাতক স্তরে নতুন পদ্ধতি চালু হতেই কদর কমেছে সিবিসিএস পদ্ধতির প্রোগ্রাম কোর্সগুলির। ফলে প্রতি বছরই কমছে প্রোগ্রাম কোর্সে পাশের হার। অনেকেরই বক্তব্য, নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী সিলেবাস, সিমেস্টারভিত্তিক ক্লাস নেওয়া, সেই শিক্ষানীতি অনুসারে কাজকর্ম করা নিয়েই অধ্যাপকরা বেশি চিন্তিত। কিন্তু এর মাঝে তারা ভুলেই যাচ্ছে, এখনও সিবিসিএস ব্যবস্থাপনার প্রোগ্রাম কোর্সে হাজারখানেক পড়ুয়া রয়েছে কলেজগুলিতে। তাঁদেরও নিয়মমাফিক ক্লাস করানো দরকার। ফলে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে অবহেলিত হচ্ছে পুরোনোরা। যার দরুণ প্রতি বছরই কমছে প্রোগ্রাম কোর্সে পাশের হার।

তথ্য বলছে, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা কলেজগুলিতে ২০২১ সালে প্রোগ্রাম কোর্সে ৯৯.৪২ শতাংশ পড়ুয়া পাশ করেছিল। ২০২২ সালে সেই হার দাঁড়িয়েছিল ৯২.৫৩ শতাংশতে। গতবছর পাশের হার এসে ঠেকেছে একেবারে অর্ধেকে। ২০২৩ সালে প্রোগ্রাম কোর্সে ৫৪.৬৩ শতাংশ পড়ুয়া পাশ করলেও চলতি বছর সেই ফলাফল আরও আশঙ্কাজন। এবছর পিবিইউয়ের অধীনে থাকা কলেজগুলিতে প্রোগ্রাম কোর্সে পাশ করেছে ৪৪.৬৭ শতাংশ পড়ুয়া। এই পাশের হার ক্রমাগত কমতে থাকায় চিন্তায় পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সহ শিক্ষামহল। প্রসঙ্গত, গতবছরের তুলনায় অনার্সেও পাশের হার এবছর কিছুটা কমেছে।

এবিএন শীল কলেজের অধ্যক্ষ নিলয় রায়ের কথায়, 'প্রোগ্রাম কোর্সে ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হলেও সেই কোর্সের প্রতি তাদের যথেষ্ট অনীহা রয়েছে। তারা পড়াশোনাতেও মনোযোগ দেয় না। কিন্তু রেজাল্টটা আরও ভালো হওয়া উচিত ছিল। পড়ুয়ারা প্রায় সব পরীক্ষাই করোনা পরিস্থিতি কেটে যাওয়ার পরে দিয়েছে। তাও যখন ফলাফল আশানুরূপ হল না তাই আগামী বছরও প্রোগ্রাম কোর্সে ফল খারাপ হওয়ারই আশঙ্কা রয়েছে।'

শুশ্রূষায় সুস্থ 'অনাথ' শিশু

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২ সেপ্টেম্বর : জন্মের সময় ওজন মাত্র ৮০০ গ্রাম ছিল। সাড়ে তিন মাস হাসপাতালে থাকার পর সেই শিশুর ওজন ১ কেজি ৯৪০ গ্রাম হল। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকদের পাশাপাশি এই সাফল্যের পিছনে বড় ভূমিকা এসএনসিইউ ইউনিটের রয়েছে। এসএনসিইউয়ের নার্সের প্রচেষ্টায় যে নবজাতক কন্যাটি সুস্থ হয়ে উঠেছে তা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে। তবে বাড়ির লোকের খোঁজ না পাওয়ায় সোমবার ওই শিশুটিকে আলিপুরদুয়ার জেলার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল সূত্রে খবর, গত ২০ মে জেলা হাসপাতালে অনু মহাতর নামে এক মহিলা ভর্তি হন। নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে ওই মহিলা আরও কয়েকজনের সঙ্গে থাকতেন বলে হাসপাতালে জানানো হয়। তাঁর আসল বাড়ি কোথায় তা জানা যায়নি। ২০ মে ওই মহিলা একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। তবে নির্দিষ্ট সময়ের আগে জন্ম হওয়ায় শিশুটির ওজন ৮০০ গ্রাম ছিল। যে কারণে শিশুটিকে জেলা হাসপাতালের এসএনসিইউতে রাখা হয়েছিল। তিনদিন পর ওই মহিলার হাসপাতাল থেকে ছুটি হয়ে যায়। তবে নবজাতককে সুস্থ করার জন্য তার চিকিৎসা চলতে থাকে। সামান্য সুস্থ হওয়ার পর তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও কেউ আসেনি বলে অভিযোগ। এসএনসিইউ সিস্টার ইনচার্জ চিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'এত ছোট বাচ্চার মায়ের প্রয়োজন হয়। মাতৃদুগ্ধ প্রয়োজন ছিল সেটা পায়নি।'

এসএনসিইউতে প্রথমদিন তাকে অক্সিজেন দিয়ে রাখা হয়। এরপর চারদিন সিপ্যাপে রাখা হয়। এছাড়া রক্তে হিমোগ্লোবিন কম থাকায় একবার রক্ত দেওয়া হয়। ১০০ দিনের বেশি সময় এসএনসিইউতে থাকার পর অনামিকা সুস্থ হয়ে ওঠে। তাঁর বাড়ি থেকে যে নম্বর দেওয়া হয় সেটায় যোগাযোগ করলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বলা হয় বাচ্চার মা মারা গিয়েছেন। পরিবারের লোক হাসপাতালে আসবে বলেও আসেনি। আলিপুরদুয়ার জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান অসীম ঘোষের বক্তব্য, 'শিশুকন্যাটিকে কেউ দত্তক নেবেন কি না সেটাও দেখা হচ্ছে। সরকারি পোর্টালে সেই তথ্য দেওয়া হবে।

> সাড়ে তিন মাস আগে হাসপাতালে ওই বাচ্চাটির জন্ম হয়। বাচ্চাটির মায়ের ছুটি হওয়ার পর সে আর বাচ্চার খোঁজ করেনি। বাড়ির লোকের সঙ্গে কয়েকবার যোগাযোগ করা হলেও তারা কেউ আসেনি। নার্সরাই বাচ্চাটিকে সুস্থ করে তুলেছে।
>
> -ডাঃ পরিতোষ মণ্ডল সুপার, আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল

বনোন্নয়নে যৌথ প্রয়াস ভারত-ফ্রান্সের

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : বন্যপ্রাণীর বাসস্থান থেকে হাতির করিডরের উন্নতি। ইকো পর্যটন থেকে বন্যপ্রাণী স্কোয়াডগুলির পরিকাঠামোর উন্নতি, মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত আটকানো। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বন দপ্তরকে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এল ফ্রান্স সরকার। নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যান এবং গরুমারা জাতীয় উদ্যানের ভেতরে এবং জঙ্গলের বাইরে একগুচ্ছ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের তৎপরতা শুরু করল দুই দেশের সরকার। ২৮ অগাস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ফ্রান্স সরকারের একটি প্রতিনিধিদল ভারতীয় আধিকারিকদের নিয়ে উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণ শাখার আধিকারিকরা পাঁচদিন ধরে দুই জাতীয় উদ্যানের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। যৌথ বন পরিচালন কমিটির সদস্যদের সঙ্গেও বৈঠক করে প্রতিনিধিদলটি। বন দপ্তর নিজেরা কোথায় কী পরিকল্পনা নিয়েছে, সেটা সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হয়েছে। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'দুটি জাতীয় উদ্যানকে নিয়েই আমাদের প্রস্তাবিত পরিকল্পনার ব্যাপারে ফ্রান্সের প্রতিনিধিদলকে বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে।'

এই পরিকল্পনায় বনবাসীদের নিয়ে বন দপ্তরের গঠিত যৌথ বন পরিচালন কমিটিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। নেওড়াভ্যালিতে রেড পান্ডার বাসস্থানের উন্নতি সহ বাঘ সংরক্ষণ এবং জীববৈচিত্র্যের উন্নতি করার প্রস্তাব এই দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পে রাখা হয়েছে। নেওড়াভ্যালির সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বাইরে লাভা, মৌচুকি, গৌরীবাস, সামসিং ইত্যাদি পাহাড়ি এলাকায় ইকো পর্যটনের প্রসার ঘটানো হবে। তোদে, তাংতা, মূর্তি, রামশাইয়ের মতো এলাকাগুলিতে হোমস্টে তৈরির বিষয়টিও নজরে রয়েছে।

গরুমারা জাতীয় উদ্যানের ক্ষেত্রে আবার জঙ্গলের ভেতর ও বাইরে দু'দিকেই নজর রাখা হচ্ছে। রামশাই, খুনিয়া, গরুমারা, মাল ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডের পরিকাঠামোর উন্নতি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। গরুমারার মধ্যে তৃণভোজী গন্ডার, বাইসন, হরিণের খাদ্যাভাণ্ডার তৈরি করা হবে। বিশেষ করে মানুষ এবং বন্যপ্রাণীর সংঘাত এড়াতে সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

ফ্রান্সের প্রতিনিধিদল নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানে।

উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণ বিভাগের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি জানান, প্রতিনিধিদলটি নেওড়াভ্যালি এবং গরুমারা জাতীয় উদ্যান পরিদর্শন করেছে। অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে পুরো বিষয়টি এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।

কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রকের সঙ্গে কেন্দ্রের সরকারের মাধ্যমে ফ্রান্স সরকারের বিস্তারিত আলোচনা আগেই হয়েছে। ফ্রান্সের সরকারি প্রতিষ্ঠানটি রাজি হয়েছে বন দপ্তরের কাজে বিনিয়োগ করতে। ফ্রান্সের ওই সরকারি প্রতিষ্ঠানটির অফিস রয়েছে দিল্লিতে। সেখান থেকে অগাস্টের শেষে ভারতীয় আধিকারিকদের একটি প্রতিনিধিদল এসে সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছে। উত্তরবঙ্গের বন দপ্তরের তরফে সিসিএফ ছাড়াও দ্বিজপ্রতিম সেন এবং চিত্রক ভট্টাচার্য সহ অন্য বনাধিকারিকরা প্রতিনিধিদলটির সঙ্গে ছিলেন।

হদিস বৃদ্ধার

বানারহাট, ২ সেপ্টেম্বর : সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এক বৃদ্ধাকে উদ্ধারের দু'দিনের মধ্যে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হল।

গত ৩১ অগাস্ট বানারহাট থানার ধুমপাড়া জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় এক অচেনা বৃদ্ধাকে ঘুরে বেড়াতে দেখেন স্থানীয়রা। বৃদ্ধার কাছে তাঁর নাম, পরিচয় জানতে চাইলে তিনি উত্তর দিতে পারেননি। বানারহাট থানার পুলিশ এসে ওই বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলার ডিমডিমার হেভেন্স শেলটার হোমে পৌঁছে দেন।

আজ টিভিতে

পর্ণার সঙ্গে অভিমন্যুর বিয়ে আটকাতে সৃজনের বিবাহ অভিযান। **নিমফুলের মধু** সোম থেকে রবি রাত ৮টায় **জি বাংলায়**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু, রাত ৯.০০ অনামিকা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ জামাই বদল, বিকেল ৪.০০ বাঘ বন্দী খেলা, সন্ধ্যা ৭.১৫ রাখী পূর্ণিমা, রাত ১০.১৫ সন্তান

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ মহান, দুপুর ১.০০ প্রতিকার, বিকেল ৪.০০ সবুজ সাথী, সন্ধ্যা ৭.০০ তুলকালাম, রাত ১০.০০ দুজনে

জি বাংলা সিনেমা : সকাল ১১.৩০ পূজা, দুপুর ২.৩০ শপথ নিলাম, বিকেল ৪.৫০ এক চিলতে সিঁদুর, সন্ধ্যা ৭.৩০ আক্রোশ, রাত ১০.৩০ সুবর্ণলতা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বাদশা – দ্য ডন

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ বন্দী

অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি দুপুর ২.৩০ মিনিটে **ডিডি বাংলায়**

দুজনে রাত ১০টায় **কালার্স বাংলা সিনেমায়**

মিশন রানিগঞ্জ সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে **অ্যান্ড পিকচার্সে**

আকাশে সুপারস্টারে বিচারকের আসনে থাকবেন শোভন গঙ্গোপাধ্যায়। সোম থেকে শনি **আকাশ আটে** দুপুর ২টায়

e-TENDER NOTICE

NIT No: 22/23/24/NKT/24-25 dated: 23/08/24 & 27/08/24 fund: SBM(G)/15TH FC & MDM is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 07/09/24, 09/09/24 & 05/09/24. The details of the NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal https://wbtenders.gov.in and office notice board of the undersigned.

Sd/-
BDO & Executive Officer
Nagrakata Panchayet Samity

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ১২২ ও ১২৩-এমএলডিটি-২৪-২৫, তারিখ ২২.০৮.২০২৪ (সিভিল/ওয়ার্কস)। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ক্র. নং. ঃ ১; ঃ টেন্ডার নং ঃ ১২২-এমএলডিটি- ২৪-২৫। স্থান সহ কাজের নাম ঃ ৩০.০৬.২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া মেয়াদে জোন নং. ০৮-এ এইএন/মালদা-র অধীনে সকল অফিসারদের কোয়ার্টার্স, কালিন্দ্রী ভবন এবং ওল্ড মালদাতে হস্টেল সমেত ডিভিসনাল ট্রেনিং স্কুল, কোয়ার্টার্স, অ্যাকাডেমিক ব্লক, অ্যাকাডেমিক ব্লক সমেত সেন্ট্রাল স্কুল এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল সহ রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং-এর নতুন কাজ [সাধারণ কাজ, কাঠের কাজ, ওয়াটার পাইপ লাইন এবং স্যানিটারি কাজ] সমেত মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সম্পাদন করার সকল কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ৫৫,০০,০০০.০০ টাকা। ক্র. নং. ঃ ২; ঃ টেন্ডার নং ঃ ১২৩-এমএলডিটি- ২৪-২৫। স্থান সহ কাজের নাম ঃ ৩০.০৬.২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া মেয়াদে জোন নং. ০৭-এ এইএন/মালদা-র অধীনে মালদা স্টেশন এলাকাতে সকল সার্ভিস বিল্ডিং, গুডস্ শেড, কেবিন, ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, কোচিং ডিপো, মালদা স্টেশন এলাকায় অন্যান্য সার্ভিস বিল্ডিংসমূহ, চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকা, প্ল্যাটফর্ম এবং শেডসমূহ, ডিআরএম-এর অফিস বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেডিয়াম, আরআরবি মালদা এবং এইএন/মালদা অফিস, মালদা টাউন স্টেশন এলাকা ইত্যাদি ব্যতীত অফিসসমূহ, মালদা টাউন স্টেশন (ব্যতীত) থেকে নিউ ফারাক্কা (ব্যতীত) পর্যন্ত সকল সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার্স, লেভেল ক্রশিং গেট লজসমূহ, চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকা, প্ল্যাটফর্মসমূহ এবং শেডসমূহ ইত্যাদি, আরপিএফ ব্যারাক ইত্যাদি সমেত সকল ধরনের স্টাফ কোয়ার্টার্স-এর নতুন কাজ [সাধারণ কাজ, কাঠের কাজ, ওয়াটার পাইপ লাইন এবং স্যানিটারি কাজ] সমেত মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সম্পাদন করার সকল কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ৭০,০০,০০০.০০ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১২.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে ক্র. নং. ১ ও ২-এর জন্য। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড ঃ www.ireps. gov.in এবং ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার-এর অফিস, মালদা টাউনে। টেন্ডারদাতাগণকে ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-88/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Alipurduar University
P.G. Admission
Notification : 2024-25

It is hereby notified for information to all concerned that the online applications are invited for admission into 2 years M.A./M.Sc/M.Com. Courses in 14 different subjects (Beng, Eng, Hist, Pol. Sc, Geo, Eco, Philo, Sans, Chem, Bot, Math, Phys, Zoo, Com) for the academic session 2024-2025 on and from 04.09.2024 to 17.09.2024. Please visit our University Website for details : alipurduaruniversity.ac.in

Sd/- Registrar (Additional Charge)
Alipurduar University

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭১৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৮৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৩১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৩২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

ANANDA CHANDRA COLLEGE
JALPAIGURI

NOTICE : 31 / 08 / 2024

Admission in M.A. in Bengali

Online application for admission into M.A.(Regular) in Bengali will commence from 03/09/2024. For details visit college website https://accollege.in and for application and admission https://acc.collegepgadmission.in

Sd/-
Dr. Debashis Das
Principal

e-Tender Notice

DURLOVPUR GRAM PANCHAYAT UNDER ITAHAR DEVELOPMENT BLOCK ISSUED e-NIQ & NIT

e- NIQ NO. 07/15th FC (TIED)/2024-25, ViDE MEMO NO. 642/DURGP/2024-25, DT.- 31.08.2024,
e- NIT NO. 28/15th FC (TIED)/2024-25, HAVING SL NO-13 (REVOC) VIDE MEMO NO. 638 /DURGP/2024-25, DT.- 30.08.2024.
THE MORE INFORMATION PLEASE THE SITE http://wbtenders.gov.in.

Sd/-
Prodhan
Durlovpur Gram Panchayat
P.O.- Sonapur, Itahar, Uttar Dinajpur

Department of Posts, India
Office of the Postmaster General
North Bengal Region
Siliguri-734001

সংখ্যা : সি.পি.টি/ডাক আদালত/ত্রৈমাসিক — শিলিগুড়ি, তারিখ :02.09.2024

সংবাদ লিপি

ডাক আদালত 2024

ডাক আদালত 2024, পোস্টমাস্টার জেনারেল, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্র-এর সভাপতিত্বে 26.09.2024 তারিখে, 11টায়, পোস্টমাস্টার জেনারেল, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্র, শিলিগুড়ি-734001-এর অফিসে গুগল মিট (ভিডিও কনফারেন্স) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই আদালতে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রের ডাক পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্ত ধরনের অভিযোগের সমাধান করা হবে। অভিযোগে অবশ্যই রেফারেন্স নম্বর, বিভিন্ন ডাক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত চিঠির তারিখ এবং অভিযোগকারীর মোবাইল নম্বর এবং ইমেইল আইডি সহ সম্পূর্ণ বিবরণ থাকতে হবে। অভিযোগটি সহকারী ডিরেক্টর (পি.জি.), পোস্টমাস্টার জেনারেল-এর কার্যালয়, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্র, শিলিগুড়ি-734001 এই ঠিকানাতে দিতে হবে যাতে 15.09.2024 তারিখে বা তার আগে ডাকযোগে বা ই-মেইল আইডি bdntnb@gmail.com-তে ই-মেইলের মাধ্যমে পৌঁছে যায়। অভিযোগকারীকে উপরে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে গুগল মিট (ভিডিও কনফারেন্স) এর মাধ্যমে ডাক আদালত 2024-এ উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, গুগল মিট-এর লিঙ্ক সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারীর সাথে শেয়ার করে দেওয়া হবে। অন্য যে কোনও প্রকার ব্যাখ্যার জন্য সহকারী ডিরেক্টর (পি.জি.)-এর সাথে টেলিফোন নম্বর : 0353-2436550 এবং মোবাইল নম্বর 9679248729, 9475714655-তে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
ডাক আদালতের আবেদনপত্রের খামে 'ডাক আদালত' শব্দটি লিখতে হবে।
দ্রষ্টব্য : আইনি বিষয় জড়িত মামলা যেমন উত্তরাধিকার ইত্যাদি এবং নীতিগত বিষয়গুলি উপরোক্ত ডাক আদালতে নেওয়া হবে না।

সরকারী ডিরেক্টর (পি.জি.)
পোস্টমাস্টার জেনারেল-এর কার্যালয়
উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্র
শিলিগুড়ি-734001

বিজ্ঞপ্তি

বিষয়
ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষা

[THE PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS MANUAL SCAVENGERS AND THEIR REHABILITATION ACT, 2013]

সর্বসাধারণের অবগতির উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে

- খাটা পায়খানা ব্যবহার বা খোলা নর্দমায় মল-মূত্র ত্যাগ নিষিদ্ধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।
- ওই প্রকার শৌচাগার সাফাইয়ের জন্য কোনও ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।
- আগামী ০২.০৯.২০২৪ থেকে রাজ্যের সমস্ত গ্রাম এবং শহরে ওই প্রকার শৌচাগার (Insanitary Latrine) এবং তা সাফাইয়ের পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের সমীক্ষা শুরু হচ্ছে।
- এই প্রকার পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা সরকারি পুনর্বাসন প্রকল্পের সুবিধা পেতে অবিলম্বে নিকটবর্তী গ্রাম পঞ্চায়েত/পৌরসভা অথবা স্বেচ্ছা ঘোষণা শিবির (Self Declaration Camp)-এ যোগাযোগ করুন।

জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানানো হচ্ছে যে, এ সম্পর্কিত কোনও তথ্য আপনাদের জানা থাকলে তা অবিলম্বে স্থানীয় পঞ্চায়েত গোচরীভূত করুন।

কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক জনস্বার্থে প্রকাশিত এবং প্রচারিত।

কর্মখালি

ফুলবাড়ি, উত্তরকন্যার বিপরীতে Car শোরুমের জন্য একজন মহিলা রিসেপশনিস্ট প্রয়োজন। M : 95938 33330. (C/112284)

•

সুবর্ণ সুযোগ - স্বাস্থ্য সংস্থায় বাড়ি থেকে নিজের এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম কাজে উচ্চ আয়ের সুযোগ। 97331 70439. (K)

কিডনি চাই

মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে B+ কিডনিদাতা চাই। সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 8967860938. (C/112316)

অ্যাফিডেভিট

গত 27.08.2024 E.M. কোর্ট, দিনহাটা-এর অ্যাফিডেভিট বলে আমি বিবি রাহিলা ও আহিল্যা দেবী থেকে রাহিলা বিবি হলাম এবং স্বামী রঞ্জিত মণ্ডল ও নুরুল থেকে নুরুল হক হলো। রাহিলা বিবি, গোবরাছড়া, দিনহাটা, কোচবিহার।

•

গত 03-4-2024, সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Abdul Miya, Abdul Hosen, Abdul Hossain এবং Abdul Hossen, পিতা Nura Mahammada Miya, Nur Mahammad Miya, পুত্র Chhamidul Miya এবং Chhamidul Shekh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। বড় বালাশী, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/111808)

Notice inviting e-tender

Online applications for e-tender is invited by U/S from the bidders through www.wbtenders.gov.in. for eNIT-04/24-25 (1st call). memo no-342/PGp/nit/24 : dt-02/09/2024 Last date of document download and bid submission is 11/09/2024 at 11.00 hrs. Date of Technical Bid openning is 13/09/2024 at 12.00 hrs at the office of the U/S. Other details may be seen in the office dring office hours of all working days & in website of

Sd/-
Prodhan
No.2 Panjul Gram Panchayat
Vill+P.O.-Fatepur (Hili)
Dakshin Dinajpur

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের করণ
গোয়ালপোখর-২ নং ব্লক
উত্তর দিনাজপুর

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ০২.০৯.২০২৪ তারিখ থেকে ১০.০৯.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত গোয়ালপোখর-২ নং ব্লকের অন্তর্গত প্রত্যেকটি গ্রামে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জারের সমীক্ষার কাজ চলবে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে বিশদে জানবার জন্য নিকটবর্তী গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে পারেন। স্ব-ঘোষণা ক্যাম্প চলবে ০৫.০৯.২০২৪ থেকে ১০.০৯.২০২৪ পর্যন্ত। এই ক্যাম্প প্রতিটা গ্রাম পঞ্চায়েতে চলবে। এই ক্যাম্পে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার নিজে এসে স্ব-ঘোষণা পত্রে তথ্য দিয়ে জমা করতে পারবেন।

তাং ঃ ০১/০৯/২০২৪

Sd/-
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
গোয়ালপোখর-২ নং ব্লক
চাকুলিয়া, উত্তর দিনাজপুর

সাক্ষাৎকার

নং.-ই/২২৭/আরইসিটিটি./সিএমপি/এলএমজি (৩)/২০২৪ — তারিখ ঃ ২৯-০৮-২০২৪

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে লামডিং ডিভিশনে পূর্ণাঙ্গ সময়ের ভিত্তিতে চিকিৎসক পদের জন্য সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকারের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-০৯-২০২৪; ১০.৩০ ঘণ্টা (মঙ্গলবার)

স্থানঃ অফিস অব দ্য চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট/লামডিং, ডিভিশনাল রেলওয়ে চিকিৎসালয়, লামডিং, এন. এফ. রেলওয়ে।

পদের সংখ্যাঃ ০৫ (পাঁচ)টি ঠিকাভিত্তিক চিকিৎসক (পূর্ণাঙ্গ সময়)

স্টেশনের নাম ঃ

ক্র.নং.	চিকিৎসালয়/এইচইউ-এর নাম	পদের মোট সংখ্যা
০১	ডিভিশনাল রেলওয়ে চিকিৎসালয়/লামডিং=০৫	০৫

শিক্ষাগত/কারিগরি যোগ্যতাঃ (ক) বিশেষজ্ঞ ঃ প্রার্থীকে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিষয়/ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি/ডিপ্লোমা সহ এমবিবিএস ডিগ্রি ধারী হতে হবে এবং ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের পঞ্জিয়নভুক্ত হতে হবে। (খ) জেনারেল ডিউটি ঃ প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিবিএস ডিগ্রি ধারী হতে হবে এবং ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের পঞ্জিয়নভুক্ত হতে হবে।

বয়স ঃ (i) ০১-০৮-২০২৪ অনুযায়ী প্রার্থীর বয়স ৫৩-এর অধিক হতে পারবে না। (ii) অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে চিকিৎসক, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চিকিৎসকদের জন্য ০১-০৮-২০২৪ অনুযায়ী বিবেচনাযোগ্য বয়স হলো ৬৭ বছর।

মাসিক পারিশ্রমিকঃ- (ক) জেনারেল ডিউটির (জিডিএমও) জন্য ঃ ৭৫,০০০ টাকা (প্রতি মাস)। (খ) বিশেষজ্ঞের জন্য (১ম বছর) ঃ ৯৫,০০০ টাকা (প্রতি মাস) ঃ (গ) বিশেষজ্ঞের জন্য (২য় বছর থেকে) ঃ ১,০৫,০০০ টাকা (প্রতি মাস)। সরকারি কোনও আবাসন প্রদান না করার শর্তে নির্দেশিত মাসুল প্রদান করা হবে। যদি সরকারি আবাসন প্রদান করা হয়, তাহলে প্রদত্ত আবাসনের এইচআরএ এবং লাইসেন্স মাসুলের সমপর্যায়ের একটি পরিমাণ মাসিক পারিশ্রমিক থেকে কর্তন করা হবে।

বিজ্ঞপ্তির বিশদ বিবরণ www.nfr.indianrailways.gov.in (general info-departments-personnel-walk in interview)-এ পাওয়া যাবে।

যোগ্য আগ্রহী প্রার্থীদের ১০.০৯.২০২৪ তারিখের ১০.৩০ ঘণ্টায় কনফারেন্স হল, ডিআরএইচ/লামডিং, লামডিং রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, লামডিং-এ "সাক্ষাৎকার"-এর জন্য সমস্ত সার্টিফিকেট/টেস্টিমোনিয়াল-এর মূল প্রতিলিপি/প্রত্যায়িত প্রতিলিপি এবং দুটি পাসপোর্ট আকারের ছবি সাথে নিয়ে উপস্থিত হতে হবে। কোনও ভুল তথ্য/ভুয়ো অ্যাকাডেমিক সার্টিফিকেট/টেস্টিমোনিয়াল ইত্যাদির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভারত সরকারের কার্যকর আইনের অধীনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (পি), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজকের দিনটি

আজকের দিনটি
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বন্ধুকে বাড়ির কোনও কথা বলে সমস্যা পড়তে পারেন। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পেরে তৃপ্তি। **বৃষ :** আজ সারাদিন প্রচুর পরিশ্রমে কাটবে। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। **মিথুন :** অসম্পূর্ণ কাজ আজ শেষ করতে পেরে আনন্দ। দূরের কোনও প্রিয়জনের শুভ সংবাদ পেয়ে স্বস্তি। **কর্কট :** সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। রাস্তায় পড়ে গিয়ে আঘাত লাগার আশঙ্কা। প্রেমে শুভ। **সিংহ :** কোনও গোপন প্রকাশ্যে আসায় অসম্মান। ব্যবসার কাজে আজ দূরে যেতে হতে পারে। **কন্যা :** কর্মসূত্রে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ মিলতে পারে। সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলায় সুরাহা পেতে পারেন। **তুলা :** পারিবারিক কাজে বাইরে যেতে হতে পারে। রাজনীতির ব্যক্তিরা আজ প্রতারিত হতে পারেন। **বৃশ্চিক :** প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথা শুনে কিছু বলতে গিয়ে সমস্যায়। পেটের সমস্যায় ভুগতে হতে পারে। **ধনু :** ব্যবসার জন্যে বেশ কিছু টাকা ধার করতে হবে। বিনা কারণে অপমানিত হতে পারেন। **মকর :** বন্ধুদের সঙ্গে আজ সারাদিন আনন্দে কাটবে। ক্রীড়াবিদরা সম্বর্ধিত হতে পারেন। **কুম্ভ :** শরীর নিয়ে সমস্যা চলবে। ব্যবসার কাজে দূরে যেতে হতে পারে। দাঁতের সমস্যায় ভোগান্তি। **মীন :** কোনও অপরিচিত ব্যক্তির কথায় প্রলোভনে প্রচুর টাকা নষ্ট হতে পারে। পেটের অসুখের সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৭ ভাদ্র ১৪৩১, ভাঃ ১২ ভাদ্র, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ১৭ ভাদ, সংবৎ ১৫ ভাদ্রপদ বদি অধিক, ২৯ শফর। সূঃ উঃ ৫।২২ অঃ ৫।৫২। মঙ্গলবার, অমাবস্যা দিবা ৬।৩১। পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ৩।৯। সিদ্ধযোগ রাত্রি ৮।২১। নাগকরণ দিবা ৬।৩১ গতে কিন্তুঘ্নকরণ রাত্রি ৭।২৩ গতে ববকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ৩।৯ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ৩।৯ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ৬।৩১ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ৬।৫৬ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ১।১১ গতে ২।৪৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১৮ গতে ৮।৪৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ৬।৩১ গতে সীমান্তোন্নয়ন।(অতিরিক্ত বিবাহ-শেষরাত্রি ৪।১১ গতে ৫।২৩ মধ্যে সিংহলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ)। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫২ গতে ১০।১৮ মধ্যে ও ১২।৪৪ গতে ২।২২ মধ্যে ও ৩।১০ গতে ৪।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৪ মধ্যে ও ৮।৪৬ গতে ১১।৮ মধ্যে ও ১।২৯ গতে ৩।৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

টুকরো খবর

বয়ান সংগ্রহ

নকশালবাড়ি, ২ সেপ্টেম্বর: 'সন্তান উধাও'-এর তদন্তে ডাক পড়ছে স্বাস্থ্যকর্মীদের। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য দপ্তর কার্যালয়ে লিখিত বয়ান নেওয়া হচ্ছে তাঁদের। অভিযুক্ত গাইনিকলজিস্ট ছাড়াও শিলিগুড়ির বেসরকারি নার্সিংহোম, রেডিওলজিস্ট, প্যাথলজিকাল ল্যাবের কর্মীদের কাছ থেকে লিখিত বয়ান নেওয়া হচ্ছে। প্রসূতিরা সরাসরি যেসব সরকারি সুযোগসুবিধা পান, সংশ্লিষ্ট সমস্ত দপ্তরের কর্মীদেরও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে। বাদ নেই আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের এএনএম কর্মীরা। সম্ভাব্য সবদিক খতিয়ে দেখে রিপোর্ট পেশ করবে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। দার্জিলিং জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক সোমবার বলেন, 'কমিটি তদন্ত চালাচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে এখন বেশি কিছু বলতে পারব না।'

গোরু চুরি, ধৃত

ফাঁসিদেওয়া, ২ সেপ্টেম্বর : বিধাননগরে গোশালা থেকে গোরু চুরির অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র। ধৃত আবুল কালাম আজাদ, সাহিন আলম, নাজিবুল ইসলাম ফালাকাটা এবং কুদ্দুস হাসান ধূপগুড়ির বাসিন্দা। ৭ অগাস্ট ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরের জাগিরগছে গোশালায় একটি গোরু চুরির অভিযোগ ওঠে। পরবর্তীতে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। সোমবার গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের নকশালবাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে ধৃতদের বিরুদ্ধে।

এদিন ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক ধৃত আবুল কালাম আজাদের পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। এছাড়া বাকি তিনজনের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজত হয়েছে।

গ্রেপ্তার দুই

ফাঁসিদেওয়া, ২ সেপ্টেম্বর : নদী থেকে বেডমিশালি পাচারের সময় দুটি ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করা হল। একইসঙ্গে ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ। ধৃত সারওয়ান মাহাতো বিহার এবং দীনেশ পাহান বিধাননগরের গৌরীগছের বাসিন্দা। সোমবার বিধাননগরে দিকে আসার সময় মুরলীগঞ্জ চেকপোস্ট এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ট্র্যাক্টর ২টি আটক করে পুলিশ। চালকদের কাছে কোনও বৈধ নথি ছিল না। এরপরই পুলিশ চালকদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন অভিযুক্তরা পাচারের কথা স্বীকার করে।

কচ্ছপ উদ্ধার

খড়িবাড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে জালে উঠল কচ্ছপ। সেই কচ্ছপ কিনে বন দপ্তরের হাতে তুলে দিলেন আরেক ব্যক্তি। ঘটনাটি খড়িবাড়ির বলাইঝোরার। সোমবার সকালে কয়েকজন স্থানীয় বুন নদীতে মাছ ধরতে আসেন। তাঁরা নদী থেকে একটি কচ্ছপ উদ্ধার করেন। যাঁদের জালে ধরা পড়েছে, তাঁরা কচ্ছপটি বিনে পয়সায় দিতে নারাজ। সেসময় বলাইঝোরা গ্রামেরই বাসুদেব সরকার ৫০০ টাকার বিনিময়ে কচ্ছপটি কিনে সোজা খড়িবাড়ি থানায় আসেন। খড়িবাড়ি পুলিশ কচ্ছপটি বন দপ্তরের হাতে তুলে দেয়। বাসুদেবের কথায়, 'না কিনলে ওঁরা অন্য কোথাও হয়তো বিক্রি করতেন। তখন আর সেটাকে উদ্ধার করা সম্ভব হত না।'

কাশফুলের মাঝে বসে মাছের খোঁজ

শরতের বিকেলে ইসলামপুরের বিহার মোড়ের কাছে। সোমবার। ছবি : রাজু দাস

মায়ের শ্লীলতাহানি, মেয়েকেও হুমকি

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : কয়েকমাস আগে ফুলবাড়িতে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছিল এক বিবাহিত তরুণীকে। বিষয়টি স্থানীয় মাতব্বররা মিটমাট করে দেওয়ার জন্য সালিশি সভাও ডেকেছিল। সেই ঘটনার জেরে পুনরায় অশান্তি সৃষ্টি হয় রবিবার রাতে। সেইসময় তরুণীর শ্লীলতাহানি করার পাশাপাশি তাঁকে মারধরের অভিযোগ ওঠে এলাকারই কয়েকজনের বিরুদ্ধে।

তাতেই অবশ্য ক্ষান্ত হয়নি অভিযুক্তরা। অভিযোগ, তরুণীর স্বামী ও পাঁচ বছরের মেয়ের গায়ে হাত তোলার পাশাপাশি ওই একরত্তিকেও ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়। ঘটনার বিবরণ জানিয়ে সোমবার নিউ জলপাইগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই তরুণী। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার তাঁকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে। আরজি কর কাণ্ডের পর একের পর এক প্রতিবাদ চলছে। জ্বলছে মোমবাতি-মশালও। তারমধ্যেই একের পর এক ন্যক্কারজনক ঘটনার খবর উঠে আসছে বিভিন্ন জায়গা থেকে।

অভিযোগ, গত ২২ এপ্রিল ওই তরুণীকে বাড়ির সামনেই ধর্ষণের চেষ্টা করে দেব শা নামে এক ব্যক্তি। বিষয়টি মিটমাট করার দায়িত্ব নেন স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা। দুই পক্ষকে নিয়ে সালিশিতে বসেন তৃণমূলের দ্রৌপদী সরকার এবং পরান মণ্ডল সহ অন্যরা। সোমবার নিজের বক্তব্যে তরুণীর স্বামী পরানকে ক্লিনচিট দিলেও 'দ্রৌপদী সব জানে' বলে মন্তব্য করেন। তরুণীর স্বামীর কথায়, '২২ এপ্রিলের ঘটনার পর সালিশিতে বসা হয়েছিল। অভিযুক্তকে এলাকায় থাকতে দেওয়া হবে না বলে জানানো হয়েছিল। সেরকম কিছুই না হওয়ায় দেব ও তাঁর সঙ্গীরা সাহস পেয়ে মাঝেমধ্যেই আমাদের বিরক্ত করছে।'

ঘটনাপ্রসঙ্গে জানতে দ্রৌপদীর সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হয়। ফোন ধরেই তিনি বলেন, 'ঝামেলা হয়েছে কি না আমি জানি না, আমার স্বামী বলতে পারবেন।' এরপর বেশ কয়েক মিনিট ফোন ধরে থাকেন তিনি। পরবর্তীতে দ্রৌপদীর সংযোজন, 'কী হয়েছে, আমি কিছু জানি না। যে সময় ঝামেলা হয়েছে তখন আমি বাড়িতে ছিলাম না।' অপর তৃণমূল নেতা পরান ফোনে সাড়া না দেওয়ায় তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

তরুণীর অভিযোগ, রবিবার রাতে দেবের ঘনিষ্ঠ দিলীপ সূত্রধর নামে এক ব্যক্তি তাঁকে উদ্দেশ্য করে কটূক্তি করতে থাকে। তাঁর একরত্তি মেয়েকেও ধর্ষণের হুমকি দেয়। ঘটনার প্রতিবাদ করলে দিলীপ, দেবরা আরও কয়েকজনকে তরুণীর বাড়ির সামনে ডেকে নিয়ে আসে। তরুণীর কথায়, 'দল বেঁধে কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা এসে আমাকে মারধর শুরু করে। আমার শ্লীলতাহানি করা হয়।'

এদিন সকালে অভিযোগ দায়ের করতে এসে থানা চত্বরেই কান্নায় ভেঙে পড়েন তরুণী। সেই সময় প্রতিবেশীদের তরফেও কয়েকজন থানায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এক মহিলা প্রশ্ন তোলেন, 'নারী নির্যাতনের ঘটনায় চারিদিকে প্রতিবাদের ঝড় বইছে। সেই সময় এলাকায় এক বধূর ওপর আক্রমণ মেনে নেওয়া যায় না।'

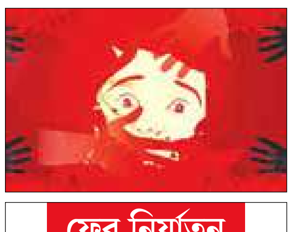

ফের নির্যাতন

- ২২ এপ্রিল তরুণীকে বাড়ির সামনেই ধর্ষণের চেষ্টা দেব শা-এর
- মিটমাট করার দায়িত্ব নেন স্থানীয় তৃণমূল নেতারা
- রবিবার রাতে দেবের ঘনিষ্ঠ দিলীপ সূত্রধর নামে এক ব্যক্তি তরুণীকে উদ্দেশ্য করে কটূক্তি করতে থাকে
- তাঁর একরত্তি মেয়েকেও ধর্ষণের হুমকি দেয়
- প্রতিবাদ করলে দিলীপ, দেবরা কয়েকজনকে তরুণীর বাড়ির সামনে ডাকে
- কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা মারধর, শ্লীলতাহানি করে তাঁকে

নাবালিকার পরিবারের ওপর চাপ সৃষ্টি

শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার বিমল সেনকে সোমবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠায় পুলিশ। বিচারকের নির্দেশে তাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

এদিকে, স্থানীয় কয়েকজন মামলা তুলে নেওয়ার জন্য নাবালিকার পরিবারের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন বলে অভিযোগ। সেই প্রসঙ্গে এদিন নাবালিকার বাবা বলেন, 'অভিযুক্তের ঘনিষ্ঠ একজন মামলা তুলে নিতে বলছেন। কিন্তু আমরা সকলে, ঘটনায় দোষী ব্যক্তির শাস্তি চাই।'

এরা ছাড়াও কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি প্রথম থেকেই নাবালিকার পরিবারের ওপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করছিল বলে নাবালিকার পরিবার সহ পড়শিদের কয়েকজন জানালেন। পুলিশের এক আধিকারিকের আশ্বাস, 'এরকম চাপ সৃষ্টি করা আইনত অন্যায়। অভিযোগ এলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের সভাপতি অমিত সরকার ঘটনার নিন্দা করেছেন। তাঁর মতে, 'কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা না করতে পারার কারণেই দিনদিন এধরনের অপরাধ বাড়ছে। যাঁরা মামলা তুলে নেওয়ার কথা বলছেন, তাঁরা আইন ভাঙছেন।' প্রয়োজনে নাবালিকার পরিবারকে আইনি সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

ধৃতের জেল হেপাজত

দিনকয়েক আগে নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকার এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় কয়েকজন বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন বলে জানা গিয়েছে। তবে রবিবার দুপুরে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। তারপরই নাবালিকার পরিবার পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করে।

অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সন্ধ্যায় নাবালিকাকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। বর্তমানে সে সেখানেই চিকিৎসাধীন। সঙ্গে তার মা রয়েছেন। নাবালিকার শারীরিক অবস্থা এখন অনেকটা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।

আবর্জনার সঙ্গে তুলনা দুর্নীতিতে অভিযুক্তকে

রাজীবের ঘরে তালা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : কোচবিহার মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অপসারিত এমএসভিপি ডাঃ রাজীব প্রসাদ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে কাজে যোগ দেওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন পড়ুয়ারা। সোমবার দুপুরে রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারে ডাক্তারি পড়ুয়ারা ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগে গিয়ে বিভাগীয় প্রধানের ঘরে তালা ঝুলিয়ে দেন। তার আগে তাঁরা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে অবিলম্বে রাজীব প্রসাদকে সরানোর দাবি জানান। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, 'কোচবিহারের আবর্জনা আমরা চাই না।'

আন্দোলনকারী রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের তরফে মেহেদি হাসান রহমান বলছেন, 'কোচবিহারে থাকাকালীন রাজীব স্যর অনেক দুর্নীতি করেছেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বদলে দিয়েছেন। উনি এখানে থাকলে এখানেও এমন অনিয়ম শুরু হবে।'

মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা বলছেন, 'স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশে এই বদলি হয়েছে। আমরা এই নির্দেশ কার্যকর করতে বাধ্য। আন্দোলনকারীরা আমার কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন। আমি সেটি স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার (ডিএমই) কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।' রাজীব অবশ্য বলছেন, 'আমার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। অফিসে তালা মারার বিষয়টি শুনেছি। আন্দোলনকারী ছেলেমেয়েরা সবাই আমাদের ছাত্রছাত্রী। অফিসে গিয়ে ওদের সঙ্গে আলোচনা করব। আশা করছি, সমস্যা মিটে যাবে।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ফরেন্সিক বিভাগের অধ্যাপক রাজীবকে ২০১৮ সালে সদ্য তৈরি হওয়া কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি হিসাবে দায়িত্ব দিয়েছিল স্বাস্থ্য দপ্তর। রাজীবের হাত ধরে এমজেএন মেডিকেল কলেজে রোগী পরিষেবায় দ্রুততার সঙ্গে প্রচুর কাজ হয়েছে। কিন্তু দু'বছর ধরে তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগও উঠেছে। বিভিন্ন কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি তো বটেই, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বদলে দেওয়া সহ কলেজে ডাক্তারি পরীক্ষায় তিনি প্রভাব খাটিয়েছেন বলেও অভিযোগ।

চলতি বছরের মে মাসে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় তাঁকে শোকজও করেছিল স্বাস্থ্য দপ্তর। আরজি কর ইস্যুর পর মেডিকেলে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে একের পর এক অভিযোগ উঠছে।

সেখানেও রাজীবের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। আর তারপরই তাঁকে ওই এমজেএন মেডিকেলের এমএসভিপি পদ থেকে সরিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের ফরেনসিক বিভাগে বদলি করা হয়। শনিবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে এসে কাজে যোগ দিয়েছেন রাজীব। ফরেন্সিক বিভাগে কোনও প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর না থাকায় রাজীব কাজে যোগ দিয়েই বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পেয়েছেন।

এর প্রতিবাদে সোমবার ডাক্তারি পড়ুয়াদের একাংশ হাতে 'রাজীব প্রসাদ গো ব্যাক', 'কোচবিহারের আবর্জনা এনবিএমসি চায় না' লেখা পোস্টার নিয়ে কলেজে মিছিল করে অধ্যক্ষের অফিসে এসে বিক্ষোভ দেখান। রাজীবকে এই কলেজ থেকে সরানোর দাবি জানিয়ে তাঁরা অধ্যক্ষকে স্মারকলিপি দেন। এরপরই আন্দোলনকারীরা ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগে গিয়ে তুমুল বিক্ষোভ শুরু করেন। ফরেন্সিকের কর্মীদের বিভাগীয় প্রধানের ঘর থেকে দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল সরিয়ে নিতে বলেন। তারপর তাঁরা সেই ঘরে তালা ঝুলিয়ে লিউকোপ্লাস্ট লাগিয়ে তার উপর 'গো ব্যাক' লিখে দেন।

আন্দোলনকারী সহেলী মুখোপাধ্যায় সহ অন্যদের বক্তব্য, 'বিভাগীয় প্রধান পদে তো নয়ই, আমরা ওঁকে এই বিভাগেই কাজ করতে দেব না।'

রাজীব প্রসাদকে সরানোর দাবিতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষকে স্মারকলিপি। সোমবার। ছবি : সূত্রধর

ক্ষুব্ধ পড়ুয়ারা

- কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি পদে ছিলেন ডাঃ রাজীব প্রসাদ
- টেন্ডার দুর্নীতির পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বদলের অভিযোগ উঠেছিল
- সম্প্রতি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় দুর্নীতির অভিযোগে তাঁকে সেখান থেকে সরানো হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে
- রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারে ডাক্তারি পড়ুয়ারা ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগীয় প্রধানের ঘরে তালা ঝুলিয়ে দেন

দখলের চেষ্টা

চোপড়া, ২ সেপ্টেম্বর : স্থানীয় কয়েকজনের দাবি, বাগানের জমি তাঁদের কাছ থেকে কেনা হয়েছিল। শ্রমিকদের অভিযোগ, তাঁরাই এখন একাংশ জমি দখলের চেষ্টা করছেন। দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্দন চা বাগানের ঘটনা।

জমির মালিক বলে দাবি করা কিছু বাসিন্দা ও বহিরাগতদের বিরুদ্ধে বাগান দখল নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠছে। মালিকপক্ষ আর্থিক সংকটের কারণ দেখিয়ে সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক-এর নোটিশ ঝুলিয়ে চলে গিয়েছে। প্রায় তিন মাস ধরে বাগানে কাজকর্ম বন্ধ। প্রশাসনের তরফে একাধিকবার বৈঠক ডেকেও বাগান খোলা নিয়ে কোনওরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। মালিক চলে যাওয়ার পর শ্রমিকরাই বাগান পরিচর্যা শুরু করেন। এবার বাগান দখল নেওয়ার অভিযোগ ঘিরে শ্রমিক মহলে উৎকণ্ঠা ছড়িয়েছে।

কর্মীদের হেনস্তা

চাকুলিয়া, ২ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুতের বিল বকেয়া। তাই সোমবার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে গিয়েছিলেন দপ্তরের কর্মীরা। অভিযোগ, কর্তব্যরত অবস্থায় হেনস্তা করা হয় তাঁদের। পরে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি চাকুলিয়া থানার ডাঙ্গিপাড়ার। সোমবার বিকেলে দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চাকুলিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করে কানকি বিদ্যুৎ দপ্তর।

মহম্মদ সেলিম এবং ইলিয়াস আলি- দুজনেই চাকুলিয়া থানার ডাঙ্গিপাড়ার বাসিন্দা। তাঁদের বিদ্যুতের বকেয়া বিল যথাক্রমে ২৭ হাজার ও ১৭ হাজার টাকা। কানকি বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তরের তরফে বিল মেটানোর জন্য তাঁদের একাধিকবার নোটিশ পাঠানো হয়। তারপরও টাকা দেননি অভিযুক্তরা। অভিযুক্তদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাঁরা সাড়া দেননি।

মাদক সহ ধৃত

ইসলামপুর, ২ সেপ্টেম্বর : ব্রাউন সুগার সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সোমবার অলিগঞ্জ বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় কিশনগঞ্জের দিক থেকে শিলিগুড়ির দিকে আসা একটি চারচাকা গাড়ি আটক করে ইসলামপুর থানার পুলিশ। তল্লাশি চালাতেই ওই গাড়ি থেকে ৮০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। গাড়িতে থাকা তিনজনকে গ্রেপ্তার এবং গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। ধৃতরা চোপড়ার বাসিন্দা। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, নগদ সহ কয়েকটি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে।

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
Emerald Bower Campus: 56 A, B.T. Road, Kolkata-700050
Jora Sanko Campus: 6/4 Dwarakanath Tagore Lane, Kolkata-700007

Admission Notice : FC/PG/02/24 Date : September 03, 2024

The University invites online applications for admission to the academic programmes :

M.A, M.F.A, Integrated Master in Library & Information Science (B.Lib.I.Sc + M.Lib.I.Sc.), B.Ed. Special Education in Visual Impairment (B.Ed. Spl. Ed. in V.I.), B.Ed.Special Education in Hearing Impairment (B.Ed. Spl. Ed. in H.I.), PG Diploma in Manuscriptology & Palaeography and Diploma in Tagore Literature in the academic session 2024-2025 under the Faculties of Arts, Fine Arts and Visual Arts.

Applications Forms can be filled up **Online** on the University Admission portal : online.rbu.ac.in from **03/09/2024 to 17/09/2024**.

For further details, please visit the University website: www.rbu.ac.in and Admission portal: online.rbu.ac.in.

Sd.-
Secretary, Faculty Councils

উচ্ছেদ ইস্যুতে কানাইয়া-করিমের কাজিয়া

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২ সেপ্টেম্বর : উচ্ছেদ এবং উন্নয়ন ইস্যুতে কানাইয়ালাল আগরওয়ালকে কড়া ভাষায় বিঁধলেন আব্দুল করিম চৌধুরী। পালটা বার্তা দিলেন কানাইয়াও। করিম উচ্ছেদের বিরোধিতায় সরব হলেও ইসলামপুর পথিপার্শ্বস্থ ব্যবসায়ী সমিতি তাঁর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখছে। সমিতির সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তী বলেছেন, 'বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরীর সঙ্গে উচ্ছেদ নিয়ে আমাদের কোনও কথা হয়নি। সড়ক সম্প্রসারণ এবং নিকাশিনালার ওপর থেকে জবরদখল উচ্ছেদের ব্যাপারে আমরা প্রশাসনের সঙ্গে রয়েছি।'

করিমের দাবি, উচ্ছেদ নিয়ে দলের নীতি তাঁর কাছে বড় কথা নয়। মানুষের সুবিধা-অসুবিধাই শেষ কথা। করিমের এমন মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানতে মহকুমা শাসক মহম্মদ আব্দুল শাহিদকে বারবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

ইসলামপুর শহরের মাঝ দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণ, সড়কের দু'পাশে থাকা নিকাশিনালা দখলমুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছে প্রশাসন ও পুরসভা।

দিনতিনেক আগে আচমকা করিম উচ্ছেদের বিরোধিতায় সুর চড়িয়ে প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ করে বসেন। একই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সোমবার করিম গত আড়াই দশকের পুর চেয়ারম্যান কানাইয়াকে তুলোধোনা করেছেন।

কানাইয়ালাল আগরওয়াল। (ডানে) আব্দুল করিম চৌধুরী।

ইসলামপুরে তৃণমূলের বিড়ম্বনা

বিধায়কের প্রশ্ন, 'যখন নিকাশিনালা দখল করে ব্যবসা গজিয়ে উঠছিল, তখন কানাইয়া কোথায় ছিলেন? নিকাশিব্যবস্থা নিয়ে পুরসভার মাস্টার প্ল্যানের কী হল?' এরপরেই তিনি বলেন, 'এতদিন চেয়ারম্যান পদে থেকেও কানাইয়া শহরের উন্নয়ন করেননি। এখন মানুষের রুটিরুজি নিয়ে ছেলেখেলা করতে চাইছেন। নিকাশিনালার যা বেহাল পরিস্থিতি, তাতে তিস্তার জল ছেড়ে দিলেও সমস্যা হবে না। এছাড়া সড়ক সম্প্রসারণের কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। ফুটপাথেরও দরকার নেই। উন্নয়নের নামে গরিব মানুষের পেটে লাথি মারতে দেব না। আসলে কানাইয়া উন্নয়ন বলতে কিছুই করেননি। ব্যবসায়ী সমিতি কী বলছে, জানি না। আমার কাছে প্রচুর ব্যবসায়ী এসেছিলেন। তাই দল এই মর্মে কী নীতি নিয়েছে, সেটা আমার কাছে বড় বিষয় নয়। গরিব মানুষের অন্ন, বস্ত্র এবং বাসস্থান আমার কাছে শেষ কথা।'

পালটা পুর চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তর দিনাজপুরের জেলা সভাপতির দাবি, 'বিধায়ক যাই বলুন, আমি উন্নয়ন করেছি কি না, সেটা এলাকার মানুষ জানেন। ফলে তাঁরাই বলবেন। এছাড়া দলের নীতি নিয়ে মন্তব্য করার আগে বিধায়ককে বুঝতে হবে যে, দলের ঊর্ধ্বে কেউ নয়।' উচ্ছেদ ইস্যুতে করিম এবং কানাইয়ালালের কাজিয়া ফের প্রকাশ্যে। এবার জোড়াফুল শিবিরের অন্দরমহলের সমীকরণ কোন পথে বাঁক নেবে, তা নিয়েও শহরে চর্চা তুঙ্গে। প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেয়, সে নিয়েও গুঞ্জনের শেষ নেই।

ঘরে ফিরলেন তরুণী

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : সৎমা ও ভাইয়ের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে ঘর ছেড়েছিলেন ময়নাগুড়ির এক তরুণী। ভেবেছিলেন, কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে পাড়ি দেবেন বেঙ্গালুরু। সেই মোতাবেক সোমবার ওই তরুণী চলে এসেছিলেন নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশনে। যদিও শেষপর্যন্ত রেলকর্মী ও দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের সহযোগিতায় তাঁকে ঘরে ফেরানো হয়। ফোরামের সভাপতি অমিত সরকার বলেন, 'তরুণীকে সুরক্ষিতভাবে ঘরে ফেরানো হয়েছে।'

২৪ বছরের ওই তরুণী চলতি বছর স্নাতকোত্তর সম্পূর্ণ করেছেন। পরিবার সূত্রের খবর, ১৩ বছর আগে তাঁর মা মারা যান। এরপর মেয়েটির বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন। অভিযোগ, সৎমা এবং ভাই তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন না। বাবাও যত্নশীল নন। সেই অভিমানেই বাড়ি ছাড়ার ভাবনা।

সোমবার দুপুরে তরুণীকে কার্যত বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখা যায়। তাঁর কথায়, 'বাড়িতে সকলে দুর্ব্যবহার করে। কেউ ভালোবাসে

দুর্ব্যবহার করেন সৎমা, ভাই

না। সেই কারণে অজানার পথে পা বাড়িয়েছিলাম।' এভাবে একা বেরোতে ভয় হয়নি? তরুণীর জবাব, 'চারিদিকে বিভিন্ন ঘটনার কথা শুনেছি। রাগের বশে মাথায় কিছু আসেনি। কিন্তু এখন ভয় করছে।' পরে ময়নাগুড়ি থেকে এনজেপিতে আসেন তাঁর পিসি। পেশায় স্কুল শিক্ষিকা পিসিও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

এদিন সকাল দশটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ময়নাগুড়ির ওই তরুণী। এনজেপি স্টেশনে টিকিট কাউন্টারের সামনে তাঁকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন রেলকর্মীরা। তাঁরা তরুণীর সঙ্গে কথা বলেন। এক মহিলা রেলকর্মী জানান, তরুণীর কথাবার্তায় অসংগতি দেখে তাঁকে ভেতরে ডেকে বসানো হয়। খবর পেয়ে লিগ্যাল এইড ফোরামের সভাপতি সেখানে আসেন। কিছুক্ষণ পর একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য রাকেশ দত্তও হাজির হন।

দুপুর একটা থেকে বিকেল প্রায় চারটা পর্যন্ত তরুণীকে ঘরে ফেরানোর চেষ্টা চলে। শেষপর্যন্ত রেল, প্রশাসন সহ বিভিন্ন জায়গায় জানিয়ে উপযুক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে মেয়েটিকে পিসির হাতে তুলে দেওয়া হয়। অমিত বলেছেন, 'পরিবারে একে অপরের প্রতি আরও বেশি সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন। মেয়েটি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। পরিবারের লোককে বিষয়টি জানানো হয়েছে। প্রশাসনকেও বলা হয়েছে। ফের দুর্ব্যবহার করা হলে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে।' অন্যদিকে, তরুণীকে ঘরে ফেরাতে পেরে খুশি রেলকর্মী শুভদীপ দত্ত, তনুশ্রী মুখোপাধ্যায়রাও।

স্কুটার উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : চুরি যাওয়া স্কুটার উদ্ধারের পাশাপাশি এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সুমন চক্রবর্তী। অগাস্টের ১৪ তারিখ ভগবান প্রসাদ নামে এক ব্যক্তি ফ্লাইওভারের কাছে স্কুটার দাঁড় করিয়ে দোকানে ঢোকেন। রাতে বাড়ি ফেরার সময় পার্কিং লটের কাছে আসতেই দেখেন, সেটা উধাও। এরপর শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। তদন্তে নেমে রবিবার রাতে সুমনকে এনটিএস মোড়ের কাছ থেকে স্কুটার সহ গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের বাড়ি গোপাল মোড়ে। এদিন আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

পসরা সাজিয়ে। রাস্তার ধারে খেলনা বিক্রি করছে রাজস্থানি পরিবার। ইসলামপুর বাইপাস মোড়ে। ছবি : রাজু দাস

প্রতিবাদীর ছেলেকে তলব আরপিএফের

চাকরি বাঁচাতে বাবার নাম বদল

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : নকশালবাড়ি স্টেশনের কুলিদের গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগে অনিয়মের খবর প্রকাশিত হতেই প্রতিবাদীর ছেলেকে ডেকে পাঠাল আরপিএফ। তবে সরকারিভাবে নয়। অভিযোগ, প্রতিবাদীর প্রতিবেশী এক তরুণকে দিয়ে ডেকে পাঠানো হয়েছে। ২০২৩ সালের ১২ সেপ্টেম্বর প্রতিবাদীদের ঘর ভেঙে দিয়েছিল রেল। অভিযোগ, মারধর করা হয়েছিল প্রতিবাদী যোগীন্দর পাসোয়ানের ছোট ছেলে অশোককে। এবারও কি তলে তলে সেরকম কিছু করার ভাবনা রয়েছে? উঠছে প্রশ্ন। যদিও বাগডোগরা স্টেশনের আরপিএফের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক বিপেন্দর সিং বলছেন, 'আমরা ওঁকে ডেকেছি বয়ান শোনার জন্য। ওঁর বয়ানের ভিত্তিতে আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে একটি রিপোর্ট পাঠাব।'

অন্যদিকে, নিয়োগ নিয়ে আরও দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসেছে। অভিযোগ উঠেছে, চাকরি বাঁচাতে অন্যের বাবাকে নিজের বাবা এবং মাসিকে মা সাজিয়ে রেলের কাছে ভুয়ো নথি জমা করার। অভিযোগ, ২০০৮ সালে যে ছয়জনের গ্রুপ-ডি পদে চাকরি হয়েছিল, সেই তালিকায় নাম রয়েছে যোগী পাসোয়ান নামে এক ব্যক্তির। যোগী আদতে বুনিয়া পাসোয়ান। ভোটার তালিকায় নিজের নাম পরিবর্তন করে বুনিয়া থেকে যোগী হয়েছেন অভিযুক্ত।

২০০৮ সালে চাকরি হয়েছিল নারায়ণ, রামপ্রসাদ, রামকুমার, রামবিলাস, বলদেও এবং যোগী পাসোয়ানের। অভিযোগ, এঁরা প্রত্যেকেই আত্মীয়। এর মধ্যে শুধু নারায়ণের কাছেই কুলির লাইসেন্স

নিয়োগ দুর্নীতি

- চাকরি পাওয়ার কথা ছিল নকশালবাড়ির স্টেশনপাড়ার বাসিন্দা যোগীন্দর পাসোয়ানের
- কিন্তু চাকরি পেয়েছেন যোগী পাসোয়ান নামে একজন
- যোগীর আগের নাম ছিল বুনিয়া। তিনি বাবার নাম জামুন থেকে বদলে 'দুর্গা' করে দেন
- এই নথিই জমা দেওয়া হয়েছে উত্তর-পূর্ব রেলের কাটিহার ডিভিশনে।

(বিল্লা) ছিল। অভিযোগ, নারায়ণই রেলের কর্মীদের একাংশের সঙ্গে মিলে মোটা টাকার বিনিময়ে পরিজনদের চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন। কিন্তু নারায়ণের সঙ্গে চাকরি হওয়ার কথা ছিল হরিলাল সাহানি, মান্ত বেলদার, অখিল, যোগীন্দর ও বালেশ্বর পাসোয়ানের। এঁদের বদলে নারায়ণ নিজের পরিবারের পাঁচজনের চাকরির ব্যবস্থা করেন। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর দুই ছেলে, ভাইয়ের ছেলেরাও।

এবিষয়ে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মনের বক্তব্য, 'আমি কলকাতা থেকে ফিরে বিষয়টি নিয়ে খোঁজ করব। যদি কেউ যোগ্য হন, তবে চাকরি পেতে আমি তাঁর পাশে দাঁড়াব, প্রয়োজনে রেলের সঙ্গে কথা বলব। অন্যায়ভাবে কেউ কিছু করে থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয়ভাবে নিশ্চয়ই পদক্ষেপ করা হবে।' চাকরি পাওয়ার কথা ছিল নকশালবাড়ির স্টেশনপাড়ার বাসিন্দা যোগীন্দর পাসোয়ানের। তাঁর বাবার নাম দুর্গা পাসোয়ান। নারায়ণ যে পাঁচজনকে চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ, তাঁদের মধ্যে একজন রয়েছেন যোগী পাসোয়ান। কিন্তু এই যোগীর আগের নাম ছিল বুনিয়া। তাঁর বাবার নাম জামুন।

ভোটার তালিকার তথ্য অন্তত এমনটাই বলছে। বুনিয়া নিজের বাবার নাম জামুন থেকে বদলে 'দুর্গা' করে দেন। তবে দুর্গার পাশে কোনও পদবি লেখা নেই। এই নথিই জমা দেওয়া হয়েছে উত্তর-পূর্ব রেলের কাটিহার ডিভিশনে। কিন্তু বিদ্যুৎ দপ্তরের নথি বলছে, অভিযুক্তের নাম জানি পাসোয়ান। একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন নামের নথি থাকলেও কী করে চাকরি হল, রেল কেন তদন্ত করে দেখল না, সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

নজরদারি।। গঙ্গারামপুরের নয়াবাজারে মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন সঞ্জীব সরকার।

সেবাইতের বাড়িতে হামলা

জমি নিয়ে ঝামেলা, রেহাই নেই খুদে ও বৃদ্ধারও

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : অনুপস্থিতির সুযোগে ইসকনের এক সেবাইতের বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। বাড়িতে ঢুকে তালা ভেঙে বিভিন্ন সামগ্রী বের করে দুষ্কৃতীরা। তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে আক্রান্ত হতে হয় এলাকার এক খুদে সহ বৃদ্ধাকে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুরে উত্তর সমরনগরে।

ঘটনার পর ওই রাতেই ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন সেবাইতের বোন ললিতা রায়। তাঁর বক্তব্য, 'যারা এই কাজ করেছে, তারা জমির মাফিয়া। ওরা ওই জমি দখল করতে চেয়েছিল। স্থানীয়রা আমাকে খবর দেওয়ার পর সেখানে যাই। দেখতে পাই, চারদিকে দাদার ঘরের জিনিস ছড়িয়ে রয়েছে। এলাকাবাসীর থেকে শুনলাম, ওই দখলদারদের মধ্যে একজন ব্যাগে করে কিছু জিনিসও নিয়ে গিয়েছে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, ইসকনের ওই সেবাইত মাসখানেক হল তীর্থ করতে বৃন্দাবনে গিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা কালোতিবালা রায় বলছেন, 'এলাকায় বহিরাগত কয়েকজন দাবি করতে থাকে, ওই জমিটা তাদের। আমরা তাদের বলি, জমি যারই হোক, আপনারা প্রশাসনকে নিয়ে আসুন। তখন ওরা বলতে থাকে, ওরা কোনও প্রশাসন মানে না।'

কী অভিযোগ

- ইসকনের এক সেবাইতের বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে
- ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুরে উত্তর সমরনগরে
- বাড়িতে ঢুকে তালা ভেঙে বিভিন্ন সামগ্রী বের করে দুষ্কৃতীরা
- প্রতিবাদ করতে গিয়ে আক্রান্ত হতে হয় এলাকার এক খুদে সহ বৃদ্ধাকে

সাধুর বোনের দায়ের করা অভিযোগে তিনজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে উদয়শংকর সেন এলাকায় জমির দালাল বলে পরিচিত। তাঁর সাফাই, 'তিন বছর আগে ওই এক কাঠা জমি কিনেছিলাম। জমির উলটোদিকে রবি রায়ের বাড়ি। রবি রায়ও জমির দালালি করেন। সেই সূত্রেই যোগাযোগ। জমি কেনার পর ও আমার জমির দেখভাল করত। কয়েক মাস আগে আমি আমার আত্মীয়কে ওই জমি বিক্রি করে দিই। ওই আত্মীয় সপ্তাহে একদিন করে জমি দেখতে যেত। যদিও মাস দুয়েক আগে ওই আত্মীয় আমাকে এসে জানায়, জমিতে এক সেবাইতকে বসিয়ে দিয়েছে রবি।'

সেবাইতের বাড়িতে হামলার অভিযোগ। সমরনগরে।

ঘটনায় নাম জড়িয়েছে রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য অঞ্জন দত্তেরও। উদয়ের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে তিনি অঞ্জনের কাছে গিয়েছিলেন। উনি প্রথমে বলেছিলেন ওই সাধুকে সরিয়ে দেবেন। যদিও এরমধ্যেই দেখা যায়, ওই সেবাইত বাড়িতে তালা মেরে কোথাও চলে গিয়েছেন। উদয়ের কথায়, 'এরপর আমি ফের অঞ্জনবাবুর কাছে গেলে, তিনি জানান যে ওই সেবাইতকে আর সরানো যাবে না।' এরপরই বাধ্য হয়ে তাঁরা নিজেরাই তালা ভাঙতে যান বলে দাবি উদয়ের।

যদিও গোটা বিষয়টি অস্বীকার করেছেন অঞ্জন। তাঁর বক্তব্য, 'জমি সংক্রান্ত বিষয়ে আমি কীভাবে হস্তক্ষেপ করব? পুরোটাই মিথ্যা কথা। ওই সেবাইত বেশ কয়েক বছর ধরেই এখানে রয়েছেন। গতকাল শুনি যে ওঁর ঘরের তালা ভাঙা হচ্ছে। সে কারণে আমি এলাকায় যাই। পুলিশ প্রশাসনকে ফোন করি।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, গোটা ঘটনার সূত্রপাত হয় রবিবার দুপুরে। উদয়রা বেশ কয়েকজন মিলে এসে হঠাৎই সাধুর ঘরের তালা ভাঙতে শুরু করে। স্থানীয় এক খুদে বিষয়টি দেখে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। ওই খুদের বক্তব্য, 'ওই দাদুকে অনেকদিন ধরে চিনি।' এই সময় ওই খুদেকে চড় মারা হয় বলে অভিযোগ। এরপরই স্থানীয়রা বেরিয়ে আসে। শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি। এরই মাঝে বছর আশির এক বৃদ্ধাকে ধাক্কা মারা হয়।

এরপর অঞ্জন ঘটনাস্থলে এসে পুলিশকে ফোন করেন। ভক্তিনগর থানার পুলিশ এলাকায় এলে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

চা বাগানে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য

চোপড়া, ২ সেপ্টেম্বর : রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে বাগানের প্রায় ১১০০ চা গাছ উপড়ে ফেলার অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ললিতগছ এলাকার। বাগান মালিক রমেন সিংহ বলেন, 'রবিবার বিষয়টি নজরে পড়ে। কেউ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এ ধরনের কাজ করেছে।' পুলিশকে বিষয়টি জানানো হলে সোমবার স্থানীয় কাঁচাকালী ক্যাম্পের পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সরেজমিনে বিষয়টি খতিয়ে দেখে।

আগুন

বাগডোগরা, ২ সেপ্টেম্বর : সোমবার দুপুরে বাগডোগরা এয়ারপোর্ট মোড়ে একটি ট্রান্সফর্মারে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। ঘটনার জেরে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগকে। খবর পেয়ে মাটিগাড়া এবং নকশালবাড়ি থেকে দমকলের গাড়ি পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ঘটনায় কেউ আহত হয়নি।

বৈঠক

চোপড়া, ২ সেপ্টেম্বর : চোপড়া ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে সোমবার এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে এলাকার প্রধানদের নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়। বিডিও অফিসের কনফারেন্স হলরুমে বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক হামিদুল রহমান, বিডিও সমীর মণ্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কণিকা ভৌমিক প্রমুখ। বিডিও জানান, গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

সংবর্ধনা

শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : পুলিশ দিবসকে কেন্দ্র করে বিহারি সেবা সমিতির সদস্যরা শহরের বিভিন্ন থানায় গিয়ে পুলিশ আধিকারিকদের সংবর্ধনা জানিয়েছেন। সমিতির তরফে মণীশ বারি বললেন, 'পুলিশ সবসময়ই আমাদের সঙ্গে রয়েছে। তাদের সম্মান জানাতেই এদিন আমাদের এই কর্মসূচি।'

জমি মাফিয়াদের তোপ

জেল থেকে ফিরে স্বমেজাজে আনসারি

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার দু'দিন পরই নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে পা রাখলেন পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আসরাফ আনসারি। ৪০ দিন জেল হেপাজতে থাকার পর শুক্রবার জেল থেকে ছাড়া পান তিনি। সোমবার পঞ্চায়েত সমিতিতে সেই পুরোনো মেজাজেই দেখা গিয়েছে তাঁকে। নিজের ঘরে ঢুকে তিনি বলেন, 'যে জাল পাট্টা এবং সরকারি আধিকারিকদের গায়ে হাত তোলার জন্য আমাকে এতদিন জেলে থাকতে হল, তার সবকিছুই ভুয়ো। খুব শীঘ্রই উচ্চ আদালতে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করব। জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে আমি আন্দোলন চালিয়ে যাবই।'

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সরকারি জমি দখলের অভিযোগ জানিয়ে শিরোনামে এসেছিলেন আনসারি। সেই আনসারিকেই পরবর্তীতে পুলিশ গ্রেপ্তার করে সরকারি জমি দখলের মামলায়। গত ২২ জুলাই নকশালবাড়ি বিএলএলআরও বিপ্লব হালদারের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতেই নকশালবাড়ি থানার পুলিশ আসরাফকে তুলে নিয়ে যায়। তাঁর বিরুদ্ধে জাল পাট্টা বানিয়ে হাতিঘিসার সেবদোল্লাজোত মৌজায় সরকারি জমি দখল এবং বিক্রির অভিযোগ ছিল। পরে জমি সংক্রান্ত মামলায় জামিন পেলেও সরকারি কর্মীদের উপর হামলা এবং কাজে বাধার অভিযোগে নতুন করে মামলা হয় তাঁর বিরুদ্ধে।

এদিন দপ্তরে ঢুকেই তিনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষের সঙ্গে বৈঠক করেন। খোঁজ নেন এলাকার কাজকর্মের। যদিও আনন্দকে এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

নিজের অফিসে কর্মাধ্যক্ষ আসরাফ আনসারি। সোমবার।

আসরাফ অবশ্য জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ চেপে রাখতে পারেননি। তাঁর দাবি, 'আসল জমি মাফিয়ারা তো ঘুরে বেড়াচ্ছে।' তাঁর খেদ, 'আমার অভিযোগের ভিত্তিতে ভূমি দপ্তর নড়েচড়ে বসে এবং হাতিঘিসায় টোল প্লাজার পাশে ১০ থেকে ১৫ বিঘা জমি উদ্ধার করে। আর আমাকেই জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। যে জাল পাট্টার জন্য আমাকে জেলে যেতে হল, সেই পাট্টায় আমার কোনও স্বাক্ষরই ছিল না। সময়মতো সবকিছুর হিসেবনিকেশ হবে।'

এদিন পঞ্চায়েত সমিতি থেকে বেরিয়ে নকশালবাড়ি বিএলএলআরও দপ্তরে যান আসরাফ। সেখানে ভূমি দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। আসরাফ বলছেন, 'এদিন দপ্তরে বিডিও না থাকায় তাঁর সঙ্গে কোনও কথা হয়নি। আগামীকাল বাস্তুকার, বিডিওর সঙ্গে আলোচনায় বসব। জমি, পাট্টা সংক্রান্ত বিষয়ে বিএলএলআরও'র সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।'

এদিকে, জেল থেকে ছাড়া পেলেও গত তিনদিনে আসরাফের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের বড় কোনও নেতা দেখা করেননি। তবে, নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ পদে তাঁর নামই লেখা রয়েছে। হাতিঘিসায় তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন কোনও অঞ্চল সভাপতির নামও ঘোষণা হয়নি। ফলে দল আসরাফকে নিয়ে কী ভাবছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে তৃণমূলের অন্দরেই।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ অবশ্য বলছেন, 'আসরাফ এখনও পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ পদে রয়েছেন। তাঁকে পদ থেকে সরানো হয়নি। দলীয় পদের বিষয় নিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না।'

রিভিউ মিটিং

খড়িবাড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : খড়িবাড়ি ব্লকের উন্নয়নমূলক কাজের রিভিউ মিটিং অনুষ্ঠিত হল সোমবার। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কার্যনির্বাহী আধিকারিক জ্যোতির্ময় ঘরামি, খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না সিংহ রায়, পঞ্চায়েত সমিতির প্রত্যেক সদস্য, ব্লকের সকল পঞ্চায়েতের প্রধান এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা।

বিডিও জানান, ব্লকের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প, পঞ্চদশ অর্থ কমিশন ফান্ডের কাজ, কর্মশ্রী প্রকল্প এবং ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

তৃণমূল নেতার সাফাই

শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর: বিধাননগরে বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শংকর সরকারের পুকুরে উৎসব নিয়ে সাফাই দিলেন ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ প্রণবেশ মণ্ডল। সোমবার তিনি পঞ্চায়েত সমিতির লেটারহেড ব্যবহার করে উত্তরবঙ্গ সংবাদ অফিসে চিঠি দিয়েছেন। সেখানে প্রণবেশ খবরের প্রতিবাদ করে লিখেছেন, পুকুরটি শংকর সরকারের নয়। ওই পুকুরটি জগন্নাথপুরের অন্য এক ব্যক্তির। রবিবার ওই পুকুরে মাছ ধরার প্রতিযোগিতা ছিল। প্রতিযোগিতায় সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আমন্ত্রিত ছিলেন। সেখানেই গৌতম দেব, অরুণ ঘোষ সহ অন্যরা এসেছিলেন।

কিন্তু উত্তরবঙ্গ সংবাদের সূত্র বলছে, পুকুরের মালিক অন্যজন হলেও শংকর ১০ বছরের জন্য সেটি লিজ নিয়েছেন। এটা তাঁর ব্যবসার মধ্যে পড়ে। সেখানে তৃণমূলের বহু নেতা ফুর্তি করতে যান। দিনভর সেখানে থেকে মাছ ধরা, এলাহি খাওয়াদাওয়া সহ বিভিন্ন বিনোদন উপভোগ করে সন্ধ্যায় ফিরে আসেন তাঁরা। রবিবারের ওই কর্মসূচিতেও পুলিশের খাতায় ফেরার শংকর উপস্থিত ছিলেন। এভাবে সরকারি লেটারহেড ব্যবহার করে কর্মাধ্যক্ষ দলীয় নেতার হয়ে সাফাই দিতে পারেন কি না, দলের অন্দরেই সেই প্রশ্ন উঠছে।

খাবার বিলি

বাগডোগরা, ২ সেপ্টেম্বর : সুমিতা ক্যানসার সোসাইটির উদ্যোগে এবং সাহু যুব পরিষদ ও এনএইচপিসির অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের সহযোগিতায় খাবার বিলি করা হল। সোমবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেডিওথেরাপি ও ইন্টিগ্রেটেড অনকোলজি বিভাগের সামনে ক্যানসার আক্রান্তদের খাবার দেওয়া হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন এমকে ভট্টাচার্য, শিউলি চন্দ প্রমুখ।

সেচমন্ত্রীকে চিঠি

বাগডোগরা, ২ সেপ্টেম্বর : বাঁধহীন নদীর জন্য বর্ষাকালে সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের দুর্ভোগে পড়তে হয়। প্রচুর টাকার ক্ষতি হয়, প্রাণহানি হয়। সেসব রুখতে নদীগুলিতে বাঁধ দেওয়ার আর্জি জানিয়ে সোমবার রাজ্যের সেচ ও জলপথমন্ত্রী মানস ভুঁইয়াকে চিঠি পাঠান মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির পদ্ম বিধায়ক আনন্দময় বর্মন।

আনন্দময় জানান, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা এলাকার বালাসন, রক্তিখোলা, পঞ্চনই, খেমচি, বাতারিয়া ইত্যাদি নদীর ওপর বিভিন্ন জায়গায় এখনও বাঁধ নেই।

বিধায়ক বলেন, 'এই বিষয়টি আমি বিধানসভায় একাধিকবার তুলেছিলাম। কিন্তু এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। আশা করছি, নদীগুলোতে বাঁধ নির্মাণের জন্য অনুরোধটি বিবেচনা করা হবে।'

হাতিতে অতিষ্ঠ খড়িবাড়ি ও বাগডোগরা

কার্তিক দাস ও খোকন সাহা

খড়িবাড়ি ও বাগডোগরা, ২ সেপ্টেম্বর : বাগডোগরা, খড়িবাড়ি, নকশালবাড়ি এলাকায় হাতির হানা বাড়তে থাকায় এলাকার সাধারণ মানুষকে সর্তক করল বন দপ্তর। মাইকিং করে সান্ধ্যকালীন ভ্রমণ ও প্রাতর্ভ্রমণে বেরোলে সাবধানে চলাচল করার পরামর্শ দেওয়া হল এসব এলাকার বাসিন্দাদের। বাগডোগরার রেঞ্জার সোনম ভুটিয়া বলেন, 'এখন বাগডোগরায় ৬৫টি হাতি রয়েছে। যে কোনও সময় হাতিগুলি বের হতে পারে। এজন্য সকলকে সতর্ক করা হচ্ছে। প্রাতর্ভ্রমণ এবং সন্ধ্যায় যাঁরা হাঁটেন, তাঁরা ব্যাংডুবির রাস্তায় এবং বাগডোগরা-নকশালবাড়ি সড়কে সাবধানে বের হন।'

রবিবার গভীর রাতে চৌপুকুরিয়ার টুইলাবস্তিতে হানা দেয় তিনটি হাতি। সেখানে দুটি বাড়িতে হামলা চালায় তারা। বেরম হেমব্রমের শোয়ার ঘর, রান্নাঘর ভেঙে দেয়। বেরম বলেন, 'রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ হঠাৎ ঘরের বেড়া ভাঙচুরের শব্দ পাই। কোনওরকমে পরিবার নিয়ে বাইরে চলে আসি। চিৎকার করে প্রতিবেশীদের ডাকাডাকি করি। ততক্ষণে সব ভাঙচুর করে দিয়েছে। হাঁড়িতে রাখা ভাত, ঘরে রাখা চাল, ডাল, ধান সব খেয়ে নিয়েছে।' তিনি জানান, প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে হামলা চালানোর পর বন দপ্তরের কর্মীরা এসে হাতিগুলিকে সরিয়ে দেয়।

অন্যদিকে, সোমবার ভোরে বুড়াগঞ্জ এলাকায় প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে বুনো হাতির পালের মুখে পড়ে গুরুতর জখম হন নরবাহাদুর ছেত্রী নামে এক বৃদ্ধ। তাঁর বাড়ি নকশালবাড়ি রথখোলার ফরেস্ট বস্তি এলাকায়। বুড়াগঞ্জ রাজ্য সড়কের কালীডাঙ্গা এলাকায় একদল হাতি ঝাড়ুজোতের ছলছলিয়া জঙ্গল থেকে বেরিয়ে করিডর দিয়ে টুকরিয়াঝাড় বনের দিকে যাচ্ছিল। সেসময় প্রাতর্ভ্রমণে বেরোনো নরবাহাদুর হাতির পালের মুখে পড়ে যান। হাতির শুঁড়ের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন তিনি। চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে এসে আহত বৃদ্ধকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। স্থানীয় বাসিন্দা রতন রায় জানান, ভোর ৫টা নাগাদ ১৩টি হাতি রাস্তা পারাপার করছিল। তখন ওই ব্যক্তি হাতির পালের মুখোমুখি হয়ে যান। কার্সিয়াং ডিভিশনের ডিএফও দেবেশ পান্ডে জানালেন, এলাকাবাসীকে হাতির করিডরে প্রাতর্ভ্রমণে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এজন্য মাইকিং করা হচ্ছে।

> রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ হঠাৎ ঘরের বেড়া ভাঙচুরের শব্দ পাই। কোনওরকমে পরিবার নিয়ে বাইরে চলে আসি। চিৎকার করে প্রতিবেশীদের ডাকাডাকি করি। ততক্ষণে সব ভাঙচুর করে দিয়েছে।
>
> **-বেরম হেমব্রম**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা। বাগডোগরায়।

চাকরি

হরিয়ানায় গণপিটুনিতে মৃত বাংলার শ্রমিক সাবির মোল্লার পরিবারের একজনকে চাকরি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে ওই চাকরি কে করবেন তা পরিবারের সদস্যরা ঠিক করবেন।

কীর্তির স্ত্রীবিয়োগ

প্রয়াত হলেন বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রের সাংসদ কীর্তি আজাদের স্ত্রী। সোমবার সকালে তিনি প্রয়াত হন। শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

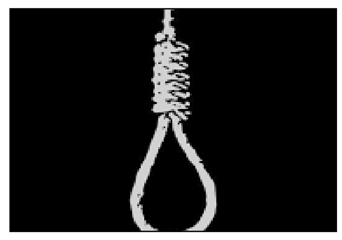

আত্মঘাতী

নিজের লোককে চাকরি দেওয়ার জন্য কোতুলপুরে পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষকে ২০ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু টাকা ফেরত না পেয়ে আত্মঘাতী হলেন প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী।

র‍্যাশন দুর্নীতি

র‍্যাশন দুর্নীতি মামলায় সিবিআই তদন্তের আবেদন জানিয়ে বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আইনজীবী ধীরাজ ত্রিবেদী। ইডি'র তদন্তে নয়া তথ্য উঠে এসেছিল।

প্রতিবাদী রূপান্তরকামী সাসপেন্ড

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : শাসকদলবিরোধী কর্মসূচিতে শামিল হওয়ায় এক রূপান্তরকামী শিক্ষিকাকে চাকরি থেকে সাসপেন্ড করার অভিযোগ ওঠে। তাই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। এই মামলায় সোমবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে ১৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নতুন আপিল কমিটি গঠন করে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগের নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেন।

মহার্ঘভাতা, নিয়োগ দুর্নীতি, চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন ওই শিক্ষিকা। তাঁর আন্দোলনে অংশগ্রহণের ছবি বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তারপরই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ তাঁকে সাসপেন্ড করে। তিনি মহেশতলার গণিপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন। তাঁকে সাসপেন্ড করার যথাযথ কারণ দর্শাতে পারেনি সংসদ। তাঁর বিরুদ্ধে যে চার্জশিট দেওয়া হয়, সেখানেও যথাযথ কারণ উল্লেখ করা হয়নি। ১৪ মাস পেরিয়েছে। এখনও স্কুলে যোগ দিতে পারেননি তিনি।

রাজ্যকে কোর্টের ভর্ৎসনা

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : নবান্ন অভিযানের আগের রাতে ৪ ছাত্রনেতাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়ল রাজ্য সরকার। বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ প্রশ্ন করেন, 'কীসের ভিত্তিতে তাঁদের গ্রেপ্তার করল পুলিশ? আর কীসের ভিত্তিতেই বা ছেড়ে দেওয়া হল? এভাবে চললে তো পুলিশ যাঁকে খুশি গ্রেপ্তার করবে আবার ২৪ ঘণ্টা পর ছেড়ে দেবে।' ঘটনায় রাজ্যের থেকে তদন্ত রিপোর্ট তলব করেছেন বিচারপতি।

হাজিরার নির্দেশ

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : পূর্ব মেদিনীপুরের শীতলপুর গ্রামপঞ্চায়েতের সিপিএমের প্রধান পদপ্রার্থীকে বোর্ড গঠনের আগে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ফলে তৃণমূলের প্রার্থীকে প্রধান পদে বসানো হয়। আবেদনকারীর আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের বক্তব্য, 'শাসকদলের প্রতিনিধিকে প্রধানের পদে বসানোর জন্যই সিপিএমের প্রার্থীকে বেআইনিভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।' এই মামলায় বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ বোর্ড গঠনের দিনের ভিডিও ফুটেজ সহ তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে আদালতে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেয়।

জনস্বার্থ মামলা

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : বসিরহাটের অন্যতম জনপ্রিয় ইয়ংস্টার ক্লাবের পুজো। কিন্তু মার্টিন বার্নের রাস্তা আটকে পুজো হওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

দু'পক্ষই যখন মুখোমুখি

একদিকে ডাক্তাররা, অন্যদিকে পুলিশ। মাঝে ব্যারিকেড। সোমবার কলকাতায় জুনিয়ার ডাক্তারদের লালবাজার অভিযানের সময়। ছবি : আবির চৌধুরী

প্রতীকী শিরদাঁড়া হাতে মিছিল, পরে অবস্থান

লালবাজারে ডাক্তাররা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : হাতে গোলাপ ফুল, বুকে কালো ব্যাজ, আবার কারও হাতে প্রতীকী শিরদাঁড়া। কলেজ স্কোয়ার থেকে লালবাজারমুখী জুনিয়ার ডাক্তারদের বিক্ষোভ মিছিলে সোমবার শামিল হলেন কয়েকশো ডাক্তার। আরজি কর কাণ্ডে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের অপসারণ চেয়ে এই মিছিল। যদিও লালবাজারের ৫০০ মিটার আগে আটকে দেওয়া হয় মিছিল। সেখানেই বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। রাত পর্যন্ত চলে সেই বিক্ষোভ। জুনিয়ার ডাক্তারদের দাবি, লালবাজার পর্যন্ত তাঁদের যেতে দিতে হবে। পুলিশ যা দিতে নারাজ।

দুপুর ২টোর আগে থেকেই জুনিয়ার ডাক্তাররা কলেজ স্কোয়ারে জড়ো হতে থাকেন। আন্দোলনকারী ডাক্তারের সংখ্যা বাড়তে থাকে। পাঁচ দফা দাবি নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টর্স ফ্রন্টের এই লালবাজার অভিযান। আন্দোলনরত ডাক্তারদের পাশে এসে দাঁড়ান কামদুনির মৌসুমি ও টুম্পা কয়াল। তাঁরা বলেন, 'আরজি করের ঘটনায় যেভাবে কলকাতা পুলিশ প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করেছে, ধামাচাপা দিয়েছে, তা নিন্দনীয়। কামদুনির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল। এই জন্য আজও অপরাধীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

দুপুর ২টো ১৫ মিনিট নাগাদ প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়। মিছিলে যোগদানকারী জুনিয়ার ডাক্তারদের সকলের হাতে লাল গোলাপ। পুলিশ লাঠিচার্জ করলে তাঁদের হাতে এই লাল গোলাপ তুলে দেওয়া হবে বলেও জানান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জুনিয়ার ডাক্তার দেবলীনা দোলুই, অতনু মণ্ডল প্রমুখ। আন্দোলনকারী জুনিয়ার ডাক্তারদের অন্যতম নেতা ডক্টর অনিকেত মাহাতো বলেন, 'প্রতীকী শিরদাঁড়াও আনা হয়েছে। রজনীগন্ধার মালা জড়িয়ে সেই শিরদাঁড়া পুলিশ কমিশনারকে দেওয়া হবে।'

ওই সময় মিছিলের ছবি তুলতে দেখা যায় বেলজিয়াম থেকে এদেশে ঘুরতে আসা বয়স্ক দম্পতি সিবিন ও বিউ-কে। তাঁদের দেশেই আরজি করের ঘটনা খবরের কাগজে পড়েছেন। এখানে বেড়াতে এসে তাই সাগ্রহে ডাক্তারদের আন্দোলনের ছবি তোলেন। বলেন, 'যে কোনও পরিস্থিতিতে ধর্ষক ও খুনিদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত।'

> প্রতীকী শিরদাঁড়া আনা হয়েছে। রজনীগন্ধার মালা জড়িয়ে সেই শিরদাঁড়া পুলিশ কমিশনারকে দেওয়া হবে।
>
> **ডাঃ অনিকেত মাহাতো**
> *আন্দোলনকারীদের অন্যতম নেতা*

এরপর মিছিল চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ হয়ে বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট দিয়ে লালবাজারের দিকে যায়। ওইসময় ওই রাস্তায় যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। তবে বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিটে ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেওয়া হয় আন্দোলনকারীদের। তবে ব্যারিকেড না ভেঙে রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ডাক্তাররা। বিনীত গোয়েলের কুশপুতুল দাহ করা হয়। ডাক্তারদের দাবি, হয় তাঁদের লালবাজারে যেতে দিতে হবে, না হলে সিপিকে এসে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। অথবা তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে। এজন্য ১০ মিনিট সময় দেওয়া হয় পুলিশকে। সেই কথা অবশ্য মানেনি পুলিশ। ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় এসে বলেন, 'দাবিমতো আন্দোলনকারী জুনিয়ার ডাক্তারদের ২০ জনের প্রতিনিধি দলকে যেতে দেওয়া হবে। তবে লালবাজারের দিকে সবাইকে যেতে দেওয়া সম্ভব নয়।' ডাক্তাররাও নিজেদের দাবিতে অনড় থাকেন। মাইকে বাজতে থাকে অরিজিৎ সিংয়ের গান 'আর কবে, আর কবে, চোখ মেলে তাকাবে'। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভকারীরা মোবাইলের টর্চ জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান। তাঁরা জানান, ৪৮ ঘণ্টা টানা ডিউটি করতে পারলে, দাবি আদায়ে সারারাত বসে থাকতে পারবেন।

আজ 'অপরাজিতা মহিলা ও শিশু বিল'

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার বিধানসভায় আসতে চলেছে নারী ও শিশু নির্যাতনবিরোধী বিশেষ বিল। সোমবারই বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন শুরু হয়। সেখানেই সরকারপক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, মঙ্গলবার বেলা ১১টায় 'অপরাজিতা মহিলা ও শিশু বিল ২০২৪' পেশ করবেন আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। এরপর বিধানসভায় বিলটি নিয়ে আলোচনা হবে। শেষে এই বিল পাশ করাবে সরকার। যেহেতু এই মুহূর্তে রাজ্য সরকারের হাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, তাই বিল পাশ করানো সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে করছে রাজনৈতিকমহল। বিল পাশের পর তা সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যপালের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। রাজ্যপাল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিলের অনুমোদন না দিলে রাজভবনে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্নায় বসবেন তৃণমূলের মহিলা নেতা ও কর্মীরা। বিলের ওপর আলোচনায় অংশ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিধানসভার অধিবেশন শুরুর আগে বিধানসভার কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক বসে। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয়, মঙ্গলবার বেলা ১১টায় এই বিল পেশ হবে।

বিধানসভা সূত্রে খবর, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ও ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতায় যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ ও গণধর্ষণ সংক্রান্ত যে আইন রয়েছে, বাংলার ক্ষেত্রে তার কিছুটা সংশোধন আনা হচ্ছে। দ্রুত বিচারের জন্য ও নারী ও শিশুদের ক্ষেত্রে বাংলায় নিরাপদ পরিবেশ তৈরির জন্য নতুন বিলে বেশ কিছু বিধি যোগ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। বিধানসভা সূত্রে খবর, যে বিল পেশ হতে চলেছে, তাতে বিধিগুলির মধ্যে রয়েছে দ্রুত বিচারের বিধান, ডেডিকেটেড বিশেষ আদালত, ডেডিকেটেড তদন্তকারী দল, এই তদন্তকারী দলকে বিশেষ সুযোগসুবিধা, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করা, ন্যূনতম সাতদিনের মধ্যে গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে চার্জশিট পেশ, যেখানে মূল আইনে এক বছরের মধ্যে শাস্তি দেওয়ার বিধান রয়েছে সেটা সংশোধন করে একমাসের মধ্যে শাস্তিবিধান, মূল আইনে কোনও থানায় ঘটনা নথিভুক্ত করার পর তা দু-মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করার কথা ছিল, এক্ষেত্রে তা সংশোধন করে ২১ দিনের মধ্যে করতে বলা হয়েছে। নতুন বিলে বলা হচ্ছে, যদি কোনও ক্ষেত্রে দেখা যায়, ২১ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে পারছে না পুলিশ, সেক্ষেত্রে তদন্তের জন্য পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কোনও অফিসারকে ১৫ দিন অতিরিক্ত সময় দেওয়া যাবে।

নতুন বিলে বলা হচ্ছে, ধর্ষণ প্রমাণিত হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও জরিমানা অথবা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। গণধর্ষণের ক্ষেত্রেও আমৃত্যু কারাদণ্ড ও জরিমানা এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। ধর্ষণের পাশাপাশি ধর্ষণকারীর আঘাতে ধর্ষিতার মৃত্যু হলে অভিযুক্তের মৃত্যুদণ্ড ও জরিমানা হবে। ধর্ষিতা কোনও কারণে গুরুতর অসুস্থ বা কোমায় চলে গেলেও অভিযুক্তের মৃত্যুদণ্ড ও জরিমানা করা হবে। সব মামলা হবে জামিন অযোগ্য ধারায়। আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, 'নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেই এই আইন আনা হচ্ছে। রাজ্য সরকার ধর্ষণকারীদের ফাঁসির সাজা চায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় আইন অনেক দুর্বল। তাই মূল আইনে আমরা কিছু সংযোজন করছি।'

নতুন বিধি

- দ্রুত বিচারের বিধান
- ডেডিকেটেড বিশেষ আদালত
- ডেডিকেটেড তদন্তকারী দল
- তদন্তকারী দলকে বিশেষ সুযোগসুবিধা
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচারপ্রক্রিয়া শেষ
- ন্যূনতম সাতদিনের মধ্যে চার্জশিট পেশ
- একমাসের মধ্যে শাস্তিবিধান
- ২১ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ
- না হলে পুলিশ সুপারকে অতিরিক্ত সময়
- ধর্ষণের শাস্তি কারাদণ্ড ও জরিমানা অথবা মৃত্যুদণ্ড

মমতার আইনকে সমর্থন করবে বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : ধর্ষণ দমনে কেন্দ্রীয় আইন নয়, রাজ্যের প্রস্তাবিত বিলকেই সমর্থন করতে চলেছে রাজ্য বিজেপি। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ধর্ষণ দমনে কঠোর আইন আনতে মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভায় পেশ হতে চলেছে বিশেষ বিল। নাম দ্য অপরাজিতা উওম্যান অ্যান্ড চাইল্ড (ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্রিমিনাল লজ আমেন্ডমেন্ট) বিল ২০২৪। রাজ্যের প্রস্তাবিত এই বিলে ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্তর সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসি বা মৃত্যুদণ্ড। যদিও বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের আইন, ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় মৃত্যুদণ্ড বা ফাঁসির কোনও বিধান নেই। তা সত্ত্বেও মঙ্গলবার বিধানসভায় রাজ্যের প্রস্তাবিত আইনকেই সমর্থন করতে চলেছে বিজেপি। আরজি কর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর অপরাধীকে ফাঁসির দাবি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই সেই দাবিতে গলা মিলিয়েছে বিজেপি।

দেশের আইনে ধর্ষণের দায়ে সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল ৭ থেকে ১০ বছরের জেল। এমনিতে খুনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাজা হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল দেশের প্রচলিত আইনে। নির্ভয়া কাণ্ডের বীভৎসতা সারা দেশের জনমানসে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল, তার জেরে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হয়েছিল। নির্ভয়া কাণ্ডের রায় নিয়ে দেশের মানবাধিকার সংগঠন ও আইনজীবীদের একাংশ সহমত ছিলেন না। নির্ভয়া কাণ্ডের বিচারের সঙ্গে যুক্ত ও দীর্ঘদিন ধরে দেশের বিভিন্ন মানবাধিকার সংক্রান্ত লড়াই করা আইনজীবী পার্থ দেবনাথের দাবি, 'সেই সময়ে আমরা হাইকোর্ট সহ দেশের একাধিক ফোরামের আলোচনায় পক্ষ দিয়ে তথ্য পরিসংখ্যানের মাধ্যমে দেখিয়েছিলাম, ধর্ষণের দায়ে দোষীকে মৃত্যুদণ্ড দিলে ধর্ষণ কমে না বরং অপরাধী তার শাস্তির কথা মনে রেখে ধর্ষিতাকে খুন করে।' আরজি করের মৃতা ডাক্তার ছাত্রীর ন্যায় বিচারের ইস্যুটি জনমানসে এতটাই স্পর্শকাতর যে জেনেবুঝেও মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার বিরোধিতা করতে পারছে না বিজেপি। শুরুতে রাজ্যের প্রস্তাবিত নতুন আইনের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে বিলের সমালোচনা করলেও শেষে রাজ্যের আনা বিলকেই সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি।

বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ মঙ্গলবারের বিল প্রসঙ্গে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী নাটক করছেন। আপনি নাটক বন্ধ করুন। বিচার পেতে ধৈর্য ধরতে হবে।' বিজেপির আইনজীবী সেলের এক নেতার মতে, 'আমরাও জানি এটা কেন্দ্রীয় আইনের পরিপন্থী। বিল বিধানসভায় পাশ হলেও তা আইনে পরিণত হতে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন দরকার। সেক্ষেত্রে এই বিলের পরিণতি খুব স্পষ্ট। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফাঁসির কথা বলে রাজনৈতিক সহানুভূতি কাড়তে চাইছেন। তাই এই পরিস্থিতিতে রাজ্য বিজেপির পক্ষেও এর বিরোধিতা করা রাজনৈতিক কারণেই অসম্ভব।'

শংকর অসহযোগ আন্দোলন চান

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : আরজি কর ইস্যুতে আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়াতে এবার অসহযোগ আন্দোলন চান উত্তরবঙ্গের বিজেপি নেতা শংকর ঘোষ। এদিন ধর্মতলার ধর্নামঞ্চে শংকর বলেন, 'স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটিশ সরকারকেও টলিয়ে দিয়েছিল অসহযোগ আন্দোলন। আরজি কর সহ রাজ্যের অন্যান্য ধর্ষণের ঘটনার জন্য দায়ী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর তাঁর সরকার। আরজি করের দায় মাথায় নিয়ে তাই মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজনে রাজ্যজুড়ে সরকারের বিরুদ্ধে সমস্তরকম অসহযোগ বা আইন অমান্যের মতো আন্দোলনে নামতে হবে বিজেপিকে।

আরজি করের দোষীদের শাস্তি ও মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে রাজ্যস্তরে ধর্না কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি। প্রথম দফায় শ্যামবাজারে পাঁচদিনের ধর্নার পর ধর্মতলায় সাতদিনের ধর্না চলছে বিজেপির। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দফার সেই ধর্না শেষ হওয়ার পর দাবি না মেটা পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্না চালিয়ে যেতে আদালতে যেতে চায় বিজেপি। এই পরিস্থিতিতে আরজি করের দাবি আদায়ের আন্দোলনকে গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে দিতে দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও ধর্নামঞ্চ শুরু হয়েছে। উত্তরবঙ্গের ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, কালচিনির ধর্ষিতাদের এই মঞ্চে শামিল করে রাজ্যজুড়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বৃহত্তর গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইছেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক ও বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ। 'আমার মেয়ের বিচার চাই' এই দাবিতে উত্তরবঙ্গ-দক্ষিণবঙ্গকে শামিল করে ধর্ষণবিরোধী প্রতিবাদী মঞ্চ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর শংকর।

এদিন শংকর বলেন, 'দাবি আদায়ে বিরোধীদের নিত্যনতুন পথের সন্ধান করতে হবে। কোনও একটি নির্দিষ্ট দাবি বা আন্দোলনের মধ্যে থেমে থাকলে হবে না। সরকারকে বাধ্য করতে প্রয়োজনে সরকারের সঙ্গে সমস্ত ক্ষেত্রে অসহযোগিতার পথে নামতে হবে রাজ্যবাসীকে। আমাদের লক্ষ্য, নির্যাতিতার পরিবারকে বিচার দেওয়া। তার জন্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পদত্যাগ করতে বাধ্য করতে হবে আমাদের। রাজ্য সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে পেন ডাউনের মতো প্রতীকী প্রতিবাদ কর্মসূচি নিয়েও দলে আলোচনা চেয়েছেন শংকর।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : রাজ্যজুড়ে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের জেরে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কী কী সমস্যা হচ্ছে তা নিয়ে সোমবার বিকালে নবান্নে বৈঠকে বসলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গে বৈঠক করেন স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, হাসপাতালগুলিতে পরিষেবা কেমন চলছে, অস্ত্রোপচার সব জায়গায় হচ্ছে কি না, সিনিয়ার চিকিৎসকরা কীভাবে হাজির হচ্ছেন তা নিয়ে স্বাস্থ্য সচিবের কাছে খোঁজ নেন মুখ্যমন্ত্রী। গত ৭ দিনে চিকিৎসকদের আন্দোলনের জেরে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর। তার মধ্যে এক সদ্যোজাত শিশুও রয়েছে। এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে স্বাস্থ্য সচিবকে নির্দেশ দেন। মঙ্গলবারই বিধানসভায় পেশ হবে ধর্ষণ বিরোধী কঠোর বিল। তার আগে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠের দুই মুহূর্ত। সোমবার তথাগত চক্রবর্তী ও শান্তনু ভট্টাচার্যের ক্যামেরায়।

দলীয় নেতাদের কুকথায় ক্ষুব্ধ তৃণমূল

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : কুমন্তব্য থেকে দলের লোকেদের বিরত রাখতে কঠোর হচ্ছে তৃণমূল। দরকারে তাঁদের মুখ বন্ধ করতে দল থেকে সাসপেন্ড বা বহিষ্কারের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। দলের সর্বস্তরে তৃণমূল নেতৃত্বের এই জরুরি বার্তা দেওয়া হয়েছে। আরজি কর কাণ্ড নিয়ে দল বেকায়দায় পড়েছে। এই চরম অস্বস্তি সরকার ও দলের পক্ষে এখনও কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। তারই মধ্যে দলের সাংসদ, বিধায়ক, স্থানীয় নেতা ও পদাধিকারীদের কুমন্তব্য তৃণমূলকে রীতিমতো বিড়ম্বনায় ফেলছে। এই অস্থির পরিস্থিতিতে জটিলতা আরও বাড়ছে। যা মনঃপূত নয় নেতৃত্বের। এই নিয়ে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই ব্যাপারে তাঁর বিরক্তির কথা গোপন করেননি বলে দলীয় সূত্রের খবর। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী আজ নির্দেশ দিয়েছেন, তাদের বাংলা-বিরোধী ভূমিকার কারণেই তিনটি বাংলা সংবাদ চ্যানেলে এখন থেকে আর তৃণমূলের কোনও প্রতিনিধি যাবেন না।

দলের মধ্যেই নানা কুকথা নিয়ে রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী সহ নেতৃস্থানীয় আরও দু-একজনের সঙ্গে তৃণমূল সুপ্রিমোর কথা হয়েছে। অভিষেক তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে এই নিয়ে কথা বলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও নেতৃত্বের কেউই এদিন এব্যাপারে মুখ খোলেননি। তবে এধরনের আচরণ দল কখনওই অনুমোদন করে না বলে জানাচ্ছেন তাঁরা। আর এই অভিযোগে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে পিছপা নয় দল বলে দাবি করছেন তাঁরা। তাঁরাই জানালেন, এধরনের কুমন্তব্য করার অভিযোগে দল এদিনও একজন স্থানীয় তৃণমূল নেতাকে দল থেকে সাসপেন্ড করেছে। ভবিষ্যতের জন্য সতর্কও করা হয়েছে দলের কাউকে কাউকে। তৃণমূল নেতৃত্ব চাইছেন, আরজি কর ইস্যুতে দলের কেউ এমন কিছু মন্তব্য না করুন যাতে এই পরিস্থিতির মধ্যে দল আরও বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে। সেই ক্ষেত্রে দলের পক্ষে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় থাকবে না। আরজি কর ইস্যুকে হাতিয়ার করে বিরোধী বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেসের মতো দলগুলির চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পালটা প্রচার করতেই নির্দেশ দলনেত্রীর। তার মানে এই নয় যে এই ইস্যুতে দলের লোকেদের কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করতে হবে। এতে জটিলতা ও বিতর্ক এই পরিস্থিতিতে বাড়বে বই কমবে না। দল এটা কিছুতেই অনুমোদন করে না। দলের সর্বস্তরে এই বার্তাই দেওয়া হচ্ছে।

বঙ্গে সমন্বয় নেই, অসন্তোষ পদ্মে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : আরজি কর ইস্যুতে দলের লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচি চলছে ঠিকই। তবে তা চলছে বঙ্গ বিজেপির নেতৃত্বে সমন্বয়হীন পরিচালনার মধ্যেই। যা মোটেই মনঃপূত হচ্ছে না বিজেপির কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতৃত্বের। কিছুতেই বঙ্গ বিজেপির তিন শীর্ষ মাথাকে এক জায়গায় আনা যাচ্ছে না বলেই খেদ দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। গেরুয়া শিবিরের খবর, বঙ্গ বিজেপির তিন শীর্ষ নেতা রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ আরজি কর ইস্যুতে যে যাঁর মতো করে আন্দোলনের মধ্যে রয়েছেন। তবে আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বা আরও শক্তিশালী করার ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব স্পষ্ট। এখনও পর্যন্ত রাজ্যের এই পরিস্থিতির মধ্যে দলের কর্মসূচি ও পরিকল্পনা নিয়ে তিন শীর্ষনেতার মধ্যে একান্তে আলোচনা বা কথাবার্তাও হয়নি। এই সমন্বয়হীনতা নিয়েই প্রশ্ন কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতৃত্বের।

দলের শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে এরাজ্যের ভারপ্রাপ্ত দুই কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকের সঙ্গে আলোচনাও হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ধারণা, রাজ্যে সদ্য লোকসভা ভোটে দলের বিপর্যয়ের পর হঠাৎই আরজি কর ইস্যু এসে পড়ায় দলের কাছে একটা মস্তবড় সুযোগ হাজির। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল ও সরকারকে আরও বেকায়দায় ফেলতে দল এই সুযোগে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে ঠিকই।

দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলায় আন্দোলনে রয়েছেন, তবে তাতে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের মধ্যে কারও ধারণা, সমন্বয়ের এই অভাবই সদ্য লোকসভা ভোটে রাজ্যে দলে থাকার জন্যই বিজেপি আশানুরূপ ফল করতে ব্যর্থ হয়েছে। কোথাও যেন ছন্নছাড়া ভাব। যদিও আরজি কর নিয়ে বিচার চাইতে রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের অরাজনৈতিক আন্দোলন যেভাবে দিনদিন গতি পাচ্ছে ও শক্তিশালী হচ্ছে, সেটাই ভরসা। এদিন বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের কারোর সঙ্গেই এই ব্যাপারে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। একমাত্র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ছাড়া।

দিলীপও এদিন বহরমপুরে দলের ডিএম অফিস ঘেরাও কর্মসূচিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি বলেন, 'আন্দোলন জোরকদমে চালাচ্ছি আমরা। সর্বত্র শুধু আন্দোলন। কর্মসূচি ঠিক করছেন রাজ্যস্তরের পদাধিকারীরা। আমাকে যা বলা হচ্ছে, আমি করছি। বহরমপুরে আসতে বলা হয়েছে। এসেছি, আন্দোলনেও আছি। রাজ্য নেতৃত্বের এই সংক্রান্ত বৈঠক অবশ্য হয়নি আমাকে নিয়ে। আমি এখনও এই ধরনের বৈঠক করিনি।'

মঙ্গলবার, ১৭ ভাদ্র ১৪৩১, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১০৭ সংখ্যা

ফাঁক বহু, শাস্তি কম

ভারতজুড়ে রোজই প্রায় ধর্ষণ কিংবা ধর্ষণের পর খুন। আরজি কর মেডিকেল কলেজে প্রশিক্ষণরত এক মহিলা চিকিৎসককে হত্যা অবশ্য সংগঠিত অপরাধ বলে অনুমান করা হচ্ছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর (এনসিআরবি) পরিসংখ্যানে ২০২২-এ ভারতে দিনে গড়ে প্রায় ৯০টি ধর্ষণ হয়েছে। সেন্টার ফর উইমেন স্টাডিজ-এর দাবি, এ এক ভিন্ন ভারত, যেখানে আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত।

এই পরিস্থিতির জন্য রাজ্য, কেন্দ্র, সরকারি সংস্থা, সব পক্ষ সমানভাবে দায়ী। কোনও রাজ্যে অপরাধের তদন্ত নিরপেক্ষ নয়। স্থানীয় নেতারা বড় বাধা হয়ে দাঁড়ান তথ্য অনুসন্ধানে। তদন্ত ধীরে চালাতে পুলিশের উপর চাপ সৃষ্টি চলে। অনেক ক্ষেত্রে সেই প্রয়াস সফল হয়। উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ নষ্ট করা হয়। অঙ্কিতা ভাণ্ডারী হত্যা বা আরজি করে সেই একই চেষ্টার পুনরাবৃত্তি।

মহারাষ্ট্রের বদলাপুরে স্কুলে যাওয়ার পথে দুই নাবালিকা ধর্ষিতা হল। এফআইআর দায়ের করতে অভিভাবকদের ১২ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে বাধ্য করা হয়েছিল। পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত পাঁচ দশকে ধর্ষণ বৃদ্ধির হার ৮৩৭ শতাংশ। দেশজুড়ে পুলিশ আড়াই লাখেরও বেশি মামলা নথিভুক্ত করেছে। এনসিআরবি'র তথ্যে ২০১৫ থেকে ২০১৬-র মধ্যে শুধু উত্তরপ্রদেশে শিশু ধর্ষণ ৪০০ শতাংশ বেড়েছে।

এই পরিসংখ্যানগুলি ক্ষমতাসীন সরকারকে নাড়া দেয় না। ২০১৪ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু উন্নয়নমন্ত্রী মানেকা গান্ধি দেশে ৬৬০টি নির্ভয়া কেন্দ্র তৈরির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। যেখানে এক ছাতার নীচে নির্যাতিতাদের চিকিৎসা, আইনি ও পুলিশি সহায়তা দেওয়ার প্রস্তাব ছিল। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সেই প্রস্তাবকে সরকারি 'টাকার অপচয়' বলে বাতিল করে। এছাড়া সমস্যা হল পুলিশের রাজনীতিকরণ।

এইসব কারণে শাসকদলের মর্জিমাফিক তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসে অনেক সময়। ফলে বেশিরভাগ ধর্ষণের মামলা কোর্টে প্রমাণাভাবে খারিজ হয়। বর্ণ ও ধর্মীয় শ্রেণিবিন্যাসও এমন অপরাধের সংস্কৃতি তৈরি করে দেয়। ২০১৪-এর ২৭ মে বাদাউনিতে দলিত দুই তুতো বোন গণধর্ষণের পর খুন হলে অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার হয়, এদের মধ্যে দুজন ছিল প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের। তারা সিবিআই তদন্তে 'নির্দোষ' প্রমাণিত হওয়ায় ছাড়া পায়।

এক বছর পর পকসো আইনে তাদের ফের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ২০২২-এ হাথরসে ১৯ বছরের এক দলিত তরুণী চার উচ্চবর্ণীয়ের ধর্ষণের শিকার হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশে প্রথমে পুলিশ অভিযোগ নিতেই অস্বীকার করে। দিল্লিতে সফদরজং হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হলেও ভর্তির দু'সপ্তাহ পর তরুণীর মৃত্যু হয়। ওই মামলায় চার অভিযুক্তের তিনজনকে চলতি বছরের মার্চে বিশেষ আদালত সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্তি দেয়।

মূল অভিযুক্তের অপরাধ 'চরমতম নয়' বলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ২০১৪-তে কাঠুয়ার রাসানা গ্রামে আট বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছিল। শ্রীনগরের ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি ও জম্মু মেডিকেল কলেজের তৈরি ভিসেরা রিপোর্ট খতিয়ে দেখে ঘটনাটি হিন্দু-মুসলিম মেরুকরণের উদ্দেশ্যে ঘটানো হয়েছিল বলে জানানো হয়েছিল।

নির্ভয়া মামলার পর প্রণীত আইনে দ্রুত বিচার ও ধর্ষকের কঠোর শাস্তিতে জোর দেওয়া হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা অবশ্য এমন অপরাধে দ্রুত বিচার সেরে অভিযুক্তর ফাঁসির পক্ষে সওয়াল করছেন। মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ১২ বছরের কমবয়সি মেয়েদের ধর্ষণে দোষী সাব্যস্তের 'মৃত্যুদণ্ড আইন' চালু করতে সফল।

পকসো আইনে তৈরি বিশেষ আদালত ২০১৮-তে ২১টি ও ২০১৯-এ পাঁচটি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়, ২০১৮-তে ১৬৮ জন ধর্ষককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। কিন্তু একটি মৃত্যুদণ্ডও কার্যকর হয়নি। ফলে আইন ও বাস্তবের মধ্যে সহস্র যোজন ফাঁক থাকায় পার পেয়ে যায় দোষীরা।

অমৃতধারা

বুদ্ধিমাত্রেই বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণে রত হয়। পৃথিবীর কিছু প্রাণী সংশ্লেষণ করে বা গড়ে, কিছু প্রাণী বিশ্লেষণ করে বা বিভাজন করে। একমাত্র মানুষই দুটোই করতে পারে। পিপীলিকা মাটি তুলে পাহাড় গড়ে, জিনিসপত্র সংগ্রহ করে আনে। বীবর কাঠ জড়ো করে বাঁধ দেয়। পাখীরা বাসা বানায়। বাঁদর কিন্তু গড়তে পারে না, তারা সবকিছু ছিঁড়েখুঁড়ে দেখে। তাদের একটি মালা দিয়ে দেখো, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে চারপাশে ছড়িয়ে দেবে। বাঁদর কেবল ভেঙেচুরে বিশ্লেষণ করতে পারে। সত্যিকারের মানুষই একমাত্র ভাঙতেও পারে, গড়তেও পারে।মননশীল মানুষ জাগতিক পৃথিবীকে বিচার বিশ্লেষণ করে পরম সত্য খুঁজে বার করে, আবার পরম সত্যকে জানলে সেই মানুষই তাকে আর সবকিছুর উৎসরূপে সংশ্লেষণ রত হয়।

-শ্রীশ্রী রবি শংকর

উত্তমকুমার ও দুই নায়কের সমীকরণ

উত্তমকুমার আজ ৯৮। পরবর্তী প্রজন্মের দুই নায়ক রঞ্জিত মল্লিক ও দীপঙ্কর দে-র সঙ্গে উত্তমের সমীকরণ অবাক করে।

বাল্মীকি চট্টোপাধ্যায়

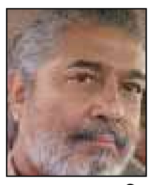

বলতে বাধা নেই, উত্তমকুমার একটু একচোখো ছিলেন। বরাবর। কিছু লোককে উনি ভালোবাসতেন। তাঁদের শ-খানেক দোষ থাকলেও তাঁরা ছিলেন দাদার নয়নের মণি। তাঁদের সাত খুন মাফ।

একটা ঘটনা বলি। যদিও যাঁরা পুরোনো পাঠক, তাঁরা জানেন। নতুন প্রজন্মর জানার কথা নয়। ঘটনাটা তাঁদের উদ্দেশ্যেই। এবং এই ঘটনার সঙ্গে খুনোখুনির বিন্দুবিসর্গ সম্পর্ক নেই।

একবার স্টুডিওতে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এসে পৌঁছালেন। 'চৌরঙ্গী' সিনেমা তখন সুপারহিট হয়ে গেছে। গাড়ি থেকে হন্তদন্ত হয়ে নামলেন। সোজা ঢুকে গেলেন উত্তমকুমারের মেকআপ রুমে। উত্তমকুমার তখন আয়নার সামনে বসে আছেন। সম্ভবত বসির আহমেদ মেকআপ করছেন। শুভেন্দু খুবই উত্তেজিত।

'দাদা আজ হাতেনাতে চোর ধরে ফেলেছি', বললেন শুভেন্দু। 'বাড়ি থেকে বেরিয়ে পেট্রোল পাম্পে গিয়েছিলাম। প্রত্যেকদিন ড্রাইভারই তেল ভরে। আজ আমি নিজে ভরলাম। দেখলাম কীভাবে ড্রাইভারটা তেল মারে!'

উত্তমকুমার খুব ধীরে বললেন, 'চোর ধরেছিস! আর তোর নিজের বক্স অফিসটা যে চুরি হয়ে গেল, তার কী হবে!' শুভেন্দু অবাক! উত্তম বললেন, 'এই যে তুই পেট্রোল পাম্পে নেমে সবার সামনে দাঁড়িয়ে তেল তুললি। ওখানকার সবাই তোকে দেখল। অন্য গাড়ির লোক চিনল। রাস্তার লোক দেখল। সামনে থেকে যখন দেখাই যাচ্ছে, তাহলে তারা কেন টিকিট কেটে তোকে হলে দেখতে যাবে!'

উত্তম-শুভেন্দুর গল্প বলতে বলতে হঠাৎই একটা প্রশ্ন জাগতে পারে মনে। সময় যন্ত্রে চড়ে ৪৫ বছর যদি পিছিয়ে যাই! অর্থাৎ উত্তমকুমার বেঁচে আছেন। তিনি শামিল হতেন আরজি করের নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে? এখনকার কিছু শিল্পীর মতো নামতেন রাস্তায়? জাগতেন রাত?

তাঁর সমসাময়িক অভিনেতাদের সঙ্গে কথা বলে, লাগাতার উত্তমচর্চা করে যা বুঝেছি, যেতেন না।

উত্তমকুমারের সমর্থন নিশ্চয়ই থাকত। ফেসবুকে নিন্দা করতেন। এক্স হ্যান্ডেলে প্রতিবাদ করতেন। ইন্টারভিউ দিতেন। রাস্তায় নামতেন না।

উত্তমকুমার খরাত্রাণ ও বন্যাত্রাণের টাকা তুলতে বেরিয়েছিলেন। একবার রাস্তায় একবার ইডেনে।

তবুও এই আন্দোলনে হয়তো নামতেন না। কারণ, তিনি নামলেই আন্দোলনের মোড় ঘুরে যেত। নির্যাতিতার দিক থেকে উত্তমের দিকে। নির্যাতনের যন্ত্রণা বিনোদনে রূপান্তরিত হত। তিনি সেটা চাইতেন না।

উত্তম-শুভেন্দুর কথা হচ্ছিল কিছুক্ষণ আগে। উত্তম মনে মনে খুব ভালোবাসতেন শুভেন্দুকে। আসলে, উত্তম পছন্দ করতেন শিক্ষিত মানুষকে। শুভেন্দু ছিলেন ডাক্তারি পাশ। ওদিকে স্তানিস্লাভস্কি গুলে খেয়েছেন! উত্তমের কাছে তাঁর মূল্য ছিল অনেক। সে কারণে, সুযোগ থাকলে এবং চরিত্র মোটামুটি মিললে তিনি প্রযোজক, পরিচালকদের কাছে শুভেন্দুর কথা পাড়তেন। 'চৌরঙ্গী'তে স্যাটা বোস যেভাবে সাহায্য করেছিল শঙ্করকে, ঠিক সেভাবেই।

উত্তমকুমার সব থেকে বেশি পছন্দ করতেন রঞ্জিত মল্লিককে। এ অভিযোগ ছিল অনেকের। দীপঙ্কর দে তো সরাসরি বলেই দেন, 'রঞ্জিত মল্লিক ছিল লাকি আর্টিস্ট। কাজ পাওয়ার দিক থেকে লাকি। ছবি হিট করার দিক থেকে লাকি এবং উত্তমকুমারের নেকনজরে থাকার দিক থেকে তো চূড়ান্ত লাকি।'

উত্তমকুমারের একটা অপত্যস্নেহ ছিল রঞ্জিতের ওপরে। তার প্রধান কারণ, উত্তমকুমার বাঙালিয়ানার সঙ্গে বনেদিয়ানা খুব পছন্দ করতেন এবং দাম দিতেন। রঞ্জিত একে ভবানীপুরের মল্লিকবাড়ির ছেলে। তার ওপর ওই রূপ। অত্যন্ত ভদ্রলোক। সজ্জন। নিজে যেমন কারও সাতেপাঁচে থাকতেন না, তেমন পরনিন্দা পরচর্চা সযত্নে এড়িয়ে চলতেন। উত্তমও নিন্দেমন্দ একেবারে পছন্দ করতেন না। প্যাঁচালো মানুষ দেখলে তফাতে থাকতেন। যদিও তাঁকে সর্বদাই ঘিরে থাকতেন রাজ্যের প্যাঁচালো লোকজন। তাঁরাই কান ভাঙাতেন। তাঁরাই একটু-একটু করে বিষ ঢালতেন। উত্তম বুঝতে পারতেন। জেনেশুনে সেই বিষ পানও করতেন।

'বাঞ্ছারামের বাগান' ছবিতে উত্তমকুমারের সঙ্গে পরিচালক তপন সিংহর মনোমালিন্য হয়েছিল। দীপঙ্কর দে-র সঙ্গে নয়। টালিগঞ্জের টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে 'সন্ধি' ছবির শুটিং চলছিল দীপঙ্করের। হঠাৎ ওই ছবির প্রযোজক ধীরেশকুমার চক্রবর্তী এসে দীপঙ্করকে বললেন, 'তপন সিংহ এনটি টু স্টুডিওতে রয়েছেন। তোমাকে এখনই যেতে বলেছেন।' দীপঙ্কর তড়িঘড়ি ছুটলেন। তপন কোনও ভণিতা না করেই তাঁর নতুন ছবি 'বাঞ্ছারামের বাগান'-এ কাজের অফার দিলেন। সঙ্গে এও বললেন, 'ওই চরিত্রে উত্তমকুমারের করার কথা ছিল। ওর বদলে তোমায় নেওয়া হচ্ছে।'

দীপঙ্কর খুবই খুশি। বললেন, 'ঠিক আছে। আমি একবার দাদার সঙ্গে দেখা করে একটু বলে নেব।' সেটা ছিল নেহাতই শৈল্পিক সৌজন্য। অগ্রজের প্রতি অনুজের শ্রদ্ধা। তপন কড়া ভাষায় দীপঙ্করকে বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'না। তাহলে তোমাকেও বাদ দিয়ে দেব।'

এই ঘটনা দীপঙ্করকে এখনও কুরে-কুরে খায়। সেদিন পুরো টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিতে বাঞ্ছারামের বাগানের জমিদারের মতোই ভিলেন হয়ে গিয়েছিলেন দীপঙ্কর। বিন্দুমাত্র দোষ না থাকা সত্ত্বেও। উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এড়িয়ে চলতেন ইন্ডাস্ট্রির অনেক উত্তমভক্ত। তাঁরা জানতেনই না উত্তমকুমার ছিলেন দীপঙ্করের আরাধ্য ঈশ্বর।

কিছুদিন পর দীপঙ্করের কাছে নতুন ছবির প্রস্তাব আসে। 'হোটেল স্নো ফক্স'। মুখ্য ভূমিকায় উত্তমকুমার। শুনে দীপঙ্কর পরিচালককে বলেছিলেন, 'কী হবে এই ছবি করে, উত্তমদা তো আমার সব ডায়ালগ কেটে দেবেন।' এই কথা কানে গিয়েছিল উত্তমকুমারের। কিছু বলেননি। এর কিছুদিন পরের ঘটনা। বালিগঞ্জ ফাঁড়ির মোড়ে ছিল কোয়ালিটি রেস্তোরাঁ। তার পাশের গলিতে ঢুকে একটু এগোলে পড়ত মারলিন পার্ক। সেখানে 'আমি সে ও সখা' ছবির পার্টি হচ্ছে। খানাপিনা চলছে দেদার। উত্তমকুমারকে ঘিরে রয়েছে ভক্তের দল। একটু দূরে গ্লাস হাতে দীপঙ্কর। খুব একটা সাহস পাচ্ছেন না কাছে যাওয়ার। উত্তম ইশারায় তাঁকে ডাকলেন। দীপঙ্কর গুটিগুটি গেলেন। ততক্ষণে পেগখানেক পেটে ঢুকে গিয়েছে। উত্তমকুমার শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন দীপঙ্করকে। বললেন, 'আমি যদি ব্রাহ্মণ সন্তান হই, বলছি, তুই অনেক বড় অভিনেতা হবি।'

হিসেবমতো উত্তমকুমারের পরের স্থানটা পাওয়ার কথা ছিল দীপঙ্করের। লম্বা, দেখতে সুন্দর, কণ্ঠস্বর ভালো। অভিনয়ে পারদর্শিতা আছে। তার প্রমাণ সত্যজিতের পাঁচটা ছবিতে কাজ। নায়ক হিসেবে বহু সফল ছবি তাঁর ঝুলিতে। তারপরেও হল না কেন! তার কারণ ওই 'বাঞ্ছারামের বাগান'। টালিগঞ্জ ফিল্মি ইন্ডাস্ট্রি অহেতুক তাঁকে ভিলেন হিসেবে দাগিয়ে দিল।

এখনও পর্যন্ত আড়াইশোর ওপর ছবি করার পরও আফসোস যায় না দীপঙ্করের। না। আফসোস উত্তমের জায়গা নেওয়া নিয়ে নয়! সেই ১৯৮০-তে 'বাঞ্ছারামের বাগান' ছবিতে উত্তমকুমারের অপমানটা তিনি হজম করতে পারেননি। তিনি অনুতপ্ত। কিছুটা অভিমান তপন সিংহর ওপর, কেন তিনি উত্তমের কাছে যেতে দিলেন না। কেন অনুমতি নিতে দিলেন না!

ওই যে বলছিলেন দীপঙ্কর যে, রঞ্জিত মল্লিক লাকি শিল্পী! সত্যিই তাই। অভিনয় জীবনে খুব কম সময়ই এরকম ধর্মসংকটে পড়তে হয়েছে রঞ্জিতকে। উলটে বরাবরই যে কোনও সমস্যা তাঁর স্রোতে প্রবাহিত হয়েছে। তাঁর ব্যবহার, নিয়মানুবর্তিতা, কাজের প্রতি আন্তরিকতা, সহ শিল্পীদের ওপর শ্রদ্ধা এতটাই ছিল যে, তাঁর খামতিগুলো চোখেই পড়ত না। বরং যতটুকু অভাব ছিল, তাকে কাজে লাগিয়েছিলেন পরিচালকরা।

তাঁর প্রথম ছবি 'ইন্টারভিউ'তে মৃণাল সেন। একটু উচ্চকিত অভিনয় ব্যবহার করেছিলেন সত্যজিৎ রায় 'শাখা প্রশাখা' ছবিতে। আর বাকি যাঁরা, তাঁরা রঞ্জিতের রূপকে ইস্কাবনের টেক্কা করেছিলেন। রঞ্জিতের সাফল্যের প্রধান কারণ কোনও মায়াময় প্রকাশনীর বই নয়। এই ছায়াজগৎ তাঁর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল একটা সৎ প্রতিবাদী চরিত্র।

বাঙালি আলস্যের ঢেঁকি এক জাত। ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি বাড়ির বারান্দা থেকে দেখতে ভালোবাসে। সেখানে রঞ্জিত মল্লিকের মতো বনেদি এক বাঙালি জমিদার বাড়ির লোক ফুলকো লুচি, আলুর দম ছেড়ে গুন্ডা পেটাচ্ছে, সমাজের খারাপ লোকগুলোকে গাল পাড়ছে, এটাই বাঙালিকে কুপোকাত করে দিয়েছিল। সিনেমা হল ফেটে পড়ত গাড়ি থেকে একটা জুতো পরা পা পর্দায় দেখা যেতেই। উত্তম পরবর্তী যুগে।

একশো থেকে দু'বছর দূরে দাঁড়িয়ে উত্তমকুমার। তাঁর আর একটা জন্মদিনে তাঁর ঠিক পরবর্তী প্রজন্মের দুই নায়কের সঙ্গে কথা বললে বোঝা যায়, আর একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মানুষ হিসেবে এবং অভিনেতা হিসেবে কতটা এগিয়েছিলেন বাংলার সর্বকালের সেরা নায়ক। রঞ্জিত এবং দীপঙ্কর, এই ব্যাখ্যাটা দ্বিধাহীন মেনে নিতে পারেন।

(লেখক সাংবাদিক)

সময় যন্ত্রে চড়ে ৪৫ বছর যদি পিছিয়ে যাই! অর্থাৎ উত্তমকুমার বেঁচে আছেন। তিনি শামিল হতেন আরজি করের নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে? এখনকার কিছু শিল্পীর মতো নামতেন রাস্তায়?... উত্তমকুমারের সমর্থন নিশ্চয়ই থাকত। ফেসবুকে নিন্দা করতেন। এক্স হ্যান্ডেলে প্রতিবাদ করতেন। ইন্টারভিউ দিতেন। রাস্তায় নামতেন না।

আজ

১৯৩৭

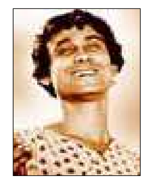

১৯৩৭ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা তপেন চট্টোপাধ্যায়।

১৯৯৮

বিশিষ্ট অভিনেতা অনুপ কুমার প্রয়াত হন ১৯৯৮ সালে আজকের দিনে।

আলোচিত

শুধুমাত্র অভিযুক্ত বলে কী করে কারও বাড়ি ভাঙা যেতে পারে? দোষী হলেও তাঁর বাড়ি ভাঙা যায় না। সুপ্রিম কোর্ট বারবার এই নির্দেশ দেওয়ার পরেও দেশে অভ্যেসের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। কেউ এভাবে বুলডোজার দিয়ে বাড়ি ভাঙতে পারে না। বলা হচ্ছে, বেআইনি নির্মাণ বলেই বাড়ি ভাঙা হচ্ছে। কিন্তু আমরা অভিযোগ দেখে মনে করছি, এই নিয়ম ভাঙা হচ্ছে। বেআইনি নির্মাণ ভাঙার ক্ষেত্রে গাইডলাইনের প্রয়োজন। পরামর্শ আসুক। আমরা দেশজুড়ে গাইডলাইন ইস্যু করব।

– সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ

ভাইরাল/১

দোল দোল...। কুর্তা, পায়জামা পরা এক ব্যক্তি ট্রাকের ওপর দোলনা টাঙিয়ে আয়েস করে শুয়ে রয়েছেন। গাড়ি দ্রুতগতিতে চলেছে। আর লোকটি দুলকির চালে সেই গতি উপভোগ করছেন। মোবাইলে খোশমেজাজে কথা বলছেন। স্ন্যাকস খাচ্ছেন। পাকিস্তানের ভিডিওটি ভাইরাল।

ভাইরাল/২

একেই বলে দিনে ডাকাতি। করাচিতে শপিং মল খুলেছিলেন এক প্রবাসী পাকিস্তানি। প্রথম দিন আকর্ষণীয় ছাড়ের টানে কাতারে কাতারে লোক ভিড় জমান। জনতা জোর করে মলে ঢুকে পড়ে। তারপর জিনিসপত্র নিয়ে যে যার মতো সরে পড়ে। মল লুটের ছবি ভাইরাল।

জনমন জনমত

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের 'রেফার রোগ'

কিছুদিন আগে বাবাকে হারিয়েছি। যেদিন তীব্র শ্বাসকষ্টের জন্য রাতেরবেলা বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সে রাতে হাসপাতালের ডাক্তার জানিয়ে দেন তাঁদের সেই পরিষেবা নেই। রোগীকে রেফার করতে হবে। এর আগেও হাসপাতালের এই ছবিটিই বারবার সামনে এসেছে। কোনও রোগীকে নিয়ে আসা হলেই তারা সব রিপোর্ট দেখে একটাই কথা বলে, 'আমাদের কাছে এই পরিষেবা নেই।' তাহলে কেন শুধু শুধু এতটা জায়গা দখল করে হাসপাতালের অবস্থান! যদি কোনও রোগীকে কোনও পরিষেবা নাই দিতে পারে, তাহলে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের ভূমিকাটা ঠিক কী? হাসপাতালে নেই কোনও ভালো ডাক্তার, নেই কোনও ভালো পরিষেবা। শুধু তাই নয়, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যেভাবে রোগীর পরিজনের সঙ্গে কথা বলে তাতে মনে হয় তারা বোধহয় দয়া করছে।

যাইহোক, এরপর পকেটভর্তি টাকা নিয়ে যখন শিলিগুড়ির বাইরে শিবমন্দিরে বেসরকারি নার্সিংহোমের দ্বারস্থ হলাম তখন তারা সাধ্যমতো আমার বাবার চিকিৎসা করে। যে ডাক্তার চিকিৎসা করেছেন, তিনি শিলিগুড়ির ডাক্তার নন, হায়দরাবাদের ডাক্তার। বাইরের ডাক্তার বলেই বোধহয় তাঁর ব্যবহার এতটা ভদ্র ও মার্জিত। রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে তিনি কোনও গাফিলতি করেননি, সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, বাবাকে হারিয়েছি। কিন্তু চিকিৎসার দিক থেকে বাবা সবচেয়ে ভালো ডাক্তারের চিকিৎসাই পেয়েছেন। হ্যাঁ তারাও পরীক্ষার পর পরীক্ষা করিয়েছে। একেকটি পরীক্ষার জন্য বেশ ভালো অঙ্কের টাকা দিতে হয়েছে। তবুও ওষুধ, ইনজেকশন ইত্যাদির জন্য আমাকে হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়নি। তথাপি আমি এটাও বুঝলাম, পকেটভর্তি পয়সা থাকলেই রোগীর চিকিৎসা সম্ভব। না হলে কেউ কোনও সুবিধাই রোগীকে দিতে চায় না।

পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

বারবিশা চৌপথিতে আলো চাই

গত প্রায় ছয় মাস ধরে বারবিশা চৌপথির বাতিস্তম্ভের বাতি আর জ্বলছে না। বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকার জন্য রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ নাকি ওই বাতিস্তম্ভের বিদ্যুতের লাইন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। বাতিস্তম্ভটি চালু হওয়ার পর থেকে বারবিশা ব্যবসায়ী সমিতি নাকি দীর্ঘদিন ওই বাতিস্তম্ভের বিদ্যুতের বিল মিটিয়ে আসছিল, কিন্তু তাদের পক্ষে এখন আর বিল মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে দীর্ঘদিন থেকে বাতিস্তম্ভের আলোর অভাবে অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকছে বারবিশা চৌপথি চত্বর। সন্ধ্যা নামার পরই বারবিশার এই ব্যস্ততম এলাকা অন্ধকারে ডুবে থাকছে। ফলে সমস্যার সম্মুখীন ব্যবসায়ী, নিত্যযাত্রী ও পথচলতি মানুষজন। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেলে গভীর অন্ধকার নেমে আসে বারবিশার প্রাণকেন্দ্র এই চৌপথি এলাকায়। অন্ধকারে অসামাজিক কাজকর্মের আতঙ্কে আতঙ্কিত থাকে এলাকাবাসী, সেই সঙ্গে পথ দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়।

এমতাবস্থায় বারবিশা চৌপথির মতো এই জনবহুল এলাকার বাতিস্তম্ভটি পুনরায় চালুর করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপেক্ষর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বিকাশ সাহা
বারবিশা, আলিপুরদুয়ার।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

জলপাইগুড়ির চা বলয়ের শিক্ষাসংকট

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে জলপাইগুড়ি জেলার ফল অন্য জেলার তুলনায় অনেক খারাপ। কেন, সেই প্রশ্ন উঠবেই।

ভূপেশ রায়

বাহারি সবুজ চা বাগান, গভীর অরণ্য, বন্যপ্রাণী সহ নানা প্রাকৃতির সৌন্দর্যে ভরপুর যেমন জলপাইগুড়ি জেলা, তেমনই বর্তমানে এরাজ্যে শিক্ষার দিক থেকে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা অন্যতম জেলাটির নামও জলপাইগুড়ি! এ যেন একই মুদ্রার দুটো দিক। গত কয়েক বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলের দিকে লক্ষ রাখলেই বোঝা যায় এ জেলার শিক্ষার হাল কতটা বেহাল!

২০২৩ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার গোটা রাজ্যের গড় পাশের হার যেখানে ৮৫.১৫ শতাংশ, সেখানে জলপাইগুড়ি জেলার পাশের হার ৬৯ শতাংশ। এবছর মাধ্যমিকের ফলাফলে যেখানে পশ্চিমবঙ্গের গড় পাশের হার ৮৬.৩১ শতাংশ সেখানে জলপাইগুড়ি জেলার পাশের হার ৭৩.০৯ শতাংশ। উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফলেও বিগত কয়েক বছর থেকে গোটা রাজ্যে পিছিয়ে এই জেলা। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের কাছেও এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান অত্যন্ত জরুরি, কেন এই জেলার শিক্ষার আজ এত বেহাল।

জলপাইগুড়ি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চা বাগান, যেখানে আদিবাসী শ্রমিকদের বসবাস। কিছুদিন আগে লাটাগুড়ির পার্শ্ববর্তী নেওড়া নদী চা বাগান ও আনন্দপুর চা বাগান এলাকায় ঘুরে বুঝতে পেরেছি উত্তরের প্রত্যন্ত চা বাগান এলাকাগুলির শিক্ষা পরিকাঠামোর হাল কতটা শোচনীয়। বিশেষত ভাষাগত সমস্যাটি অন্যতম কারণ। এখানকার আদিবাসী বেশিরভাগ পড়ুয়া প্রাথমিক স্তরে হিন্দিমাধ্যমে পড়াশোনা করলেও হিন্দিমাধ্যম হাইস্কুল পার্শ্ববর্তী এলাকায় তেমন নেই। তাছাড়া

স্কুলগুলির পরিকাঠামোগত সমস্যা তো আছেই।

প্রতিবছর মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর যখন চা বাগান এলাকার শিক্ষার কঙ্কালসার দিকটি সকলের সামনে ফুটে ওঠে, তখন সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক গণমাধ্যমে এবিষয়ে দু'একদিন আলোচনা হয়। সারাবছর শিক্ষা দপ্তর হোক বা জেলা প্রশাসন কারও কোনও হুঁশ থাকে না এবিষয়ে।

কেন উত্তরবঙ্গের চা বলয়ের শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা ছেড়ে শ্রমিকের কাজে যোগ দিচ্ছে? তারা কেন এখনও শিক্ষার উপযুক্ত পরিকাঠামো থেকে বঞ্চিত? সরকারি প্রকল্পগুলির পরিষেবা চা বাগান এলাকার শিক্ষার্থীরা ঠিকঠাক পাচ্ছে তো? কেন তারা পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা শিক্ষা দপ্তরের চেয়ারে বসে থাকা বাবুরা কখনোই করেননি। একজন মূলধারার সমাজের শহর এলাকার শিক্ষার্থী যে সুযোগসুবিধাগুলি পায়, একজন চা বাগান এলাকার শিক্ষার্থী সেই সুবিধাগুলির সিকি অংশও পায় না। তাড়াছা সরকারি উদাসীনতা তো আছেই।

এবছর দেখা গেল যে শিক্ষা দপ্তর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময়সূচি সকাল ১১টার পরিবর্তে সকাল ৯টায় করেছে! বিষয় হল মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে দক্ষিণবঙ্গে ঠান্ডার প্রকোপ না থাকলেও উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশা ও ঠান্ডার প্রকোপ থাকেই। উত্তরের প্রত্যন্ত চা বাগান এলাকার পরীক্ষার্থীরা এত সকালে কীভাবে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাবে সেকথা একবারও কেন ভাবল না শিক্ষা দপ্তর তা বেশ আশ্চর্যজনক!

ব্যক্তিগতভাবে মনে করি উত্তরবঙ্গের চা বাগান অধ্যুষিত এলাকাগুলোর শিক্ষা পরিকাঠামোগত উন্নতির জন্য বিশেষ উন্নয়ন বোর্ড গড়ে তোলা দরকার। একদিনে হয়তো পরিবর্তন আসবে না, কিন্তু শিক্ষা দপ্তর যদি এখন থেকেই উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে তবে আগামী কয়েক বছরে এর সুফল পাওয়া সম্ভব। নয়তো অনাদর ও অবহেলায় এই জেলাগুলি আরও পিছিয়ে যাবে।

(লেখক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। ময়নাগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯২৮

পাশাপাশি : ১। দেখভালের জন্য নিযুক্ত, বহাল, প্রহরারত ৩। গুল্মের মূল যা রান্নার কাজে লাগে ৫। যে লেখা নকল করে, প্রতিলিপি করে যে ৬। বাকি, অবশিষ্ট ৭। বোধ নেই এমন, নাবালক, বিচারবুদ্ধিহীন ৯। অকারণ আস্ফালন বা নাচনকোঁদন ১২। স্বীকার, স্বীকৃতি, অঙ্গীকার ১৩। বোলতাজাতীয় বিষধর পতঙ্গবিশেষ।

উপর-নীচ : ১। চাটুকার, পার্ষদ, তোষামুদে ২। নৃত্যশিল্পী ৩। বাংলাবছরেরএকটিমাস ৪। নীলওহলুদমেশানোরং, পাঁশুটে রং, মেটে রং ৫। নতুন, নব্য, আধুনিক ৭। মায়ের মা অথবা মাতামহী ৮। আকাশের নীল রং, আসমানি রং ৯। নিরীশ্বরবাদী ১০। তলহীন, সপ্ত পাতালের একটি ১১। ঢাক, নাকাড়া, দামামা।

সমাধান ■ ৩৯২৭

পাশাপাশি : ১। বাগীশ ৪। ফতুর ৫। নব ৭। নাজির ৮। মরকত ৯। পরিজন ১১। কদর ১৩। ইন্দু ১৪। খদির ১৫। কানন।

উপর নীচ : ১। বাখানা ২। শফর ৩। মরহুম ৬। বরাত ৯। পচাই ১০। নটখট ১১। করকা ১২। রসুন।

বিন্দুবিসর্গ

অভিযোগ কংগ্রেসের ■ মোদির ব্যাখ্যা দাবি

‘বহু সংস্থায় আয়’, বিতর্কে সেবি প্রধান

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের সাম্প্রতিক রিপোর্টের পর ভারতের শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবির প্রধান মাধবী পুরী বুচের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সেই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করল কংগ্রেস। সোমবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস মুখপাত্র পবন খেরা অভিযোগ করেছেন, সেবির সর্বক্ষণের সদস্য হিসাবে, এমনকি সংস্থার চেয়ারপার্সন হওয়ার পরেও একাধিক আর্থিক সংস্থা থেকে নিয়মিত বেতন নিয়েছেন তিনি।

২০১৭-য় সেবির পূর্ণসময়ের সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন মাধবী। ২০২২-এর মার্চে তিনি সংস্থার চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব নেন। খেরা জানান, ২০১৭ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত আইসিআইসিআই ব্যাংক থেকে বেতন হিসাবে ১২.৬৩ কোটি টাকার বেশি পেয়েছেন তিনি। আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল থেকে একই সময়ে তিনি ২২.৪১ লক্ষ টাকা আয় করেছেন। এখানেই শেষ নয়, আইসিআইসিআই ব্যাংক থেকে ইএসওপি বাবদ আরও ২.৮৪ কোটি টাকার বেশি পেয়েছেন মাধবী। সব মিলিয়ে ৩টি খাতে তাঁর আয়ের পরিমাণ ১৬,৮০,২২,১৪৩ টাকা। আবার সেবি সদস্য এবং পরবর্তীকালে সংস্থার চেয়ারপার্সন হিসাবেও ৭ বছরে মোট ৩,৩০,২৮,২৪৬ টাকা পেয়েছেন তিনি। অর্থাৎ, সেবি থেকে মাধবী যে টাকা বেতন বাবদ পেয়েছেন, আইসিআইসিআই ব্যাংক এবং অন্য সংস্থা থেকে তার ৫ গুণ অর্থপ্রাপ্তি হয়েছে তাঁর।

খেরা জানান, সেবি চেয়ারপার্সনের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার নিয়োগ কমিটি। যার প্রধান হলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ফলে মাধবীর একাধিক সংস্থা থেকে আয়ের বিষয়ে সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যার দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হবে। কংগ্রেস নেতার বক্তব্য, ‘সেবি-র কাজ শেয়ার বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করা, যেখানে আমরা সবাই অর্থলগ্নি করি। সেবির চেয়ারপার্সনকে কে নিয়োগ করে? মন্ত্রীসভা, প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’র নিয়োগ কমিটি।’ কংগ্রেসের প্রচার শাখার প্রধান জয়রাম রমেশ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘আদানিগোষ্ঠীর সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘনের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট-নির্দেশিত তদন্তের ক্ষেত্রে সেবি চেয়ারপার্সনের স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। যেসব প্রশ্ন ভারত সরকার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।’

মোদিকে কটাক্ষ করে রমেশের বার্তা, ‘নীরব থেকে যে অ-জৈবিক প্রধানমন্ত্রী সেবির চেয়ারপার্সনকে আড়াল করেছেন, তাঁকে অবশ্যই যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রধানের নিয়োগের সঠিক মাপকাঠি কী?’ আইসিআইসিআই এবং তার সহযোগী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্তের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি থেকেই আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া সেবি প্রধান কীভাবে নিরপেক্ষ ছিলেন মোদির কাছে সেই প্রশ্নের জবাব চেয়েছেন কংগ্রেস নেতা। বিরোধী দলের অভিযোগ প্রসঙ্গে এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত নীরব মাধবী পুরী বুচ। অবস্থান স্পষ্ট করেনি কেন্দ্রও।

জাতভিত্তিক গণনায় সম্মতি?

বিরোধীদের বার্তা দিল আরএসএস

তিরুবনন্তপুরম, ২ সেপ্টেম্বর : জাতভিত্তিক গণনা ইস্যুতে ভিন্ন বার্তা দিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)। সংঘের মুখপাত্র সুনীল আম্বেদকর সোমবার ইঙ্গিত করেছেন, জাতভিত্তিক গণনার দাবি মেনে নিতে তাঁদের আপত্তি নেই। উন্নয়নের প্রয়োজনে জাতগণনা করা যেতেই পারে। তবে বিরোধীরা যেভাবে ইস্যুটিকে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারের হাতিয়ারে পরিণত করেছে তাকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করছে না সংঘ পরিবার।

লোকসভা ভোটের আগে থেকেই জাতভিত্তিক গণনার দাবিতে সরব রাহুল গান্ধি। কংগ্রেসের সুরে সুর মিলিয়েছে আরজেডি, এসপি, ডিএমকে সহ ইন্ডিয়া জোটের অধিকাংশ শরিক দল। বিজেপি শুরু থেকে জাতভিত্তিক গণনার বিরোধিতা করছে। লোকসভা ভোটে উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, রাজস্থানে এনডিএ’র খারাপ ফলে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জনসমর্থনে ফাটল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশে সপা, কংগ্রেসের অভাবনীয় সাফল্যে যাদব-মুসলিম ভোটের পাশাপাশি পিছড়েবর্গের সমর্থন যে অনুঘটকের ভূমিকা নিয়েছে সেই ব্যাপারে ভোট বিশেষজ্ঞরা একমত।

> মানুষের উন্নয়নের জন্য জাতভিত্তিক গণনার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে না আরএসএস। কিন্তু একে ভোট রাজনীতিতে ব্যবহার করা অনুচিত। সরকারের উচিত তথ্য সংগ্রহের জন্য জাতভিত্তিক গণনাকরা। মনে রাখতে হবে এটি একটি স্পর্শকাতর বিষয়। এর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় একতার প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে।
>
> সুনীল আম্বেদকর

সামনেই মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা সহ কয়েকটি বড় রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তার আগে জাতভিত্তিক গণনা নিয়ে আরএসএসের বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ। কেরলের পালক্কড়ে সংঘের ৩ দিনের অখিল ভারতীয় সমন্বয় বৈঠক শেষে সুনীল আম্বেদকর বলেন, ‘মানুষের উন্নয়নের জন্য জাতভিত্তিক গণনার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে না আরএসএস। কিন্তু একে ভোট রাজনীতিতে ব্যবহার করা অনুচিত। সরকারের উচিত তথ্য সংগ্রহের জন্য জাতভিত্তিক গণনা করা। মনে রাখতে হবে এটি একটি স্পর্শকাতর বিষয়। এর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় একতার প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে।’

বিরোধীদের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, ‘সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতি নজর দেওয়া দরকার। সেজন্য সরকারের সব শ্রেণির জনসংখ্যার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। উদাহরণ হিসাবে সম্প্রদায় ভিত্তিক পুরুষ, মহিলা, শিশুর সংখ্যা নির্ধারণের কথা বলা যেতে পারে। তবে জাতভিত্তিক গণনাকে যেন কল্যাণকর কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এই বিষয়টি রাজনীতি করার জন্য নয়। আমরা এখানেই সীমারেখা টানতে চাইছি।’

এতদিন কংগ্রেসের জাতভিত্তিক গণনার দাবিকে দেশে বিভাজন তৈরির চেষ্টা বলে অভিযোগ করছিলেন বিজেপি নেতারা। দেশের মানুষকে ভাগ করার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ করেছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আরএসএসের বার্তার পর কেন্দ্রের শাসকদলের অবস্থান নিয়ে স্বাভাবিকভাবে জল্পনা শুরু হয়েছে। যদিও এদিন সন্ধ্যাপর্যন্ত এই ইস্যুতে কোনও বিজেপি নেতা মন্তব্য করেননি।

আরজি কর

রাজধানীতেও পথে নামছেন পুজোর উদ্যোক্তারা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : আর জি করের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় সুবিচারের দাবিতে এবার রাজধানীতে পথে নামতে চলেছে দুর্গাপুজোর উদ্যোক্তারা।

আরজি কর কাণ্ডে সুবিচারের দাবিতে উত্তাল সারা বাংলা। দেশজুড়ে চলছে তার প্রতিবাদ। ৫ সেপ্টেম্বর সর্বোচ্চ আদালতে ফের শুনানি হবে আরজি কর মামলার। তার আগেই ৪ সেপ্টেম্বর এই ঘটনায় সুবিচারের দাবিতে পথে নামছে রাজধানীর সমগ্র বাঙালি সমাজ। দিল্লি এবং তৎসংলগ্ন এলাকার বাঙালি সমাজ ওইদিন বিকেল চারটের সময় মোমবাতি মিছিল করবেন যন্তর মন্তরে।

অন্ধকারে আলো হওয়ার বার্তা নিয়ে এই মোমবাতি মিছিলে শামিল হবেন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের জুনিয়ার ডাক্তার, দিল্লির বিভিন্ন দুর্গা পুজো সমিতির প্রতিনিধিরা এবং রাজধানীতে বসবাসকারী বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত বাঙালিরা নির্যাতিতার সুবিচারের দাবিতে পথে নামছেন। এর আগেও ১৪ অগাস্ট মেয়েদের রাত দখলে শামিল হয়েছিল রাজধানীবাসী। এবার আরজি করের ঘটনায় সুবিচারের দাবিতে রাজধানীর দুর্গা পুজো উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি প্রতিবাদের শামিল হতে চলেছেন নয়া দিল্লির বাঙালি ব্যবসায়ী সমাজও। দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্ক, অলোকনন্দা, গ্রেটার কৈলাস থেকে শুরু করে নয়ডা এবং গুরুগ্রামের বাঙালিরাও ওইদিন প্রতিবাদে শামিল হবেন।

কিশোরীকে কাঁধে চাপিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে চলেছেন উদ্ধারকারীরা। (ডানদিকে) উদ্ধারের অপেক্ষায় বাড়ির ছাদের ওপর বসে পরিবার। বিজয়ওয়াড়ায়।

রাজ্যপাল পদ বিলোপের পক্ষে সিংভি

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : রাজ্যপাল পদ তুলে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করলেন কংগ্রেসের আইনজীবী -সাংসদ অভিষেক মনু সিংভি। গত কয়েকবছরে বিরোধীশাসিত রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে রাজ্যপালদের সংঘাতের তীব্রতা বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ু, কর্ণাটকে রাজ্য সরকার-রাজ্যপাল সংঘাত বারবার খবরের শিরোনাম হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তেলেঙ্গানা থেকে রাজ্যসভায় জয়ী সিংভির মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। মোদি সরকারকে নিশানা করে তিনি বলেন, ‘এই সরকারের একটি বড় ব্যর্থতা হল, এরা দেশের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে অপমান করেছে। সেগুলির গুরুত্বকে লঘু করেছে। কিছু ক্ষেত্রে রাজ্যপালেরা নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা গ্রহণের চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাঁদের ভূমিকা অনেকাংশে একটি খাপের মধ্যে দ্বিতীয় তরোয়ালের মতো হয়ে যাচ্ছে।’

এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধির কথা উল্লেখ করেন আইনজীবী-সাংসদ। বলেন, ‘গোপালকৃষ্ণ গান্ধির মতো ব্যক্তিত্ব কি এই ধরনের আচরণ করবেন? তিনি আমাদের দলের তরফে উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন। তারপরেও আমি তাঁর নাম করছি। কারণ, এই ধরনের মানুষেরা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। তাঁরা ভুল পদক্ষেপ এড়িয়ে চলেন।’ সিংভির প্রস্তাব, হয় গোপালকৃষ্ণের মতো ব্যক্তিত্বদের রাজ্যপালের পদে বসানো হোক। নয়তো রাজ্যপালের পদ বিলুপ্ত করা হোক।

নেকড়ে ধরতে পুতুলের টোপ

লখনউ, ২ সেপ্টেম্বর : এক ডজন নেকড়ের উৎপাতে চিৎপাত দশা উত্তরপ্রদেশের বহরাইচের। ইতিমধ্যে মানুষখেকো চারটি নেকড়েকে বন দপ্তরের কর্মীরা জালে পুরতে পারলেও কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না বাকি দুটিকে। সোমবার কাকভোরে নেকড়ের হামলায় মৃত্যু হয়েছে বছর তিনেকের এক দুধের শিশুর। নেকড়ের হামলায় জখম হন দুই মহিলা সহ তিনজন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ছে নেকড়ে। আতঙ্কে ঘুম উড়েছে এলাকাবাসীর। বহরাইচের জেলা শাসক মণিকা রানি জানিয়েছেন, ‘সোমবারের ঘটনাটি টেপরা গ্রামের। প্রতিদিন নতুন নতুন জায়গায় নেকড়েরা হানা দিচ্ছে। তবে তাদের ধরতে সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছে প্রশাসন।’

এদিকে নেকড়ে ধরতে নতুন কৌশল নিয়েছে বন দপ্তর। বিভিন্ন রঙের পুতুলে শিশুদের মূত্র মিশিয়ে তা নেকড়ে ধরার টোপ হিসাবে ব্যবহার করছেন দপ্তরের অভিজ্ঞ আধিকারিকরা। যেসব জায়গায় নেকড়েরা হানা দিচ্ছে সেই পুতুল রাখা হচ্ছে সেইসব জায়গাগুলিতে। এক বনাধিকারিক জানিয়েছেন, ‘শিশুদের হিসু মাখানো পুতুলগুলিকে রাখা হচ্ছে নদীর তীর, নেকড়েদের বিশ্রামের স্থান এবং গুহার কাছাকাছি কোনও জায়গায়। যাতে সহজেই সেই গন্ধ পৌঁছে যায় নেকড়েদের নাকে। পুতুলগুলিকে মানুষ ভেবে ভুল করে ফাঁদে পা দিলেই নেকড়ে ধরা পড়বে।’

নেকড়ে শিকারি প্রাণী হলেও তারা সাধারণত মানুষখেকো হয় না। এক্ষেত্রে তার উলটপুরাণ ঘটল কী করে? এই প্রশ্নের জবাবে এক বনাধিকারিক জানিয়েছেন, বনজঙ্গল কেটে ফেলার পরে বসতি এলাকা কমে এসেছে অন্য বহু প্রাণীর মতো নেকড়েদেরও। নেকড়েরা

সাধারণত লাজুক প্রকৃতির এবং নিজেদের নির্দিষ্ট এলাকা ছেড়ে বেরোয় না। কিন্তু এলাকা ছোট হয়ে যাওয়ায় তারা মানুষের বসতি এলাকার কাছাকাছি চলে এসেছে। নেকড়েরা একবারে অনেকটা খাবার খেয়ে বেশ কিছুদিন বিরতি নেয়। কিন্তু পেটে টান পড়ায় এবং মানুষকে হাতের নাগালে পেয়ে যাওয়ায় তাদের স্বভাব হয়তো বদলে যাচ্ছে।

উপাচার্য নিয়োগ

৬ সপ্তাহে রিপোর্ট তলব

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে যে কমিটি কাজ করছে তাদের কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট ছয় সপ্তাহের মধ্যে জমা দিতে হবে, সোমবার নির্দেশ দিল সর্বোচ্চ আদালত। রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের জন্য যেভাবে কাজ করছে দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি উদয় উমেশ ললিতের নেতৃত্বাধীন কমিটি, সেভাবেই কাজ করবে তারা, সোমবার সাফ জানিয়ে দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত।

সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্তর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে মামলার শুনানিতে রাজ্যের তরফে সওয়াল করেন আইনজীবী জয়দীপ গুপ্ত। উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে যে পদক্ষেপ করা হচ্ছে তা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি অ্যাটর্নি জেনারেল আর বেঙ্কটরামানি। ৬ সপ্তাহ পরে হবে পরবর্তী শুনানি।

বৈষ্ণোদেবীর পথে ধসে মৃত ২

শ্রীনগর, ২ সেপ্টেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরের কাটরায় বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে যাওয়ার রাস্তায় ধসের কবলে পড়ে মৃত্যু হল দুই মহিলা তীর্থযাত্রীর। আহত হয়েছে এক বালিকা। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার রিয়েসি জেলায় ধসের কারণে সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় রাস্তা।

সাহায্যের আশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর

অতিবৃষ্টিতে মৃত্যু বাড়ছে তেলুগু-ভূমে

হায়দরাবাদ, ২ সেপ্টেম্বর : বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানায়। তেলুগু ভাষী দুই রাজ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় কমপক্ষে ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবারও বৃষ্টি বন্ধ না হওয়ায় বিস্তীর্ণ এলাকায় জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। জলের তলায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও রেলপথ। যার জেরে যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে। ১৪০টির বেশি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশ প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, রবিবার জলে ডুবে ১২টি প্রাণহানির ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। ১৫ জনের মৃত্যুর কথা জানিয়েছে তেলেঙ্গানার বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর। সেখানকার ১১৫টি গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। তলিয়ে গিয়েছে হায়দরাবাদের বড় অংশ। সেকেন্দ্রাবাদের কিছু এলাকায় জল ঢুকেছে। সোমবার সেখানকার সব স্কুল-কলেজে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তর রবিবার থেকে তেলেঙ্গানার আদিলাবাদ, নিজামাবাদ, রাজন্যা সিরসিল্লা, ইয়াদাদ্রি, ভুবনগিরি, ভিকারাবাদ, সাঙ্গারেড্ডি, কামারেড্ডি এবং মাহবুবনগর জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির জন্য লাল সতর্কতা জারি করেছে। অন্ধ্রপ্রদেশে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিজয়ওয়াড়া জেলা। সেখানকার বুদামেরু নদীর জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। শ্রীকাকুলাম, বিজয়নগরম, পার্বতীপুরম মান্যম, আলুরি সীতারামা রাজু, কাকিনাডা এবং নান্দিয়ালাতেও বন্যা পরিস্থিতি জটিল হয়েছে। সোমবার অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু এবং তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির সঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে ফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দুই রাজ্যের সরকারকে কেন্দ্রীয় সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। এদিন প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন রেবন্ত রেড্ডি। বন্যা দুর্গতদের কাছে দ্রুত ত্রাণ পৌঁছে দিতে আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

বৃষ্টি-বিপর্যয়

- দুই রাজ্যে ২৪ ঘণ্টায় ২৭ জনের মৃত্যু
- ১৪০টির বেশি ট্রেন বাতিল
- তেলেঙ্গানার ১১৫টি গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন
- অন্ধ্রপ্রদেশে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিজয়ওয়াড়া
- সেখানে ৪০টি বোট, ৬টি হেলিকপ্টার পাঠানোর সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী জানিয়েছে, দুই রাজ্যে ১২টি উদ্ধারকারী দলকে মোতায়েন করা হয়েছে। আরও ১৪টি দলকে সেখানে পাঠানো হচ্ছে। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের একটি সূত্র জানিয়েছে, রবিবার মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’কে পাওয়ার বোট সহ আরও উদ্ধারকারী দল পাঠানোর অনুরোধ করেন। সেই মতো রাজ্যে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজের জন্য ৪০টি বোট এবং ৬টি হেলিকপ্টার পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র।

দুই রাজ্যের বন্যা দুর্গতদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘আমার মন তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মানুষের সঙ্গে রয়েছে। কারণ, তাঁরা অবিরাম বৃষ্টি এবং বিধ্বংসী বন্যার মোকাবিলা করছেন। যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন তাঁদের পরিবারের প্রতি আমি গভীর সমবেদনা জানাই।’ কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে শামিল হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন রাহুল।

বুলডোজার নীতিতে সুপ্রিম কোর্টের ভর্ৎসনা

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : নিয়মনীতির পরোয়া না করে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া নিয়ে এবার প্রশ্ন তুলল শীর্ষ আদালত। সোমবার কেন্দ্রের উদ্দেশে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্ন, কোনও ব্যক্তি ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত বা দোষী সাব্যস্ত হলেই তাঁর বাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হবে কেন? বাড়ি ভাঙার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকা উচিত।

ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তদের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলার কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করে দু’বছর আগে একগুচ্ছ মামলা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। আবেদনকারীদের

মূল বক্তব্য ছিল, মাথার ওপর ছাদের অধিকার জীবনের অধিকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই অধিকার কেড়ে নেওয়া অসাংবিধানিক। সোমবার ওইসব মামলার শুনানিতে কেন্দ্রের তরফে উপস্থিত ছিলেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। তাঁর উদ্দেশে আদালতের প্রশ্ন, ‘অভিযুক্ত হলেই কীভাবে একজনের বাড়ি ভেঙে ফেলা যায়? দোষী সাব্যস্ত হলেও ভেঙে ফেলা যায় না।’

বিচারপতি বিশ্বনাথনের কথায়, ‘কোনও পরিবারে একজন দুর্বিনীত ছেলে থাকতেই পারে। কিন্তু তার জন্য পরিবারের অধিকার কাড়া হবে কোন যুক্তিতে?’ প্রশাসনের কাজে উষ্মাপ্রকাশ করে বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও এই বিষয়ে প্রশাসনের মনোভাবে কোনও বদল হয়নি। বেঞ্চ বলেছে, ‘আমরা অবৈধ নির্মাণকে বাঁচানোর কথা বলছি না। তবে বাড়ি ভাঙা নিয়ে সর্বভারতীয়ভাবে গ্রাহ্য নিয়মনীতি তৈরি করার প্রয়োজন আছে।’ এ বিষয়ে সব পক্ষকে প্রস্তাব জমা দিতে বলেছে শীর্ষ আদালত। ১৭ সেপ্টেম্বর পরের শুনানি হবে।

আপ বিধায়ককে গ্রেপ্তার ইডি-র

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডে নিয়োগ দুর্নীতি ও আর্থিক তছরুপের অভিযোগে ইডির হাতে গ্রেপ্তার হলেন আপ বিধায়ক আমানাতুল্লা খান। সোমবার সকালে তাঁর বাড়িতে ইডির আধিকারিকরা ঘণ্টা ছয়েক তল্লাশি ও জেরা চালানোর পর গ্রেপ্তার করা হয় আপ বিধায়ককে।

সোমবার সকালেই আমানাতুল্লার বাড়িতে হানা দেন ইডি আধিকারিকরা। তাঁদের উদ্দেশ্য আঁচ করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও বার্তা দিয়ে আমানাতুল্লা বলেন, ‘মিথ্যা মামলায় আমাকে গ্রেপ্তার করতে বাড়িতে এসেছে ইডি।’ ইডির নোটিশের কথা জানিয়ে তিনি বলেন, তাঁর শাশুড়ি ক্যানসারে আক্রান্ত এবং দিন চারেক আগে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছে। সেই কারণে তিনি চার সপ্তাহ সময় চেয়েছিলেন ইডির কাছে। কিন্তু তারা তা দিতে নারাজ। ইডির অভিযোগ, প্রায় ১০০ কোটি টাকা নয়ছয় করেছেন আমানাতুল্লা। ইডির দাবি, তদন্তে সহযোগিতা না করায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁকে। নিন্দা করে মণীশ সিসোদিয়া এক্সে লেখেন, ‘বিজেপির স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বললেই এজেন্সি দিয়ে তুলে নেওয়া হচ্ছে।’ সঞ্জয় সিংয়ের দাবি, ‘মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তারির জন্য ইডি বারবার আদালতে ভর্ৎসিত হচ্ছে। তবু তাদের শিক্ষা হচ্ছে না।’

স্বামীর অবসর, মুখ্যসচিব স্ত্রী

তিরুবনন্তপুরম, ২ সেপ্টেম্বর : কেরলে এই প্রথম। মুখ্যসচিব স্বামীর অবসরের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন স্ত্রী। ৩১ অগাস্ট শনিবার সারদা মুরলীধরণকে মুখ্যসচিব হিসেবে নিযুক্ত করেছে কেরল সরকার। প্রথামাফিক সেদিন স্ত্রী তথা মুখ্যসচিবকে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানান স্বামী ভি বেণু। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। সেদিনই ভি বেণু মুখ্যসচিব তথা কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন।

সারদা মুরলীধরণ ও ভি বেণু ১৯৯০-এর আইএএস। একই বছরে উত্তীর্ণ হলেও স্বামীর চেয়ে বয়সে ছোট সারদা। তিনি কেরলে সরকারের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করেছেন। মুখ্যসচিব হওয়ার আগে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনে একসঙ্গে কর্মজীবনে প্রবেশ করলেও বয়স কম হওয়ায় সারদাকে আরও আট মাস চাকরি করতে হবে। তাঁদের ৩৪ বছরের কর্মজীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে সারদা বলেছেন, ‘এতদিন আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। কখনও ভাবিনি কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়াটা একসঙ্গে হবে না।’

দু’মাস আগে কর্ণাটকের মুখ্যসচিব রজনীশ গোয়েল অবসর নেওয়ার পর তাঁর স্ত্রী শালিনী রজনীশ মুখ্যসচিব হন। ২০০০ সালে কর্ণাটকে মুখ্যসচিব বিকে ভট্টাচার্য অবসর নেওয়ার পর তাঁর স্ত্রী টেরেসা ভট্টাচার্য পরবর্তী মুখ্যসচিব হন। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, শুধু মুখ্যসচিবই নয়, জেলাশাসক পদে স্বামী বা স্ত্রী পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন এমন নজির রয়েছে।

একাকিত্বে ভুগছে জাপান

টোকিও, ২ সেপ্টেম্বর : এক এক সময় মনে হয় ঘরগুলো যেন গিলতে আসছে। সব ঘর ফাঁকা। এক গ্লাস জল দেওয়ার কেউ নেই। হাত ধরার কেউ নেই। এমন কথা অনেক বয়স্ক ব্যক্তিকেই এখন বলতে শোনা যায়। এমনও দেখা যাচ্ছে, এক একটি বাড়িতে সম্পূর্ণ একা রয়েছেন কোনও পুরুষ বা মহিলা। তাঁদের কথা, একাকীত্বের যন্ত্রণা ভীষণ কষ্টের। ভুক্তভোগী-ই তা বোঝে। জীবন সায়াহ্নে এসে এই বিচিত্র সংকটে ভুগছেন জাপানের বহু মানুষ। উদীয়মান সূর্যের দেশটিতে বহু বাড়ি ডুবে গিয়েছে আঁধারে। এক একটি বাড়ি যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপ।

রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে জাপানকে বিশ্বের প্রবীণ জনসংখ্যার দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এদেশে বয়স্কদের

এবছরেই মৃত্যু ৪০ হাজার

সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। চলতি বছরের প্রথম ছ’মাসে বাড়িতে সম্পূর্ণ একাকী অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে ৪০ হাজারের মতো মানুষের। আরও মর্মান্তিক বিষয় হল, ৪০ হাজারের মধ্যে ৩,৯৩৯টি মৃত্যুর হদিস মিলেছে এক মাস পরে। ১৩০টি দেহের অস্তিত্ব মিলেছে এক বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর। ৭,৪৯৮টি দেহের গড় বয়স ৮৫ কিংবা তারও বেশি, ৫,৯২০ জনের বয়স ৭৫-৭৯র মধ্যে। ৫,৬৩৫টি দেহের গড় বয়স ৭০ থেকে ৭৪ বছরের মধ্যে।

জাপানে বয়স্কদের একাকী মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে, এদেশে পড়শিরা একে অপরের দিকে নজর রাখে না। বাসিন্দাদের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতাবোধ। তাঁরা হারিয়ে ফেলছেন সম্প্রদায়বোধ-ও। পারস্পরিক একাত্মতা বোধ।

অমানবিক ডুবুরি গঙ্গায় ভেসে গেলেন আমলা

লখনউ, ২ সেপ্টেম্বর : মানবিক মানুষের অমানবিক মুখ দেখল উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ের নানামউ ঘাট। গঙ্গার স্রোতে ভেসে যাওয়া এক আমলাকে দেখেও ডুবুরি ঝাঁপালেন না। যিনি ভেসে যাচ্ছিলেন তাঁর বন্ধু ডুবুরিকে উদ্ধারের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তাতে ১০ হাজার টাকা দাবি করেন ডুবুরি। বন্ধু রাজি হন। নগদ না থাকায় ইউপিআই-এর মাধ্যমে টাকা পাঠাতে উদ্যোগী হলে সময় লাগে। ডুবুরির একটাই কথা, আগে টাকা তারপর উদ্ধার। অনলাইনে টাকা আসতে আসতে আমলা তলিয়ে যান। ডুবুরি উদ্ধারে নেমেও কিছু করতে পারেননি। শনিবারের ঘটনা। সূর্য তর্পণে নেমেছিলেন উত্তরপ্রদেশের খাদ্যদপ্তরের ডেপুটি অধিকর্তা আদিত্য বর্ধন সিংহ। তাঁর অফিস কানপুরে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর বন্ধু। স্নানের পর সেলফি তুলতে গিয়ে স্রোতের টানে ভেসে যান। আদিত্যের স্ত্রী মহারাষ্ট্রের এক আদালতের বিচারক।

তারাদের কথা

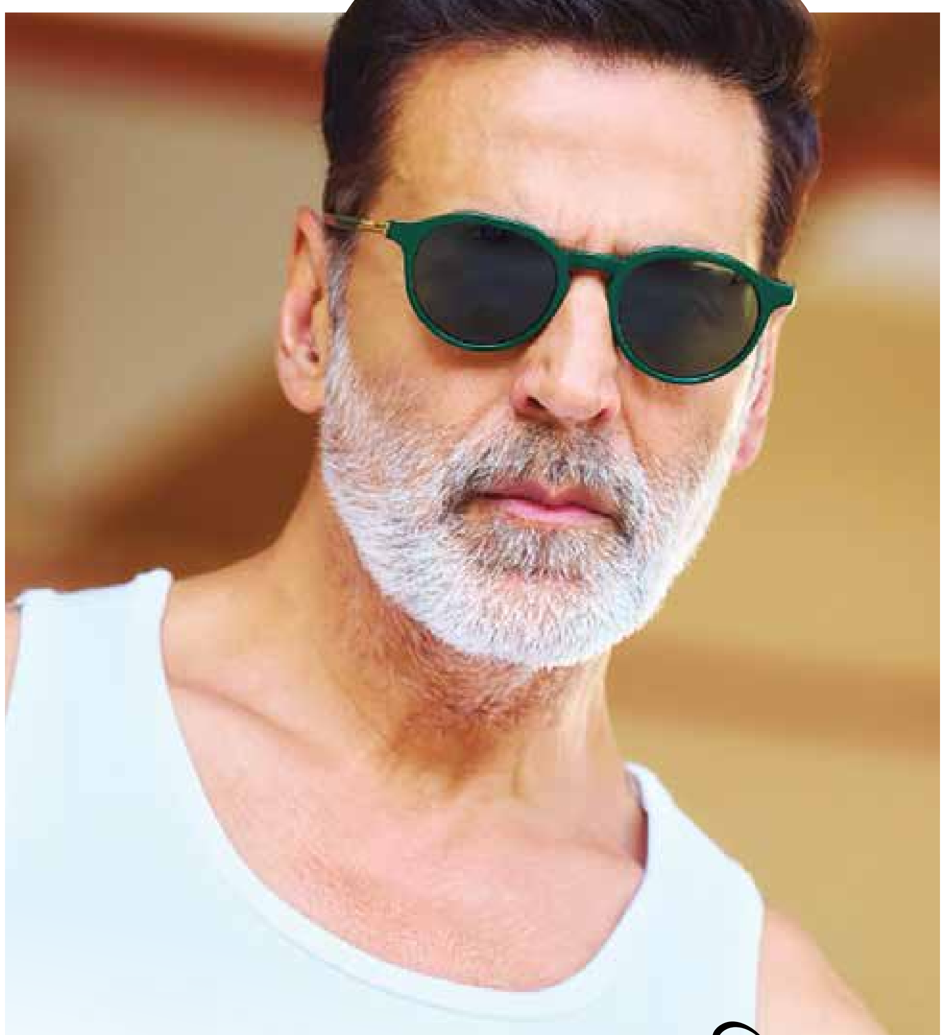

অক্ষয়ের হরর কমেডি

পরপর ব্যর্থতায় কোণঠাসা অক্ষয়কুমার তো বটেই, তাঁর অনুরাগীরাও একটা হিট ছবি চাইছেন তাঁর জন্য। সেই আশা হয়তো পূর্ণ হবে, কারণ অক্ষয় প্রিয়দর্শনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আসছেন একটি হরর কমেডি ছবিতে। এই ছবির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হবে ৯ সেপ্টেম্বর, অক্ষয়ের জন্মদিনে। সূত্রের খবর, গত জুলাই মাসে, প্রিয়দর্শন মুম্বাইয়ে গিয়ে এক মিনিটের মোশন পোস্টার তৈরি করেছেন। চলতি বছরের ডিসেম্বর মাস থেকেই শুটিং শুরু হবে, ছবির আর্থিক দায়িত্বে আছেন একতা কপুর।
জানা গিয়েছে, ব্ল্যাক ম্যাজিকের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তিন মহিলার সঙ্গে টানাপড়েনে বিপর্যস্ত হবেন অক্ষয়। তবে ছবি সম্পর্কে আরও তথ্য, অক্ষয়ের লুক ইত্যাদি প্রকাশ পাবে ৯ সেপ্টেম্বর। অক্ষয় একতার সঙ্গে কাজ করবেন বলে কথা দিয়ছিলেন এবং ছবির গল্প শুনে তাঁর মনে হয়েছে, এই ছবিটাই একতার পক্ষে উপযুক্ত। অক্ষয়-একতা-প্রিয়দর্শন তিনজনেই এই ছবির জন্য উন্মুখ। অক্ষয়-প্রিয়দর্শন আগে একাধিক হিট ছবি উপহার দিয়েছেন। অনুরাগীরা চাইছিলেন এই জুটির প্রত্যাগমন, এবার সেটাই সত্যি হতে চলেছে।

আমার ছবিতেই এমার্জেন্সি
কঙ্গনা

কঙ্গনা রানাওয়াত এই মন্তব্য করেছেন তাঁর ছবি 'এমার্জেন্সি'র মুক্তি ৬ সেপ্টেম্বর থেকে পিছিয়ে যাওয়ার পর। ছবির মুক্তি আটকে দেওয়ার জন্য সেন্সর বোর্ডে একাধিক আবেদন জামা পড়েছে, তাই বোর্ডের এই সিদ্ধান্ত। আর তার পরিপ্রেক্ষিতেই কঙ্গনার উল্লিখিত মন্তব্য। তিনি এর সঙ্গে যোগ করেছেন, 'ব্যাপারটা খুবই নিরাশাজনক। বিশেষ করে নিজের দেশ, দেশের পরিস্থিতি দেখে আমি হতাশ।' তিনি নিজের ছবির পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন, তাঁর ছবিতে তিনি যা দেখিয়েছেন, ২০১৭ সালের মধুর ভান্ডারকরের ছবি ইন্দু সরকার-এ (এখানে ১৯৭৫ সালের এমার্জেন্সি প্রয়োগ করার ঘটনা আছে) এবং গত বছর মেঘনা গুলজারের ছবি সাম বাহাদুর (এখানে ১৯৭১ সালের হিন্ডয়া-পাকিস্তানের যুদ্ধের কথা আছে) ছবিতে ইতিমধ্যেই প্রমাণিত তথ্য হিসেবে দেখানো হয়েছে। এই ছবিগুলো সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পেয়েছে, তাঁর ছবি রিভিউ হওয়ার পরও আটকে গিয়েছে, এর বিরুদ্ধে একাধিক আবেদন জমা পড়েছে বলে।

কঙ্গনা বলেছেন, 'যে ছবি আমি বানাতে চাই, তা বানাবই। এই সব হাস্যকর ঘটনা তুলে ধরবই। কেউ না কেউ আমাদের আজ ভয় দেখাবে, কাল ভয় দেখাবে আর আমরা ভয় পাব। কিন্তু কতদিন? আমাদের ভয় দেখানো সহজ কারণ আমারা ভয় পেয়ে যাই। আমি এই ছবি আত্মসম্মান নিয়ে তৈরি করেছি, তাই সেন্সর বোর্ড কোনও কাট ছাড়াই ছাড়পত্র দিয়েছিল। তারা ছবির মুক্তি স্থগিত রেখেছে কিন্তু আমার ছবি কোনও কাট ছাড়াই রিলিজ করাব। আমি কোর্টে লড়ব, আনকাট ভার্সন নিয়ে আসব। ইন্দিরা গান্ধি কোনও কারণ ছাড়াই হঠাৎ বাড়িতে মারা গিয়েছেন, এটা আমি দেখাতে পারব না।

উল্লেখ্য, 'এমার্জেন্সি' অনেক দিন থেকেই বিতর্কের মূলে। বেশ কিছু শিখ গ্রুপ বিরোধিতা করছিলই, এখন সেন্সর বোর্ডের বর্তমান সিদ্ধান্ত ছবির ভবিষ্যৎকে আরও সমস্যায় ফেলে দিল। প্রসঙ্গত, এমার্জেন্সি দেশের সবথেকে টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে তুলে ধরেছে এবং দাবি করেছে এর মাধ্যমে ঐতিহাসিক ঘটনাই উঠে আসবে পর্দায়। ছবির প্রযোজক জি স্টুডিও ও মণিকর্নিকা ফিল্মস।

চলতি মাসেই দীপিকা-রণবীরের সংসারে আসবে নতুন অতিথি। তার আগে বিশেষ ছবি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করলেন দুজনেই।

আবার অভিষেক একা

অভিষেক বচ্চন আবার একা দেখা দিলেন। শহরের এক প্রান্তে তাঁকে দেখা গেল গোলাপি সোয়েটশার্ট আর প্যান্ট পরে তিনি কোথাও যাচ্ছেন। সঙ্গে স্ত্রী ঐশ্বর্য রাই বা মেয়ে আরাধ্যা নেই। তিনি ক্যামেরার সামনে আসেননি, দূর থেকেই তাঁর ছবি তোলা হয়েছে। তাতেই ধরা পড়েছে, তাঁর হাতে বিয়ের আংটি নেই। সাংবাদিকদের সঙ্গেও কথা বলেননি, তাই কোনও প্রশ্নও করা যায়নি তাঁকে। গত কয়েক মাস ধরে অভিষেক-ঐশ্বর্য একসঙ্গে দৃশ্যমান হননি। এমনকী অনন্ত আম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্টের বিয়েতে অভিষেক বাবা অমিতাভ, মা জয়া, দিদি শ্বেতার সঙ্গে গিয়েছিলেন, ঐশ্বর্য ছিলেন মেয়ে আরাধ্যার সঙ্গে। ফলে অভিষেক ও ঐশ্বর্যর মধ্যে বিচ্ছেদ আসন্ন, এই নিয়ে মিডিয়াও মাতামাতি করে চলেছে। অভিষেকের এই নতুন ছবিটি এই জল্পনায় আবারও হাওয়া দিল।

একনজরে সেরা ৫

মা

হওয়ার পর প্রথমবার সোনম কাপুর অভিনয়ে ফিরছেন। নিজেই সে কথা জানিয়েছেন। তবে বিস্তৃত তথ্য দেননি, আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হওয়ার পর ছবির বিষয়ে জানা যাবে। শুধু জানিয়েছেন, এটা বড় প্রজেক্ট এবং তিনি ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে উদগ্রীব। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে সোনম পুত্র বায়ুর জন্ম দিয়েছেন।

প্রথম

ছবি পরিচালনা করেছেন বোম্মান ইরানি, নাম মেহেতা বয়েস। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর ১৫তম শিকাগো সাউথ এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গ্লোবাল প্রিমিয়ার হবে। ছবির গল্প—দীর্ঘদিন বাবা ও ছেলের মধ্যে খারাপ সম্পর্ক, তবু একটি পরিস্থিতিতে বাবা ও ছেলে ৪৮ ঘণ্টা একসঙ্গে কাটাতে বাধ্য হন। অভিনয়ে বোম্মান, আবিনাশ তিওয়ারি, শ্রেয়া চৌধুরি।

কাপুর

পরিবারের ঘরনিদের অভিনয়ে অনুমতি ছিল না, তাই বিয়ের পর তাঁরা পর্দায় অনুপস্থিত ছিলেন--- এই কথা অস্বীকার করে করিশমা কাপুর বলেছেন, আমার মা ববিতা, নীতু আন্টি সংসার করতে, সন্তান পালন করতে চেয়েছিলেন। আবার শাম্মি আঙ্কলের স্ত্রী গীতা বালিজি, শশী আঙ্কলের স্ত্রী জেনিফার আন্টি অভিনয় করেছিলেন। কোনও বাধা ছিল না।

কেন

নীরব অনির্বাণ ভট্টাচার্য? চিরকালের প্রতিবাদী কিন্তু আরজি কর নিয়ে চুপ? তাঁর স্ত্রী, নাট্যকর্মী মধুরিমা গোস্বামী রবিবারের মহামিছিলে হাঁটার সময় এই প্রশ্নের মুখে পড়লে উত্তরে তিনি বলেন, আমি এই বিষযটার বাইরে অন্য কিছু দেখার সময় পাচ্ছি না। প্রত্যেকের প্রতিবাদের ভিন্ন ভাষা আছে। আমার মনে হয়েছে, আমি রাস্তায় নেমেছি।

দঙ্গল ২

নিয়ে কি আমির খান ভাবনাচিন্তা করছেন? কুস্তিগির ভিনেশ ফোগতকে প্যারিস অলিম্পিকে পারফর্ম করার জন্য তিনি শুভেচ্ছা জানাতে ভিডিও কল করেছেন। এতে দেখা যাচ্ছে, অভিভূত ভিনেশ এবং প্রাক্তন কুস্তিগীর কৃপা শংকরকে, তিনি দঙ্গল-এ অভিনেতাদের মেন্টর ছিলেন। ছবি ভাইরাল হতেই নেটমহলের দঙ্গল ২ নিয়ে চর্চা শুরু।

অজয়ের সঙ্গে সঞ্জয়

সন অফ সর্দার ২-এ আসছেন সঞ্জয় দত্ত। ভিসা সমস্যার জন্য তিনি ছবির ইউ কে-র শুটিং শিডিউলে থাকতে পারেননি। তাই শোনা গিয়েছিল তিনি ছবি থেকেই বাদ পড়েছেন। আসলে তা নয়। জানা গিয়েছে, ২০১২ সালের হিট ছবি সন অফ সর্দার-এর

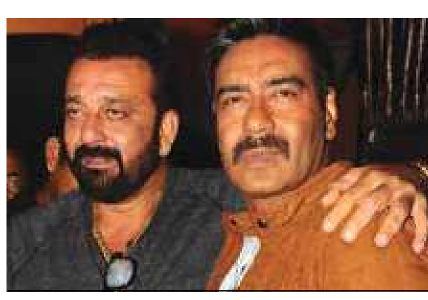

এই সিক্যুয়েলের চলতি বছরের অক্টেবর মাসের পাঞ্জাব-শিডিউলে সঞ্জয় টিমের সঙ্গে যোগ দেবেন।

ছবির নায়ক এবং প্রযোজক অজয় দেবগণ। তাঁর ও সঞ্জয়ের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব। ফলে দুজনের ছবিতে থাকা নিয়ে আলোচনাও ক্রমশ বাড়ছে। একটি সর্বভারতীয় সংবাদসংস্থার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ছবিটি একেবারে প্রথম ছবির দ্বিতীয় ভাগ নয়। সঞ্জয়ের চরিত্র ভাসোলি ভাই মানে সেই ডন, একেবারে হুবহু আগেরটির মতো নয়, তবে প্রথমটির সঙ্গে মিল আছে। এখানেও পাঞ্জাবি ডনের সঙ্গে বিহারির গ্যাং ওয়ারও দেখা যাবে। দেখা যাবে, দারুণ শক্তিশালী অ্যাকশন দৃশ্যও। ছবিতে মৃণাল ঠাকুর, বিন্দু দারা সিং, চাংকি পাণ্ডে প্রমুখ আছেন। ছবিতে বিজয় রাজের চরিত্রটি সঞ্জয় মিশ্রের কাছে গিয়েছে। আপাতত ছবির শুটিং চলছে ইউ কে-তে।

সলমনের সঙ্গে কমল হাসান

সলমন খান দক্ষিণী পরিচালক অ্যাটলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে দুর্ধর্ষ একটি অ্যাকশন ছবি করবেন, এটা পুরোনো খবর। এখন জানা গিয়েছে, কমল হাসান নাকি ছবিতে থাকবেন দ্বিতীয় নায়ক হিসেবে। চিত্রনাট্যও তৈরি হয়ে গিয়েছে। অ্যাটলি অপেক্ষা করছেন কমলের সম্মতির জন্য। তারপরই প্রি-প্রোডাকশন শুরু হবে অক্টোবর মাসে। এ আর মুরুগাদোসের ছবি সিকান্দর এবং বরুণ ধাওয়ানের বেবি জন-এ একটি ক্যামেওর শুটিং শেষ করেই সলমন অ্যাটলির ছবি শুরু করবেন। অন্য দিকে কমলও মণিরত্নমের থাগ লাইফ ও শংকরের ইন্ডিয়ান ২-এর শুটিং শেষ অ্যাটলির টিমে আসবেন।

মুসলিম ছিনতাইকারী, সিরিজে এসে হিন্দু হয়ে গেল? তুমুল বিক্ষোভ

নেটফ্লিক্সের কন্টেন্ট প্রধানকে ডেকে পাঠাল কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। আর এই ডেকে পাঠানো নিয়ে তুমুল জলঘোলা শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু কেন? কী করেছেন তিনি?

সদ্য মুক্তি পাওয়া ওয়েব সিরিজ 'কান্দাহার হাইজ্যাক' নিয়ে মহা মুশকিলে পড়েছে নেটফ্লিক্স। এই সিরিজের দুই ছিনতাইকারীর নাম রাখা হয়েছে 'ভোলা' ও 'শঙ্কর'। আর তা নিয়েই বিতর্কের ঝড় বইছে।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৯ সালে নেপালে কাঠমান্ডু থেকে আসা ভারতীয় বিমানকে হাইজ্যাক করেছিল সন্ত্রাসবাদীরা। পরিবর্তে কিছু জঙ্গীর নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করা হয়েছিল। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে অনুভব সিনহার ওয়েব সিরিজ 'আইসি ৮১৪: দ্য কান্দাহার হাইজ্যাক'।

বাস্তবে বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনায় পাঁচ ছিনতাইকারীর নাম ছিল ইব্রাহিম আতহার, শহিদ আখতার সাঈদ, সানি আহমেদ কাজী, জহুর মিস্ত্রি এবং শাকির, যারা পাকিস্তানভিত্তিক সন্ত্রাসী সংগঠনের সদস্য ছিল।

ওয়েব সিরিজে সন্ত্রাসীদের নিজেদের 'ভোলা' এবং 'শঙ্কর' হিসেবে পরিচয় দিতে দেখা যায় এবং একজন নিজেকে 'বার্গার' বলেও পরিচয় দেয়। আর এরপরই পরিচালক অনুভব সিনহার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন দর্শক। অনেকেরই অভিযোগ, 'অনুভব সিনহা কেন তথ্য বিকৃত করছেন?' 'সন্ত্রাসবাদীরা মুসলিম, সন্ত্রাসের যদি কোনও ধর্ম না হবে, তাহলে মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের নাম বদলে কেন বদলে ভোলা, শঙ্কর রাখা হবে!'

এক নেটিজেন লেখেন, 'সিনেমাতে এই ভাবেই হোয়াইটওয়াশিং করা হয়।' কেউ লিখেছেন, 'অপহরণকারীদের 'শঙ্কর' এবং 'ভোলা' নামকরণের জন্য অনুভব সিনহার লজ্জা পাওয়া দরকার! খবর অনুযায়ী, সমস্ত ছিনতাইকারীরা ছিল মুসলিম।' তবে অন্য এক নেটিজেন অবশ্য উল্লেখ করেছেন যে, 'অপারেশনের সময় ছিনতাইকারীরা 'ভোলা' এবং 'শঙ্কর' শব্দ দুটি সাংকেতিক নাম হিসেবে ব্যবহার করেছিল। তবে এই বিষয়টা সিরিজে আরও পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল।'

কাঞ্চনকে ঘিরে বিনোদন জগতে নিন্দার ঝড়

ঋদ্ধি সেন

কাঞ্চন মল্লিককে নিয়ে বিনোদন এবং সোশ্যাল মিডিয়া জগতে আবারও তুমুল জলঘোলা শুরু হয়েছে। নিজের দলের তরফ থেকে আরজি কর কাণ্ডের বিচারের দাবিতে ধর্না মিছিল থেকে আন্দোলনরত ডাক্তারদের নামে সমালোচনা করেন কাঞ্চন মল্লিক। এমনকী আন্দোলনরত তারকাদেরও সরকারি পুরস্কার প্রত্যার্পণের কথা বলেন তিনি।

কাঞ্চন মল্লিকের বক্তব্যের প্রবল সমালোচনা করেছেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী। তাঁর একদা বন্ধু কাঞ্চনকে যে তিনি 'ত্যাগ' করছেন, সে কথাও স্পষ্টভাবে লেখেন সুদীপ্তা। এবার কাঞ্চনের সমালোচনায় মুখর হলেন ঋদ্ধি সেন। ঋদ্ধি লিখেছেন, 'যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরকারকে প্রশ্ন করতে গেলে, সরকারি মাইনে ফেরত দিয়ে করতে হয়, তাহলে সেই একই নিয়মে কাঞ্চন মল্লিকের বাজে বকার জন্য বিধায়ক-সহ যে কোনও রাজনৈতিক পদ ফেরত দিয়ে অবিলম্বে স্কুলে ফেরত চলে যাওয়া উচিত। ভারতীয় সংবিধান না জেনে রাজনীতি করা তো দূরের কথা, ঠিক করে মোসাহেবিও করা যায় না। আপনাদের মতো কিছু লোকের ভোট চাওয়ার জন্য 'মানুষের পাশে থাকব' বলা আর অঙ্ক টুকে পাশ করার চেষ্টা একই জিনিস। দুটোর পরিণতি একই, ইংরেজিতে বলে 'fail' আর বাংলায় 'ভুল'।'

ঋদ্ধি স্পষ্ট বলেছেন, 'মানুষের পাশে থাকতে গেলে মানুষের অধিকারটা জানতে হয়। আপনি আসলে কোনও দিনই মানুষের পাশে ছিলেন না, আপনি টাকার পাশে ছিলেন।'

কাঞ্চন মল্লিক

কোথায় টাস্ক ফোর্স

বাজার চড়ছে

শিলিগুড়ির বাজারে ব্যবসায়ীরা আরজি করের হাওয়া বুঝে বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। তাঁরা বুঝেছেন এখন লাগাম টানার কেউ নেই। তাই সারা বাংলায় রসুন ২৩০-২৪০ টাকা কেজি দাম হলেও এই শহরে তার দাম ৪০০ টাকা। একটু কম হলেও পেঁয়াজ, কাঁচা লংকার দামও চড়েছে। কিন্তু কেন, তার কোনও কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আলোকপাত করলেন সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : 'দাদা, আগে পেঁয়াজ-রসুন কিনতে যেও না, তাহলে মাংস কেনার টাকা থাকবে না।'-ফুলেশ্বরী বাজারে এক ব্যক্তির এমন সরস মন্তব্য কানে গেলেও, তাকে তেমন আমল দেননি অনেকেই। হেঁয়ালি মনে করে উড়িয়ে দিয়েছেন প্রত্যেকেই। কিন্তু মাংসের সঙ্গে তার প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে গিয়ে সরস মন্তব্যের গভীরতা টের পেয়েছেন সকলেই।

ফুলেশ্বরী থেকে চম্পাসারি, বিধাননগর থেকে শান্তিনগর- শহরের প্রতিটি বাজারেই মাংসের থেকে মাংস রান্নার আনুষঙ্গিক জিনিসের খরচ বেশি। এই খরচ বেশির পিছনে রয়েছে আদা, রসুনের মতো প্রয়োজনীয় জিনিসের হঠাৎই মর্যাদা বৃদ্ধি।

বেশ কিছুদিন ধরেই পেঁয়াজ কেজি প্রতি ৬০ টাকায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোনও কোনও বাজারে আবার ৬৫-৭০ টাকা। ঝাল হোক বা না হোক, কাঁচা লংকা ২৫০ গ্রাম ৪০ টাকা। কিন্তু গত দু'-তিনদিনে নিজের যোগ্যতা বাড়িয়ে ২০০ থেকে ২৪০ টাকায় (প্রতি কেজি) পৌঁছে গিয়েছে আদা। অলিম্পিকে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে যেমন রেকর্ড ভাঙাগড়ার খেলা চলে, তেমনই যেন বাজারে একলাফে নতুন নজির গড়েছে রসুন। বাজারে নিজেকে কুলীন প্রতিষ্ঠা করে একলাফে ৩০০ থেকে ৪০০ টাকার ঘরে ঝাঁপ দিয়েছে।

সেখানে গোটা মুরগি (ব্রয়লার কেজি প্রতি) আটকে আছে ১৪০-১৫০ এর ঘরেই। তাই তো রসিকতা করে দেশবন্ধুপাড়ার পার্থ দাস বললেন, 'মুরগি আর এই বাজারে জাত চেনাতে পারল না। লাস্ট বেঞ্চের স্টুডেন্ট হয়ে থেকে গেল।' অবশ্য মুরগির দাম বাড়লে যে মাংস খাওয়ার ইচ্ছেটা শিকেয় তুলে রাখতে হত, তাও তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

প্রচার চলছে

নাসিকে প্রবল বন্যার জন্য পেঁয়াজের দাম বেড়ে গিয়েছে। প্রতি বছর এ সময় এমন হয়। পুজোর পর দাম কমে যাবে।

প্রকৃত তথ্য

এ বছর নাসিকে ভরা বর্ষাতেও বন্যা হয়নি। এখন প্রবল বৃষ্টি হলেও তার প্রভাব চলতি বাজারে পড়ার কথা নয়। এখন বাজারে যে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে, তা স্টকের।

একনজরে

- বেশ কিছুদিন ধরেই পেঁয়াজ কেজি প্রতি ৬০ টাকায় দাঁড়িয়ে, কোনও কোনও বাজারে তার দাম আবার ৬৫-৭০ টাকা
- কাঁচা লংকা ২৫০ গ্রাম ৪০ টাকা, আদা কেজি ২০০- ২৪০ টাকা
- রসুন একলাফে উঠেছে ৩০০ থেকে ৪০০ টাকার ঘরে

কিন্তু আদা, পেঁয়াজ, রসুনের এমন মূল্যবৃদ্ধি কেন? নানা ব্যবসায়ীর নানা মত। শান্তিনগর বৌবাজারের যতীন পাল বলছেন, 'নাসিকে প্রবল বন্যার জন্য পেঁয়াজের দাম বেড়ে গিয়েছে। প্রতি বছরই এ সময়টা এমন হয়। পুজোর পর দাম কমে যাবে।' খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, এ বছর নাসিকে ভরা বর্ষাতেও বন্যা হয়নি। এখন প্রবল বৃষ্টি হলেও তার প্রভাব চলতি বাজারে পড়ার কথা নয়। কেননা, এখন বাজারে যে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে, তা স্টকের।

প্রতি বছরের ভাঙা রেকর্ড এবছরও বাজছে। আদার মূল্যবৃদ্ধির কারণ হিসেবে বিধান মার্কেটের নান্টু কুণ্ডুর বক্তব্য অবশ্য কিছুটা যুক্তিগ্রাহ্য। তিনি বলছেন, 'সিকিম এবং কালিম্পং থেকে এখানে আদা আসে। রাস্তা খারাপ থাকায় গাড়ি ভাড়া বেশি পড়ছে বলে পাইকারি বাজারেও দাম বেড়েছে। আমাদেরও দাম বেশি নিতে হচ্ছে।' রসুনের দাম বেড়ে যাওয়া নিয়ে যুক্তিসংগত তেমন বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ বলছেন, আড়তে দাম বেড়েছে, কেউ কেউ আবার মনে করেন জোগান কম।

এমন বাজারে লাগাম পড়বে কবে? কেউ জানে না। কিছুদিন আগেই সবজির মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে তোপ দেগেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্নিশর্মা হতেই জেলায় জেলায় হঠাৎই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল টাস্ক ফোর্স। তাতে কিছুটা দাম নিয়ন্ত্রণে এসেছিল। কিন্তু এখন আবার নিষ্ক্রিয় ফোর্স। ফলে যেমন খুশি দাম নেওয়া হচ্ছে।

সুভাষপল্লির বাজারে থাকা অরবিন্দপল্লির তাপস বেরা বললেন, 'সত্যি বলতে এখন বাজারে আসতেই ভয় করে। পুজোর আগে পকেট ফাঁকা হওয়ার অবস্থা।' প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ভারতনগরের মনোজ পাল বলেন, 'টাস্ক ফোর্সের ধারাবাহিক অভিযান কোথায়? মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাই লোকদেখানো হলেও কিছুটা হয়েছে।' পাশে থাকা জ্যোতির্ময় ঘোষের কটাক্ষ, 'এখন আরজি করের বাইরে কার কোনদিকে নজর আছে বলুন তো!'

কৃষি বিপণন দপ্তরের এক আধিকারিকের অবশ্য দাবি, বাজারে নজর রয়েছে।

শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে জমা জলে খুদেদের খেলা। সোমবার সূত্রধরের ক্যামেরায়।

বেনোজল ঢুকে পড়েছে, মত প্রবীণদের

হাতাহাতিতে জড়ালেন শহরের আইনজীবীরা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : আইন নিয়ে যাঁদের কারবার। তাঁরাই বারে বারে আইন নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছেন। শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত চত্বরে আবারও মারামারির ঘটনায় জড়িয়ে পরলেন আইনজীবীদের দু'পক্ষ। ঘটনার জেরে সোমবার আদালত চত্বরে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়। এমন পরিস্থিতিতে আদালতে কাজের পরিবেশ ও আইনজীবীদের একাংশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। মারামারির ঘটনায় শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে সাতজন আইনজীবীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। বার অ্যাসোসিয়শনের প্রবীণ আইনজীবীরা ঘটনার সমালোচনায় সরব হয়েছেন। তাঁদের কথায়, ওকালতির পেশায় বেনোজল ঢুকে পড়েছে। এতে ওকালতির পেশার সম্মান ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

শিলিগুড়ির বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে দু'হাজারের বেশি। এভাবে আইনজীবীদের মধ্যে বিবাদের ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বারের অভিভাবকত্ব জরুরি বলে জানিয়েছেন শিলিগুড়ির প্রবীণ আইনজীবী মিলন সরকার। তিনি বলেন, 'মতামতের সহিষ্ণুতা রাখতে হবে। সহিষ্ণুতা না থাকায় ঘটনাগুলি রাগারাগির জায়গায় চলে যাচ্ছে। বার অ্যাসোসিয়েশন শুধু সদস্য সংখ্যার দিক থেকে বড় হচ্ছে।'

> **মতামতের সহিষ্ণুতা রাখতে হবে। সহিষ্ণুতা না থাকায় ঘটনাগুলি রাগারাগির জায়গায় চলে যাচ্ছে। বার অ্যাসোসিয়েশন শুধু সদস্য সংখ্যার দিক থেকে বড় হচ্ছে।**
>
> **-মিলন সরকার**
> শিলিগুড়ির প্রবীণ আইনজীবী

জানা গিয়েছে, একটি মামলা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আইনজীবীদের দু'পক্ষের মধ্যে কয়েকদিন ধরে বিবাদ চলছিল। যা নিয়ে দু'পক্ষ নিজেদের মধ্যে আগেও হাতাহাতিতে জড়িয়েছিল। সেই বিষয়টি নিয়েই এদিন একপক্ষ বার অ্যাসোসিয়েশনের দ্বারস্থ হয়েছিল। অভিযোগ, সেই সময়ই অপরপক্ষের আইনজীবীরা সেখানে গিয়ে আগে থেকে উপস্থিত হওয়া আইনজীবীদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, সম্পাদক সহ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সামনেই দু'পক্ষ হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। অন্য আইনজীবীরা ছুটে এসে দু'পক্ষকেই শান্ত করার চেষ্টা করেন। এরপরই বার অ্যাসোসিয়েশন বৈঠক করে সাতজনকে বরখাস্ত করে। যার মধ্যে ৫ জনকে ৩ মাসের জন্য ও ২ জনকে ১৫ দিনের বরখাস্ত করা হয়।

বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অলোক ধাড়া বলেন, 'পুরোটাই অ্যাসোসিয়েশনের অভ্যন্তরীণ বিষয়। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' আগেও আদালতে আত্মসমর্পণ করতে আসা অভিযুক্তদের সঙ্গে আইনজীবীদের একাংশের হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। সাধারণ মানুষের সামনে এমন ঘটনায় আদালতের সঙ্গে ওকালতি পেশারও সম্মানহানি হচ্ছে বলে মনে করছেন অনেকে।

আদালত চত্বরে একের পর এক এমন ঘটনায় ওকালতি পেশার সম্মান ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলেই জানিয়েছেন শিলিগুড়ি আদালতের আইনজীবী অত্রি শর্মা। তাঁর কথায়, 'আগে নতুন কোনও আইনজীবী এসে সিনিয়ার আইনজীবীর অধীনে থেকে মার্জিত উকিল হিসাবে পরিণত হতেন। কিন্তু এখন আর এমনটা হচ্ছে না। এখন যাঁরা ওকালতির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন তাঁদের একটি অংশ আইনের পেশাকে লোভনীয় ব্যবসা হিসাবে দেখছে। কোনওরকমে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আইনের ডিগ্রি নিয়ে ওকালতির পেশায় যুক্ত হওয়ায় আইন নিয়ে কাজের গরিমা হারিয়ে যাচ্ছে। যা সত্যিই দুর্গাভ্যিজনক।'

ভুয়ো আধারে জীবনবিমা

শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : জাল আধার কার্ড ব্যবহার করে ভুয়ো নাগরিক পরিচয়পত্র তৈরি বা সাইবার অপরাধের মতো অনেক কিছুই ইদানীংকালে সামনে এসেছে। এবারে জীবনবিমার জন্য জাল আধার কার্ড ব্যবহারের অভিযোগ সামনে এল। এমনটাই জানিয়ে ভক্তিনগর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগ, এক ব্যক্তি ওই বিমা করার এক মাসের মধ্যেই মারা যান। এরপর তাঁর ছেলে বিমার টাকা দাবি করলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখতে গেলে আধার কার্ড সংক্রান্ত কারচুপির বিষয়টি তাদের সামনে প্রকট হয়।

সংস্থার অভিযোগ, বিমা করার সময় যে আধার কার্ড জমা দেওয়া হয়েছিল, তাতে ব্যবহার করা ছবির সঙ্গে যাঁর নামে বিমা করা হয়েছিল, সেই ব্যক্তির কোনও মিলই নেই। মৃত ব্যক্তির ছেলে যে ছবি দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে বিমার নথিতে ব্যবহার করা ছবির কোনও মিল পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে অভিযোগপত্রে ওই বিমা সংস্থার অ্যাসোসিয়েট রিজিওনাল ম্যানেজার আশিস দাস লিখেছেন, 'গোটা দেশজুড়েই এভাবে ভুয়ো আধার কার্ড, প্যান কার্ডের ব্যবহার করে বিভিন্ন বিমা সংস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা চলছে।'

পুলিশ সূত্রে খবর, মার্চের ১৭ তারিখ এক ব্যক্তি তাঁর বাবার মৃত্যুর কথা জানিয়ে বিমার টাকা দাবি করেন। ১০ জানুয়ারি তাঁর বাবা মারা যান বলে তিনি জানান। মৃত্যুর কারণ হিসেবে 'কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট'-এর কথা উল্লেখ করা হয়। 'ক্লেম'-এর ওই আবেদনের ভিত্তিতে প্রক্রিয়া শুরু করতে গিয়ে ওই বিমা সংস্থার নজরে আসে, যিনি মারা গিয়েছেন তিনি তাঁর মৃত্যুর ঠিক এক মাস আগে অর্থাৎ ২০২৩ সালের ১০ ডিসেম্বর ব্যক্তি বিমার জন্য আবেদন করেছিলেন। ১৩ ডিসেম্বর বিমাটি চালু হয়। পরে যাবতীয় প্রক্রিয়া চালাতে গিয়ে বিমা সংস্থা জাল আধার কার্ডের বিষয়টি টের পায়। জানা যায়, ফর্ম ফিলআপের সময় বাৎসরিক আয় আড়াই লক্ষ বলা হলেও পেশায় শ্রমিক ওই ব্যক্তির বাৎসরিক আয় মাত্র ৫০ হাজার টাকা ছিল। সংস্থা এখন ভুয়ো আধার কার্ড ব্যবহারের অভিযোগ তুললেও বিমা করার সময় কেন তারা সমস্ত তথ্য যাচাই করল না সেই প্রশ্নও জোরালো হয়েছে। অন্যদিকে, বিমা কার্যকর হওয়ার এক মাসের মধ্যেই কীভাবে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হল সেটাও পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

স্মার্ট মিটারের বিরোধিতা

শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : অল বেঙ্গল ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশনের দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে স্মার্ট মিটার লাগানোর প্রতিবাদ জানানো হল। সোমবার হাসমি চকে সংগঠনের সদস্যরা অবস্থান বিক্ষোভ করেন। এদিনের কর্মসূচিতে তাঁরা আরজি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনারও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। উপস্থিত ছিলেন কমিটির সদস্য শ্যামল সিনহা সহ অন্যরা।

বদলি রুখতে ডেপুটেশন

শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : টি বোর্ডের ডেভেলপমেন্ট অফিসার তন্ময় দে'র বদলি রুখতে গণ ডেপুটেশন দিলেন ক্ষুদ্র চা চাষিরা। সোমবার টি বোর্ডের এক আধিকারিকের কাছে তাঁরা স্মারকলিপি দেন। এদিন প্রায় পাঁচশোজন চা চাষি কর্মসূচিতে শামিল হন।

পরকীয়ার জেরে আত্মহত্যা

ভিডিওবার্তায় নয়া মোড়

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরে ব্ল্যাকমেলিং। পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি। দুই লক্ষ টাকা দিলেও বাকি টাকা না দিয়ে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত। একটি আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এমনই একটি ভিডিও মৃতের পরিবার ও পুলিশের হাতে এসেছে। ভিডিও সামনে আসতেই ভিডিওতে বলা একাধিক নামের বিরুদ্ধে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে ওই মৃতের পরিবার। এদিকে, ভিডিও হাতে পাওয়ার পরেই অভিযুক্ত মহিলার বাড়িতে আক্রমণ করতে যায় মৃতের ছেলে। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্য মৃতের ছেলের বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের করেছে অভিযুক্তের পরিবার।

৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যাচক্র কলোনির বাসিন্দা ছিলেন পার্থ সরকার। রবিবার সকালে পার্থের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় বাড়ি থেকেই। হঠাৎ করেই পার্থের এই ঝুলন্ত দেহ দেখে অবাক হয়ে যান তাঁর পরিবারের সদস্যরা। খবর দেওয়া হয় ভক্তিনগর থানার পুলিশকেও। যদিও এরপরই পার্থের মোবাইলে থাকা দুটি ভিডিও সবকিছু ওলট-পালট করে দেয়। পুলিশ মোবাইল খতিয়ে দেখতেই নজরে পায়, ভিডিওতে পার্থ বেশ কিছু কথা বলছেন, প্রথমটা দুই মিনিট তিরিশ সেকেন্ডের। পরেরটা দুই মিনিট পনেরো সেকেন্ডের।

ভিডিওতে পার্থকে বলতে শোনা যায়, 'আমার স্ত্রী খুব ভালো। আমি আত্মহত্যা করছি, তাতে ওর কোনও দোষ নেই। আমি আসলে একটা ঝামেলার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম।' এরপর তিনি এক মহিলা ও এক পুরুষের নাম নিয়ে বলেন, 'ওরা আমার কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্ল্যাকমেলিং করছিল, আমি দুই লক্ষ টাকা দিয়ে দিয়েছিলাম। আর আমি কেন টাকা দেব? আমি নিজেকে শেষ করে ফেলব।'

আরেকটি ভিডিও-তে তিনি আরও পরিষ্কার করে জানান, প্রথম ভিডিওতে নাম নেওয়া মহিলার সঙ্গে তিনি ভালোবাসার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এমনকি শারীরিক সম্পর্কও হয়। এরপরই ওই মহিলার পরিবারের তরফে ধর্ষণের কথা বলে পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়।

এদিকে, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়ার কারণে দশদিন ধরে পার্থের স্ত্রী তাঁদের সন্তানকে নিয়ে আলাদা থাকছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে পার্থ ফোন করে স্ত্রীকে জানান, কিছু টাকা তিনি ঘরে রেখেছেন। রবিবার সকালে এসে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এরপর সকালে পার্থের স্ত্রী দরজা খুলতেই দেখতে পান, পার্থ ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছেন। প্রসঙ্গত দরজা ভেতর থেকেই খোলা ছিল। গোটা ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

সরকারি কর্মচারীদের প্রতিবাদ কর্মসূচি

শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : আরজি করের ঘটনার দ্রুত বিচারের দাবিতে ধর্না ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের দার্জিলিং (সমতল) জেলা কমিটি। সোমবার শিলিগুড়ি শহর ও মহকুমার প্রতিটি ব্লকের সরকারি অফিসগুলিতে বেলা দেড়টা থেকে বেলা ২টো পর্যন্ত এই কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে ধর্ষণ ও ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় আইন পরিবর্তনের দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির বাংলা বিরোধী চক্রান্তের প্রতিবাদ জানানো হয়। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের সামনে আয়োজিত কর্মসূচিতে একাধিক জায়গায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভানেত্রী বন্দনা বাগচী, কার্যনির্বাহী সভাপতি অ্যান্টনি ডি রোজারিও, জেলা সম্পাদক সরোজিৎ পাল, সহ সভানেত্রী কৃষ্ণা কর সহ ফেডারেশনের জেলা ও ব্লকের নেতৃবৃন্দ।

ফের পথের ডাক কাল

শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : ফের রাস্তায় নামার ডাক দিল 'লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার'। এর আগে একাধিকবার তারা আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে পথে নেমেছে। ৪ সেপ্টেম্বর দুপুর ৩টায় এয়ারভিউ মোড়ে জমায়েত করবেন সংগঠনের সদস্যরা। গান ও স্লোগানের মধ্য দিয়ে নির্যাতিতার জন্য বিচারের দাবি জানাবেন তাঁরা। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে এই কর্মসূচির কথা জানানো হয় সংগঠনের তরফে। সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সুগন্ধা বিশ্বাস, দেবাদৃতা সাহা, দীপ বিশ্বাস প্রমুখ।

ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : সোমবার আমবাড়িতে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক রেলকর্মীর। মৃতের নাম সৌরভ মিত্র। গ্যাংম্যান হিসেবে আমবাড়িতে কর্মরত ছিলেন। ডিউটিতে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

নাট্যচর্চায় নজর কাড়ছে পড়ুয়ারা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : বিজ্ঞানভিত্তিক নাটকে রাজ্য স্তরে অংশগ্রহণের সুযোগ পেল বাণীমন্দির রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। রাজ্য স্তরে নাটকে অংশগ্রহণের জন্য জোরকদমে স্কুলে নাটকের প্রশিক্ষণ চলছে। পড়ুয়াদের এই সাফল্যে খুশি স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকারা। ছাত্রছাত্রীদের অনেকেরই নাটক শেখার প্রতি আগ্রহ রয়েছে। সেজন্য আগ্রহী পড়ুয়াদের নিয়ে স্কুলে নাটকের ক্লাসও করানো হয়।

কখনও জেলা স্তরে, কখনও স্কুল স্তরে আবার কখনও রাজ্য স্তরে নাটকে প্রশংসা কুড়োচ্ছে পড়ুয়ারা। বিগত তিন-চার বছরে স্কুলের পড়ুয়াদের মধ্যে নাট্যচর্চার আগ্রহ বেড়েছে অনেকটাই। স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকাদের কয়েকজনের এই নাট্যচর্চার প্রতি আগ্রহ থাকায় স্কুলে নাটক শিখতে পারে পড়ুয়ারা। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রের তরফে জেলা স্তরে বিজ্ঞানভিত্তিক নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে এই স্কুলের পড়ুয়ারা। ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতায় বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজিকাল মিউজিয়ামে রাজ্য স্তরে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

রাজ্য স্তরে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত বাণীমন্দিরের পড়ুয়ারা।

স্কুলে নাটক শেখা নিয়ে স্কুলের ছাত্রী জয়িতা মজুমদার বলেন, 'স্কুলে আমাদের নাটক শেখানো হয়। যার ফলে প্রতিযোগিতা ছাড়াও আমরা নাট্যচর্চার মধ্যে থাকি।'

স্কুলে যাতে নাটক নিয়ে পড়ুয়াদের মধ্যে আগ্রহ বাড়ে সেজন্য স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকারাও স্ক্রিপ্ট লেখা, অভিনয় শেখানো এসব কিছুর মাধ্যমে তাঁদের উৎসাহিত করে থাকেন। স্কুলের শিক্ষক অপূর্ণময় ঘোষ বলেন, 'স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নাটকের প্রতি আগ্রহ রয়েছে। তাই স্কুলে নাটক শেখানো হয়। আমরা চাই আরও ছাত্রছাত্রী যাতে নাটক শেখায় এগিয়ে আসে।' স্কুলে পড়ুয়াদের নাটক শেখাতে সাহায্য করেন শিক্ষক রমাপতি বীট।

এআই (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স) যেন সবকিছুতেই থাবা বসিয়েছে। তাই রাজ্য স্তরে নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে নাটকের বিষয় হিসেবে এআই-কেই বেছে নিয়েছে পড়ুয়ারা। রাজ্য স্তরের প্রস্তুতির পাশাপাশি ঋত্বিক নাট্যগোষ্ঠীর স্কুল নাটক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের প্রস্তুতিও নিচ্ছে তারা। তবে অন্য স্কুলগুলোতেও যাতে নাট্যচর্চা বাড়ে সেজন্য নাটকের সঙ্গে জড়িত কৌশিক সেন, অনির্বান রায়, সুমিত দত্ত বিভিন্ন স্কুলে নাট্য কর্মশালা করান। কৌশিক জানান, স্কুলে নাট্যচর্চার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য স্কুলের উদ্যোগ ও সেই স্কুলের পড়ুয়াদের নাটক শেখার আগ্রহ থাকা জরুরি। আমি এক বছর আগে শিলিগুড়ি নেতাজি হাইস্কুলে নাটকের কর্মশালা করিয়েছিলাম। এখন শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি সূর্য সেন মহাবিদ্যালয় এই স্কুল ও কলেজের নাটকের কর্মশালা করাচ্ছি।

তবে বাণীমন্দির রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষা কাকলি দাসের অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে থাকেন তা জানিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। এছাড়াও অভিনয় শেখানো থেকে স্ক্রিপ্ট লেখা, নাট্যব্যক্তিত্বদের এনে স্কুলে কর্মশালা করানোর উদ্যোগ নেওয়া হয় স্কুলের তরফে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি • বাগডোগরা • মাটিগাড়া

ফ্রিল্যান্স ফোটোগ্রাফার চাই

উল্লিখিত পদে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। ভালো মানের ডিজিটাল ক্যামেরা (ডিএসএলআর/মিররলেস) থাকা আবশ্যিক। প্রার্থীকে উল্লিখিত স্থানের বাসিন্দা হতে হবে। যোগ্য প্রার্থীরা ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এর মধ্যে নিজের তোলা পাঁচটি নমুনা ছবি সহ বায়োডেটা পিডিএফ ফর্ম্যাটে ই-মেল করুন।

সাবজেক্ট লাইনে লিখুন : ফ্রিল্যান্স ফোটোগ্রাফার

আবেদনপত্র মেল করুন এই ঠিকানায়

jobs.uttarbanga@gmail.com

আবেদনের শেষ তারিখ : ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

পদ্মের কর্মসূচিতে উলটো ছবি কোচবিহার ও শিলিগুড়িতে

নিশীথের কলার ধরে টানাটানি

চাঁদকুমার বড়াল

ধস্তাধস্তি। নিশীথকে ঘিরে ধরেছে পুলিশ। সোমবার কোচবিহারে।

কোচবিহার, ২ সেপ্টেম্বর : বিজেপির জেলা শাসকের দপ্তর অভিযানকে কেন্দ্র করে সোমবার কোচবিহারে রীতিমতো ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিজেপি নেতা-কর্মীরা যাতে জেলা শাসকের দপ্তরে না যেতে পারেন সেজন্য পুলিশ জলকামান ব্যবহার করে। কোচবিহার সাগরদিঘি চত্বরে টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটানো হয়। পদ্মকর্মীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে পালটা পাথর ছোড়েন।

পুলিশ তার মধ্যেই কোচবিহারের প্রাক্তন সাংসদ তথা প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কলার ধরে টেনেহিঁচড়ে তাঁকে পুলিশ সুপারের অফিসে নিয়ে যায়। পুলিশ সব মিলিয়ে বিজেপির ২২ জন নেতা-কর্মীকে আটক করে।

পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি চলার সময়ই নিশীথ বলেন, 'মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে। সে কারণেই পথে নেমেছি। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভয় পেয়েছেন। তাই তিনি পুলিশকে নিয়ে আন্দোলন দমাতে চাইছেন।'

তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষের অবশ্য বক্তব্য, 'বিজেপি আন্দোলনের নামে গুন্ডামি করতে এসেছিল। পুলিশ গুলি চালাক, এটাই ওরা চাইছিল। কিন্তু সেটা না হওয়ায় ওদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে।'

পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণগোপাল মিনা, ডিএসপি (সদর) চন্দন দাস সহ পুলিশের একাধিক আধিকারিক এদিন রাস্তায় ছিলেন। গ্রেপ্তারের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বেলা পৌনে ৪টা নাগাদ নিশীথকে পুলিশ সুপারের দপ্তর থেকে গাড়িতে করে পুলিশ লাইনে নিয়ে যাওয়া হয়। সাড়ে চার ঘণ্টা পর নিশীথ সহ বিজেপি নেতা-কর্মীদের ব্যক্তিগত জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়। ছাড়া পাওয়ার পর নিশীথ দলের জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে দাবি করেন পুলিশ এদিন যেনতেন প্রকারে তাঁদের আন্দোলন রোখার চেষ্টার পাশাপাশি তাঁকে খুনের চেষ্টা করেছিল।

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে ও মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে বিজেপি নেতা-কর্মীরা এদিন বেলা আড়াইটে নাগাদ দলের জেলা কার্যালয় থেকে মিছিল করে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে জমায়েত হন। নিশীথ মিছিলের প্রথম সারিতেই ছিলেন। বিধায়ক মালতী রাভা, বিধায়ক সুকুমার রায়, মিহির গোস্বামীরাও সেখানে ছিলেন। প্রায় হাজার দুয়েক কর্মী এদিন কর্মসূচিতে যোগ দেন। আন্দোলনকারীরা জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে পুলিশের প্রথম ব্যারিকেড ভেঙে ফেলেন। এরপর তাঁরা প্রায় ১৫ ফুট উঁচু বাঁশ ও লোহার ব্যারিকেড ভাঙতে যান। এই সময়ই তাঁদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে।

পরিস্থিতি হাতের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার উপক্রম হলে জলকামান ব্যবহার শুরু হয়। এতে বিজেপি নেতা-কর্মীরা কিছুটা ছত্রভঙ্গ হন। পুলিশের সঙ্গে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বাহিনীর ধস্তাধস্তি শুরু হয়। দু'পক্ষই মারমুখি হয়ে ওঠে। সেই সময়ই পুলিশ নিশীথকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকে। এভাবেই প্রায় ১০০ মিটার নিয়ে যাওয়ার পর নিরাপত্তারক্ষীরা নিশীথকে তাঁর গাড়িতে তুলতে যান। তবে তাঁদের সেই চেষ্টা অবশ্য শেষপর্যন্ত সফল হয়নি। পুলিশ নিশীথকে পুলিশ সুপারের অফিসে নিয়ে যায়।

এরপর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। বিজেপি কর্মীরা পাথর ছুড়তে থাকেন। এতে দুটি গাড়ির কাচ ভেঙে যায়। বেশ কয়েকজন পাথরের আঘাতে আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটানো হয়। ভয়ে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে দৌড়াতে থাকে। এই আন্দোলনের ফলে এদিন জেলা শাসকের দপ্তর, পুরসভা ও সরকারি নানা দপ্তরে কাজে আসা সাধারণ মানুষ হয়রানির শিকার হয়েছেন।

ব্যারিকেড ভাঙছেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। আটকানোর চেষ্টা পুলিশের। শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর

কুড়ি মিনিট বিক্ষোভেই ক্ষান্ত

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : জেলায় জেলায় পূর্বঘোষিত কর্মসূচি। অথচ সেখানে দেখা গেল না প্রথমসারির নেতা-জনপ্রতিনিধিদের। ফলে কোচবিহার-আলিপুরদুয়ারে ঘাম ঝরালেও শিলিগুড়িতে ঝাঁঝহীন থাকল বিজেপির মহকুমা শাসকের কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি। মাত্র ২০ মিনিট বিক্ষোভ দেখিয়েই ফিরতে হল পদ্ম কর্মীদের। তবু পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে কিছুটা হলেও দলের 'মান বাঁচিয়েছেন' মহিলা মোর্চার নেত্রীরা।

দিনকয়েক আগেও বিজেপির ডাকা ১২ ঘণ্টার বাংলা বনধে বিধায়ক শংকর ঘোষের নেতৃত্ব দাপট দেখিয়েছিল গেরুয়া শিবির। কিন্তু এদিন বিধায়কের অনুপস্থিতিতে অনেকটাই ঝিমিয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে দলীয় কর্মীদের। কর্মসূচিতে শিলিগুড়ির নেতারা ছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেই চেনা ছবি দেখা গেল কোথায়!

সোমবার দুপুর ২টা নাগাদ মিছিল করে এসে শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে বিজেপির নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান। দলের রাজ্য স্তরের নেতা রথীন বসু, সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল, নান্টু পাল, রাজু সাহারা এদিন শিলিগুড়িতে মিছিলের পুরোভাগে থাকা সত্ত্বেও বিরক্ত হতে দেখা গেল কর্মীদেরই অনেককে। এক নেতা মহিলা নেত্রীদের ব্যারিকেড ভাঙতে নিষেধ করতেই কয়েকজন তাঁর দিকে ঝাঁঝিয়ে উঠে বললেন, 'আমরা তাহলে এখানে কী করতে এসেছি? পুলিশকে মুখ দেখিয়ে চলে যাব বলে?' আরেকজন বললেন, 'শিলিগুড়ি থানায় যেদিন আন্দোলনে গিয়েছিলাম, আমাদের বলা হয়েছিল, থানার গেটটা যেন ছেড়ে বসি আমরা। কেন ছেড়ে বসব?'

প্রখর রোদে বিজেপির ডাকা শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি ঠেকাতে এদিন পুলিশ তৈরি ছিল। সহকারী পুলিশ কমিশনার দেবাশিস বসু, প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকারের নেতৃত্বে এদিন বিবেকানন্দ ভবনে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়ন করা হয়েছিল। মোতায়েন ছিল র‍্যাফও। প্রস্তুত ছিল জলকামান। কিন্তু বিজেপির 'দুর্বল' আন্দোলনে পুলিশকে এদিন তেমন গা ঘামাতেই হয়নি। শুধুমাত্র মহিলা নেত্রী অনিন্দিতা রায় দাসের নেতৃত্বে মহিলা মোর্চার নেতা-কর্মীরা পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার পাশাপাশি পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়ে।

দুর্বল কর্মসূচি

- পূর্বঘোষিত কর্মসূচি হলেও ছিলেন না শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর
- প্রথম থেকেই ঝাঁঝহীন দেখিয়েছে পদ্মের মহকুমা শাসকের কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি
- মহিলা মোর্চা কিছুটা মান বজায় রাখার চেষ্টা করেছে
- একটিমাত্র ব্যারিকেড ভেঙেই ফিরতে হয়েছে বিজেপি নেতা-কর্মীদের

কিন্তু একটি ব্যারিকেড ভাঙা হলেও পুলিশের পরের ব্যারিকেডগুলি অনেক চেষ্টা করেও ভাঙা সম্ভব হয়নি। অনিন্দিতার কথায়, 'আমরা আন্দোলন করতে গিয়েছিলাম। তাই আন্দোলন করেই এসেছি। আরজি করের ঘটনায় পুলিশমন্ত্রী যেখানে দোষীদের শাস্তির দাবিতে রাস্তায় নেমেছেন, আমাদের তাহলে পুলিশ বাধা দিচ্ছে কেন?'

এদিন বেলা দুটো নাগাদ মাল্লাগুড়িতে দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিল বের করে বিজেপি নেতা-কর্মীরা মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের দিকে এগোতে থাকেন। তবে বিজেপি কর্মীরা যাতে কোনওভাবেই মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের ভিতরে ঢুকতে না পারেন তার জন্য ব্যারিকেডের পাশাপাশি প্রচুর পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল। মিছিল মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে এলে পুলিশ বাধা দেয়।

এদিনের কর্মসূচি নিয়ে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলছেন, 'আমরা আরজি করের ঘটনায় শাস্তির দাবি নিয়ে যখনই আন্দোলন করছি তখন শাসকদলের গুন্ডা, মস্তানকে দিয়ে আমাদের আন্দোলনকে দমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু তৃণমূল কখনোই আমাদের আন্দোলন দমাতে পারবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যতদিন না পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরাতে পারব, ততদিন আমাদের আন্দোলন চলবে।'

অন্যদিকে, দার্জিলিংয়ে জেলা শাসকের কার্যালয়ের সামনেও এদিন ধর্না কর্মসূচি ছিল। সেখানে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি নেতা-কর্মীরা। কর্মসূচিটির নেতৃত্ব দেন বিজেপির জেলা সহ সভাপতি এলএম লামা।

অভীককে সাসপেন্ড টিএমসিপি'র

শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : অভীক দে-কে নিয়ে অবশেষে পদক্ষেপ করল পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। সংগঠন থেকে অভীককে সাসপেন্ড করল নেতৃত্ব। সংগঠনের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য প্রেসবিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, আরজি কর মেডিকেল কলেজের অকুস্থলে উপস্থিতি এবং পরবর্তী সময়ে যে সমস্ত অভিযোগ উঠেছে সেসব ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভীক দে-কে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

এদিকে, বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেও অভীকের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সোমবার কলেজ কাউন্সিলের বৈঠকে সর্বসম্মতিতে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। অভীক এর আগে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে রেডিওলজি বিভাগের চিকিৎসক ছিলেন। কিছুদিন আগে তাঁকে প্রভাব খাটিয়ে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে বদলি করা হয়।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সূত্রের খবর, অভীক সংগঠনের স্বাস্থ্য শাখার রাজ্য আহ্বায়ক ছিলেন। মূলত রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলির সংগঠন দেখভাল করার দায়িত্ব তাঁর হাতে ছিল। তবে, চিকিৎসক অভীক কীভাবে ছাত্র সংগঠনে থাকলেন, সেই প্রশ্ন উঠেছে।

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার পরেই অভীক সেখানে গিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। ওই ঘটনার পরে আরজি করে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার পাশেই অভীককে দেখা গিয়েছিল। অভিযোগ, যে সেমিনার কক্ষে ওই তরুণী চিকিৎসক খুন হন, সেখানেও পরদিন সকালে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্তা এবং পুলিশের পাশেই অভীককে দেখা গিয়েছিল। অভীককে ঘিরে একের পর এক ছবি, ভিডিও প্রকাশ্যে আসায় শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের উপরও চাপ বাড়ছিল। অবশেষে উত্তরবঙ্গ লবির প্রভাবশালী চিকিৎসক নেতাকে সাসপেন্ড করল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ।

শুধু তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য নেতা হিসাবে নয়, রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের দাপুটে নেতা হিসাবেও অভীক রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলিতে প্রভাব খাটান বলে অভিযোগ। তিনি উত্তরবঙ্গ লবির প্রভাবশালী এবং সোমবার গ্রেপ্তার হওয়া আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ-ঘনিষ্ঠ হিসাবেও পরিচিত।

বৃত্তের বাইরে

প্রথম পাতার পর

চেয়ে বিরক্তিই বেশি উৎপাদন করেছে বিজেপি। আগেকার ফর্মুলা ফেল করেছে তাদের। তারও পরে বাংলা বনধের তামাদি হয়ে যাওয়া ছকের পুনরাবৃত্তি মানুষকে দূরে সরিয়েছে আরও। এখন এখানে ওখানে মঞ্চ বেঁধে বসে 'বিচার চাই' স্লোগানকে বাংলাদেশের ধাঁচে 'দফা এক, দাবি এক, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ' স্লোগানে বদলে দেওয়ার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় ব্যস্ত তারা।

আগমার্কা বিপ্লবী দলটিও নানা কৌশলে এই অরাজনৈতিক আন্দোলনে ভিড়তে সচেষ্ট হলেও কলকে পায়নি। একেবারে শেষবেলায় নিয়মরক্ষার মিছিল হয়েছে কংগ্রেসেরও। নেতারা টেলিভিশনের পর্দায় বাজার গরম করা বিবেকের ভূমিকায়। সেখানকার বিতর্কে কামদুনি, হাঁসখালি বনাম হাথরস, মণিপুর বনাম বানতলা, ধানতলার চাপানউতোর। চিলচিৎকারে কান পাতা দায়। তবু হাজারো ভুয়ো খবর আর চ্যানেলগুলোর ভয়ংকর টিআরপি বাড়ানোর দৌড় এখনও পর্যন্ত লক্ষ্যচ্যুত হতে দেয়নি এই অদ্ভুত বিক্ষোভকে। এখনও পর্যন্ত কেউ হাইজ্যাক করতে পারেনি। এখনও তা অরাজনৈতিক। এখনও নেতৃত্বের দাবিদার কেউ নেই। সব রাজনৈতিক দল রিংয়ের বাইরে। মঞ্চ দখল করেছে নামহীন, পরিচয়হীন মানুষ।

এই প্রথম এমনটা দেখছে বাংলা। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের সময় দলহীন, বিশেষ কোনও আনুগত্যহীন মিছিল দেখেছে কলকাতা। কিন্তু সেই আন্দোলন হাইজ্যাক হয়ে গিয়েছিল। এবার টানা পঁচিশদিন চলছে এই নাগরিক প্রতিবাদ। বৃত্তের বাইরে বসে তা দেখতে হচ্ছে নেতাদের। শুধু ওই নির্মম হত্যা-ধর্ষণ নয়, তার সূত্রেই উঠে আসছে স্বাস্থ্য প্রশাসনের হাজার অন্যায়, অব্যবস্থার কথা। উঠে আসছে ডাক্তারবাবুদের নানা লবি আর তার পান্ডাদের নাম। মানুষ শেষ দেখে ছাড়ার কথা বলছেন। তাঁরা তাকিয়ে আছেন শীর্ষ আদালতের দিকে। কী করে তারা সবাই দেখতে চান। ইতিমধ্যেই সিবিআই দেরি করছে কেন, উঠছে সে প্রশ্নও। কেননা বিজেপি-তৃণমূল আঁতাত নিয়ে বাজারে অনেক কথা ছাড়া হয়েছে। সিবিআইয়ের তদন্ত চলছে কোন পথে সেদিকেও নজর থাকবে সকলের।

দুর্নীতির

প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যে শুধু জুনিয়ার ডাক্তাররা নন, বাংলার বিভিন্ন মহল সন্দীপের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করছিল।

এমনকি, ৩১ অগাস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্লোগান দেন, সন্দীপ ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না কেন, সিবিআই জবাব দাও। সিবিআই তদন্তের দীর্ঘসূত্রিতার অভিযোগে মানুষ ক্রমশ অধৈর্য হচ্ছিল। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাটির কার্যকারিতা, এমনকি কেন্দ্র ও রাজ্যের সেটিং ইত্যাদি চর্চা শুরু হচ্ছিল রাজনৈতিক মহল ও জনপরিসরে। শেষপর্যন্ত সন্দীপের গ্রেপ্তারে উল্লাসের প্রতিফলন দেখা গেল সোশ্যাল মিডিয়ায়।

সায়নের জামিনে সায় সুপ্রিম কোর্টের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : সায়ন লাহিড়ি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'এই ছাত্রনেতার জামিন মঞ্জুর হওয়াই উচিত।' আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রসমাজ'-এর আহ্বায়ক সায়ন লাহিড়ি। অভিযোগ, সায়নদের ডাকে নবান্ন অভিযান হিংসাত্মক রূপ নেয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে আহত হন ৪২ জন পুলিশকর্মী। এরপরই গ্রেপ্তার হন সায়ন। যদিও পরে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশে জামিন পান তিনি।

কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য সরকার। সোমবার রাজ্য সরকারের সেই আবেদন খারিজ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল রাখে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা তাঁর পর্যবেক্ষণে জানান, 'এই ছাত্রনেতার জামিন মঞ্জুর হওয়াই উচিত।'

এদিন রাজ্য সরকারের তরফে সওয়াল করতে গিয়ে আইনজীবী জয়দীপ গুপ্ত জানান, ২৭ অগাস্ট নবান্ন অভিযানে যেভাবে হিংসা ছড়ানো হয়েছে সেই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের স্বার্থেই তাঁরা সায়ন লাহিড়িকে হেপাজতে নিতে চাইছেন। আদালতের সামনে এদিন তিনি তুলে ধরেন, কীভাবে সায়নের ডাকে পরিচালিত নবান্ন অভিযান হিংসাত্মক হয়ে উঠেছিল এবং কীভাবে আন্দোলনকারীদের আক্রমণে আহত হন ৪২ জন পুলিশকর্মী। তারপরই বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা একের পর এক প্রশ্ন তোলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'রাজ্য সরকার কি সায়নের জামিন বাতিলের জন্যই সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে? কয়েকশো লোকের বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে কেন সায়নকেই গ্রেপ্তার করা হল?' উত্তরে জয়দীপ গুপ্ত জানান, যে তিনজন নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন তার মধ্যে সায়ন অন্যতম। তবে বিচারপতি পারদিওয়ালা পালটা জানতে চান, 'পুলিশের এফআইআর-এ কতজনের নাম আছে?' প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে তিনজনের নাম আছে বলে জানান রাজ্য সরকারের আইনজীবী। হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, সায়নের বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর দায়ের করতে গেলে হাইকোর্টের আগাম অনুমতি নিতে হবে, এই নির্দেশ খারিজ করার আর্জি জানায় রাজ্য। বিচারপতি পারদিওয়ালা জানতে চান, 'সায়ন লাহিড়ির পেশা কী? তিনি কি ডাক্তার?' সায়নের আইনজীবী সিদ্ধার্থ লুথরা জানান, সায়ন এমবিএ করা। ছাত্র আন্দোলনের অংশ হিসেবেই সায়ন নবান্ন অভিযানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। মামলাটি খারিজ করে শীর্ষ আদালত।

ধাক্কা রাজ্যের

নাজেহাল ডাক্তারও

প্রথম পাতার পর

প্রসূতি, অর্থোপেডিক সহ বিভিন্ন বিভাগের বাইরে রোগীদের লম্বা লাইন দেখা গিয়েছে। ভিড় এতটাই ছিল যে, সকাল সাড়ে ৯টা, ১০টায় লাইনে দাঁড়িয়ে দুপুর সাড়ে ১২টার পরও ডাক্তার দেখাতে পারেননি রোগীরা। অন্যদিকে, হুইলচেয়ার এবং স্ট্রেচারের অভাবে জরুরি বিভাগে বহু রোগীকে চ্যাংদোলা করে গাড়ি থেকে নামিয়ে আনতে দেখা যায়।

কাতারে কাতারে রোগী সামাল দিতে নাস্তানাবুদ সিনিয়ার ডাক্তাররাও। দু'একটি বিভাগে কিছু চিকিৎসক থাকলেও বেশিরভাগ বিভাগেই চিকিৎসক সংকট রয়েছে। ফলে জুনিয়ার ডাক্তারদের দিয়েই বহির্বিভাগ, অন্তর্বিভাগের পরিষেবা দেওয়া হত। জুনিয়াররা কর্মবিরতিতে যাওয়ায় রোগীর ভিড় সামাল দিতে নাজেহাল হচ্ছেন সিনিয়াররা।

পিএমআর বিভাগের প্রধান ডাঃ পার্থপ্রতিম পান বলেছেন, 'জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। কিন্তু প্রতিদিন প্রচুর রোগী বহির্বিভাগে আসছেন। আমরা তিনজন চিকিৎসক মিলে বিভাগ চালাচ্ছি। জরুরি প্রয়োজনেও কেউ ছুটি পাচ্ছি না। একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে বিভাগের পরিষেবা কী হবে? পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে অবিলম্বে অন্য জায়গা থেকে মেডিকেল অফিসার নিয়ে আসা উচিত।'

ভোটের জন্য

প্রথম পাতার পর

কিন্তু এখন তেমন রোগীর ভিড় চোখে পড়ে না।' আপনারা কি ডাক্তারবাবুকে এখন দেখতে পান? উত্তরে ওই ব্যবসায়ী বলেন, 'মাঝেমধ্যে ওঁর গাড়ি বের হয়। কিন্তু গাড়িতে উনি থাকেন নাকি শুধু ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে যান সেটা বলতে পারব না।' রোগী কম আসার প্রসঙ্গে সুশান্তর উক্তি, 'এক সময় প্রচুর দেখেছি। এখন মেডিকেল কাউন্সিলের কাজে প্রতি মাসের শুরুতেই ৭ থেকে ১০ দিন কলকাতায় থাকি। এরপর ফিরে এসে আশপাশের জেলাতেও কাউন্সিলের কাজে যেতে হয়। এসবের পর ওই সকালের দিকে কিছু রোগী আসেন, তাঁদের দেখি। আর আমাকে এলাকার লোক কম দেখেন কারণ আমি খুব প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে বের হই না।'

আরজি কর কাণ্ডে তাঁকে সিবিআই ডাকতে পারে এমনটা শোনা যাচ্ছে? সুশান্ত অবশ্য বলছেন, 'আবারও বলছি এগুলো ওই একটাই কারণে আমার ভাবমূর্তি খারাপ করা জন্য রটানো হচ্ছে।' আরজি কর কাণ্ডের পর উত্তরবঙ্গ লবির নেপথ্যে সুশান্ত রায়ের নাম উঠছে। সুশান্তর দাবি, উত্তরবঙ্গ লবি আছে বলে আমি কিছু জানি না। আর যদি থাকে সেক্ষেত্রে ডিএইচএস, ডিএমই, স্পেশাল সেক্রেটারি কি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ছাত্র? এঁরা কেউই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ছাত্র নন। আর যদি কেউ হয়েও থাকেন তাহলে খারাপ কাজটা কী হয়েছে বলে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। আরজি কর কাণ্ড নিয়ে সুশান্ত বলেন, 'বিষয়টি বিচারাধীন রয়েছে। তবে এটাই বলব, দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত হোক। দোষী শাস্তি পাক।'

ট্যাবের টাকা আপাতত নয়

কোচবিহার, ২ সেপ্টেম্বর : শিক্ষক দিবসে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ট্যাব কেনার টাকা দেওয়ার কথা ছিল। আপাতত তা দেওয়া হচ্ছে না। সোমবার রাজ্যের জেলাগুলির বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) এবং ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসারদের নিয়ে ভার্চুয়ালি বৈঠক করে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। বৈঠকে রাজ্যের তরফে সমগ্র শিক্ষা মিশনের স্টেট প্রোজেক্ট ডাইরেক্টর এবং কমিশনার অফ স্কুল এডুকেশন উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ঠিক হয় আগামী ৫ সেপ্টেম্বর পড়ুয়াদের ট্যাবের টাকা দেওয়া হবে না। জানা গিয়েছে, চলতি মাসের মধ্যে আর এই টাকা দেওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

জেলার খেলা

চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল

ট্রফি নিয়ে উল্লাস রয়্যাল ইউনাইটেড এফসি-র।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : সূর্যনগর বলাকা ক্লাবের ইন্দিরা গান্ধি মেমোরিয়াল অমৃতকুমার চৌধুরী উইনার্স, সবিতা রায় সরকার রানার্স ও জ্যোতি দত্ত ফেয়ার প্লে ট্রফি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল রয়্যাল ইউনাইটেড এফসি। রবিবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে এসটিএস ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথম সেমিফাইনালে সিসিএসই-কে হারিয়েছে রয়্যাল। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে লুনার সাউথ পোলের বিরুদ্ধে জয় পায় এসটিএস। ফাইনালের সেরা এসটিএসের হেম রায়। প্রতিযোগিতার সেরা রয়্যালের বাইচুং। চ্যাম্পিয়নরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। রানার্সদের ট্রফির সঙ্গে ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। ফেয়ার প্লে ট্রফির সঙ্গে ১০ হাজার টাকা পেয়েছে তুফানি সংঘ। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। পুরস্কার তুলে দেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ, পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, ২৩ নম্বর কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল, ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য বাবলু পাল, এআইসিসি-র সদস্য শংকর মালাকার, বলাকার সভাপতি রাজু দাস, সচিব দীপাঞ্জন রাহা, ট্রফি ডোনার বিনয়কুমার চৌধুরী, সুব্রত দত্ত, মুকেশ সরকার প্রমুখ।

হারল সূর্য সেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের দাজু সেন ট্রফি আন্তঃকলেজ ফুটবলে সোমবার ময়নাগুড়ি কলেজ ২-১ গোলে হারিয়ে দিয়েছে সূর্য সেন কলেজকে। ফালাকাটা কলেজের মাঠে ময়নাগুড়ির কনক রায় জোড়া গোল করেন। সূর্য সেনের গোলটি উজ্জ্বল শীলের। কার্সিয়াং কলেজ ১-০ গোলে বিবেকানন্দ কলেজের বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করেন শ্রাওয়ান প্রধান। ফালাকাটা কলেজ ৪-০ গোলে হারিয়েছে গরুবাথান কলেজকে। কল্যাণজিৎ রায় হ্যাটট্রিক করেন। অন্যটি রোহন কুজুরের। কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়ের কাছে ১-০ গোলে হেরেছে ঘোষপুকুর কলেজ। গোল করেন সুমিত সোরেন।

ধর্ষণ, খুনের বিরুদ্ধে অনলাইন মিটিংয়ে হুমকি

রায়গঞ্জ, ২ সেপ্টেম্বর : আরজি কর হাসপাতালের মর্মান্তিক ঘটনা শুধু নয়, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় চলেছে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি। এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে অনলাইন মিটিংয়ে বসেছিল রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিবাসী সমাজের ছাত্রছাত্রীরা। জানা গেছে, ৩১ অগাস্ট সন্ধেয় সেই মিটিংয়ে ঢুকে পড়ে কিছু বহিরাগত। এবং এমন মিটিং ভেস্তে দিতে ক্রমাগত হুমকি দিতে থাকে তারা। শাসাতেও শুরু করে।

কীভাবে বহিরাগতরা গুগল মিটে ঢুকল জানতে চাইলে অভিযোগকারী সুমিত বাস্কে বলেন, 'মিটিংয়ের লিংকে ৩০ জনের মতো আদিবাসী ভাইবোন যুক্ত হয়েছিলেন। মিটিংয়ের আগে সেই লিংক শেয়ার করা হয় বিভিন্ন গ্রুপে। আর আলোচনার বিষয় ছিল, আদিবাসী ভাইবোন সহ রাজ্যজুড়ে পরপর ঘটে চলা ধর্ষণ, হত্যা, শ্লীলতাহানির মতো ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলা। সেখানেই ঢুকে প্রকাশ্যে শাসাতে থাকে কিছু তরুণ। ভয় পেলেও আমরা মিটিং চালিয়ে যাই।'

আরেক অভিযোগকারী শিবশংকর সরেন বলেন, 'মিটিং শুরু হওয়ার ১০ মিনিটের মধ্যে ওদের হুমকি শুরু হয়। মিটিং বন্ধ করতে বলে তারা। তবুও আমরা মিটিং চালিয়ে যাই।

এরপর যখন ওরা লিংক হ্যাক করে পর্ণ ভিডিও চালিয়ে দেয়, তখন প্রাথমিকভাবে বহু ছাত্রছাত্রী ওই ভিডিও দেখে মিটিং ছেড়ে বেরিয়ে যায়। বিড়ম্বনায় পড়ে আমরাও মিটিং থেকে বেরিয়ে আসি। প্রতিবাদ আন্দোলনের আলোচনায় এমন শাসানিতে আমরা যথেষ্ট ভয় পেয়েছি।'

ভারত জাকাত সান্তার পাঠুয়ৌ গাওতা নামক ওই ছাত্র সংগঠনের উপদেষ্টা অধ্যাপক বাপি সরেন বলেন, 'এভাবে হুমকি দেওয়াটা একটা ঘৃণ্যতম অপরাধ। আমরা প্রতিবাদ আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়ার কথা ভাবতেই এমন অনভিপ্রেত পরিস্থিতির সৃষ্টি হল।'

বাড়ির চৌবাচ্চায় পলাশের ইলিশ চাষ

শুভজিৎ চৌধুরী

চার ফুট গভীর চৌবাচ্চায় ইলিশ মাছ চাষ করা হয়।

ইসলামপুর, ২ সেপ্টেম্বর : বাড়ির চৌবাচ্চায় মিষ্টিজলে পরীক্ষামূলকভাবে বাঙালির প্রিয় ইলিশ মাছ চাষ হচ্ছে। শুনতে অবাক লাগলেও ইসলামপুর ব্লকের শ্রীকৃষ্ণপুরের অনন্তনগর এলাকার বাসিন্দা পলাশচন্দ্র দাস বাস্তবে এমনটাই করে দেখিয়েছেন। বাড়ির আট ফুট লম্বা, পাঁচ ফুট চওড়া ও চার ফুট গভীর চৌবাচ্চায় তিনি ইলিশ মাছ চাষ করতে শুরু করেছেন।

এই ইলিশ মূলত মণিপুরি ইলিশ নামে পরিচিত। যা মিষ্টিজলে বড় হয়। এই ইলিশের স্বাদ এবং গন্ধ দিঘার ইলিশের মতো। যে ইলিশ সাধারণত সমুদ্রের নোনা জলে হওয়ার কথা তা উত্তরবঙ্গের পুকুর এবং বাড়ির চৌবাচ্চায় চাষ হচ্ছে। এই ইলিশে কাঁটার পরিমাণ কম বলে মাছচাষিরা জানিয়েছেন। পলাশ বলেন, 'গতবছর কোচবিহারে আমার এক বন্ধু তাঁর পুকুরে এই ইলিশ মাছ চাষ করেছিলেন। সেই ইলিশ এক বছরে প্রায় ১ কেজি ওজনের হয়েছিল। বন্ধুটি তার চাষ করা মিষ্টিজলের ইলিশ আমায় খাইয়েছিলেন।

স্বাদে-গন্ধে একদম ইলিশের মতোই ছিল। শুধু কাঁটার পরিমাণ কম ছিল। এরপর বাড়ির চৌবাচ্চাতে এই ইলিশ চাষের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত একটি প্রদর্শনীতে পলাশ তাঁর বাড়ির চৌবাচ্চায় জন্মানো এই ইলিশ মাছের পোনা নিয়ে গিয়েছিলেন।

সেখানে তিনি এই ইলিশের স্বাদ এবং গন্ধের বর্ণনা তুলে ধরেন। একের পর এক অভিনব চাষের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সেই প্রদর্শনীতে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে সম্মাননা দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে এই ইলিশ চাষে সফলতা এলে আগামীতে অনেক কম দামে সাধারণ মানুষ জ্যান্ত ইলিশের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন। পাশাপাশি বাজারে কোনও সময় ইলিশের ঘাটতি হবে না। পলাশ এর আগেও অনেক পরীক্ষামূলক চাষ করেছেন। তবে এবার বাড়িতে ইলিশ চাষ সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন।

পলাশের কথায়, 'এবছর ভুবনেশ্বর থেকে ১০০টি মিষ্টি জলের ইলিশের পোনা কিনে এনেছিলাম। এলাকার কয়েকজনকে চাষ করতে দিয়ে আমি মোট ৩২টি ইলিশ পোনা বাড়ির চৌবাচ্চায় পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করতে শুরু করি।

তার মধ্যে ১৬টি ইলিশ মারা গিয়েছে। কিন্তু বাকি পোনাগুলি ৪৫ দিনে প্রায় সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা হয়ে গিয়েছে।

আশা করি এক বছরের মধ্যে এগুলি অনেকটা বড় হয়ে যাবে। এবার সফল হলে আগামীতে বাঙালির ঘরে ঘরে ইলিশ পৌঁছে দিতে বেশি করে চাষ করব।

> গতবছর কোচবিহারে আমার এক বন্ধু তাঁর পুকুরে এই ইলিশ মাছ চাষ করেছিলেন। সেই ইলিশ এক বছরে প্রায় ১ কেজি ওজনের হয়েছিল। বন্ধুটি তার চাষ করা মিষ্টিজলের ইলিশ আমায় খাইয়েছিলেন। স্বাদে-গন্ধে একদম ইলিশের মতোই ছিল। শুধু কাঁটার পরিমাণ কম ছিল। এরপর বাড়ির চৌবাচ্চাতে এই ইলিশ চাষের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
>
> পলাশচন্দ্র দাস

খেলায় আজ

১৯৯০ : মহম্মদ সামির জন্মদিন। অভিষেককারী ভারতীয় পেস বোলার হিসেবে টেস্টে সবচেয়ে ভালো পরিসংখ্যান (১১৮/৯) রয়েছে তাঁর।

উত্তরের মুখ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দাজু সেন ট্রফি আন্তঃকলেজ ফুটবলে সোমবার কল্যাণজিৎ রায় হ্যাটট্রিক করেন। ম্যাচে তাঁর দল ফালাকাটা কলেজ ৪-০ গোলে গরুবাথান কলেজকে হারিয়েছে।

স্পোর্টস কুইজ

১. এবার টি২০ বিশ্বকাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দলে খেলা হারমিত সিং ভারতের হয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে খেলেছেন। সেই সময় তাঁর অধিনায়ক কে ছিলেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. রিভাল্ডো, ২. এমএল জয়সীমা, রবি শাস্ত্রী ও চেতেশ্বর পূজারা।

সঠিক উত্তরদাতারা

ডিআরবি বসাক, সবুজ উপাধ্যায়, ভাস্কর বসাক, পৌলোমী সাহা, নীলরতন হালদার, সমরেশ বিশ্বাস, নিবেদিতা হালদার, অমৃত হালদার, রুয়েল আলম, সুজন মহন্ত, অসীম হালদার, নীলেশ হালদার, নির্মল সরকার।

যুবরাজকে ভারতরত্ন দেওয়ার দাবি যোগরাজের

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : আবারও বোমা ফাটালেন।

ফের যোগরাজ সিংয়ের নিশানায় মহেন্দ্র সিং ধোনি। রেহাই পেলেন না আরেক বিশ্বজয়ী অধিনায়ক কপিল দেবও। প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার যোগরাজের দাবি, তাঁর পুত্রের কেরিয়ার নষ্ট করেছে ধোনি। নাহলে আরও ৪-৫ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের জার্সিতে খেলতে পারতেন যুবরাজ।

কপিলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিশ্বজয়ী অধিনায়ক নিজের রাস্তা মসৃণ রাখতে যোগরাজকে ভারতীয় দলে টিকতে দেননি। সাফল্য, দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও একদা বন্ধু যোগরাজকে জাতীয় দল থেকে ছেঁটে ফেলতে কলকাঠি নেড়েছিলেন।

ঠোঁটকাটা হিসেবে বরাবরই পরিচিত যোগরাজ। অতীতে বারবার বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন। ঝড়ও উঠেছে যা নিয়ে। কিন্তু যোগরাজ বদলাননি। ধোনিদের তুলোধোনার পাশাপাশি ভারতীয় ক্রিকেটে অবদানের জন্য যুবরাজকে 'ভারতরত্ন' দেওয়ার দাবিও তুললেন। অর্জুন পুরস্কার (২০১২) ও পদ্মশ্রী (২০১৪) পেয়েছেন ইতিমধ্যেই। কিন্তু যোগরাজের মতে, শচীন তেন্ডুলকারের পর দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান প্রাপ্য যুবির।

বিস্ফোরক সাক্ষাৎকারে যোগরাজের দাবি, 'ওই লোকটা (এমএস ধোনি) আমার ছেলের কেরিয়ার নষ্ট করেছে। নাহলে যুবরাজ আরও ৪-৫ বছর বেশি খেলত। গৌতম গম্ভীর, বীরেন্দ্র শেহবাগরা পর্যন্ত বলেছে, আর একটা যুবরাজ আসবে না। ক্যানসার নিয়ে যেভাবে দেশকে বিশ্বকাপ এনে দিয়েছে, তার জন্য যুবরাজকে ভারতরত্ন দেওয়া উচিত।'

'ধোনিই ধ্বংস করেছে ছেলের কেরিয়ার'

শুধু যুবরাজ সিং নয়, গৌতম গম্ভীর, বীরেন্দ্র শেহবাগদের কেরিয়ার দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়ার জন্যও যোগরাজ সিং দায়ী করলেন মহেন্দ্র সিং ধোনিকে।

শুধু যুবরাজ নয়, গৌতম গম্ভীর, বীরেন্দ্র শেহবাগদের কেরিয়ারে সাত তাড়াতাড়ি ইতি পড়ার পিছনেও মাহির হাত বলে অভিযোগ রয়েছে। গম্ভীর, শেহবাগরাও আকারে-ইঙ্গিতে তা বুঝিয়ে দিয়েছে। তবে যোগরাজ কোনওরকম রাখঢাকের রাস্তায় হাঁটতে নারাজ। দাবি, 'কখনও ধোনিকে ক্ষমা করব না। আয়নাতে নিজের মুখ দেখা উচিত ওর। নিঃসন্দেহে ধোনি বড় ক্রিকেটার। কিন্তু আমার পুত্রের সঙ্গে যা করেছে, সব সামনে আসছে। শুধু ধোনি কেন, আমার সঙ্গে যারা অন্যায় করেছে, কাউকে কখনও ক্ষমা করিনি, করব না, সে যদি আমার পরিবারের কেউ হয়, তাও না।'

> আমাদের সময়ে গ্রেটেস্ট অধিনায়ক কপিল। ওকে বলেছিলাম, তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাব, যেখানে বাকি বিশ্ব তোমাকে অভিশাপ দেবে। আজ যুবরাজের কাছে ১৩টি ট্রফি, আর তোমার মাত্র একটা বিশ্বকাপ।
>
> **যোগরাজ সিং**

রেহাই পাননি কপিলও। যুবরাজের সঙ্গে তুলনা টেনে কপিলকে আক্রমণ শানিয়ে যোগরাজের বিস্ফোরক মন্তব্য, 'আমাদের সময়ে গ্রেটেস্ট অধিনায়ক কপিল। ওকে বলেছিলাম, তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাব, যেখানে বাকি বিশ্ব তোমাকে অভিশাপ দেবে। আজ যুবরাজের কাছে ১৩টি ট্রফি, আর তোমার মাত্র একটা বিশ্বকাপ।' অবশ্য কপিলকে এভাবে অসম্মান করা নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়াও দেখা গিয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে ক্রিকেটপ্রেমীদের পালটা তোপের মুখে পড়েন যোগরাজ।

২০১৭ সালে শেষবার ভারতীয় দলের হয়ে খেলেন যুবরাজ। ২০১৯ সালে অবসর নেন। উজ্জ্বল কেরিয়ারে যুব বিশ্বকাপ থেকে টি২০, ওডিআই বিশ্বকাপ জিতেছেন। জিতেছেন আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও। তিনটি বিশ্বকাপেও টুর্নামেন্টের সেরা ক্রিকেটারের সম্মান পান যুবরাজ।

বিদায় গফের, কোয়ার্টারে ভেরেভ

নিউ ইয়র্ক, ২ সেপ্টেম্বর : অঘটনের ইউএস ওপেন। পুরুষদের সিঙ্গলসে নোভাক জকোভিচ ও কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার বিদায় একদিনের ব্যবধানে দেখেছিল নিউ ইয়র্ক। সোমবার আরও একটি ইন্দ্রপতনের সাক্ষী থাকল আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়াম। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে বিদায় নিলেন মহিলাদের সিঙ্গলসে গতবারের চ্যাম্পিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোকো গফ। ৩-৬, ৬-৪, ৩-৬ গেমে হারলেন স্বদেশীয় এম্মা নাভারোর বিরুদ্ধে।

পুরুষদের ডাবলসে দৌড় থামল বোপান্নার

চলতি বছরের উইম্বলডনেও প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে বিদায় নিয়েছিলেন গফ। মজার বিষয়, সেদিনও গফ-ঘাতক ছিলেন ২৩ বছরের নাভারো। পার্থক্য একটাই, উইম্বলডনে স্ট্রেট সেটে হেরেছিলেন গফ। এদিন রাতের আর্থার অ্যাশে দ্বিতীয় সেট জিতে তিনি ম্যাচে সমতা ফিরিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও শেষরক্ষা হয়নি। কোর্টে পাওয়ার টেনিসে পূর্বসূরি সেরেনা উইলিয়ামসকে মনে করান গফ। এদিন গফকে তাঁর অস্ত্রেই ঘায়েল করলেন নাভারো। তাঁর পাওয়ার টেনিসের দুরন্ত প্রদর্শনীতে বারবার ভুল করলেন প্রতিযোগিতার তৃতীয় বাছাই গফ। গোটা ম্যাচে করলেন ১৯টি ডাবল ফল্ট। যার মধ্যে তৃতীয় সেটেই ১১টি। আর এত ভুলের পর গফ জিতে গেলে তাতেই অবাক হতে হত।

এদিন আর্থার অ্যাশের গ্যালারিতে ছিলেন সেরেনা। প্রাক্তন তারকার সামনে হারের পর হতাশ গফ বলেছেন, 'সার্ভিসে আরও মনোযোগী হওয়া উচিত ছিল। সার্ভিসের ভুলই পার্থক্য গড়ে দিল। সার্ভিসের সময় আমি বাঁদিকে সরে যাচ্ছিলাম। জানতাম, এতে ভুলের সম্ভাবনা বাড়বে। ভুল সংশোধনের চেষ্টা করেছি। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। মানসিকভাবে কিছুটা বিভ্রান্ত ছিলাম। এখন যদি আমি প্র্যাকটিস কোর্টে যাই তাহলে অন্তত ৩০টি নির্ভুল সার্ভ করতে পারব।'

প্রথমবার আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে খেলতে নেমে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নকে হারানোর ঘোর কাটছে না নাভারোর। বলেছেন, 'গত দুই বছর এই টুর্নামেন্টে প্রথম রাউন্ডে হেরেছিলাম। সেখানে এবার কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলাম। স্বপ্নের মতো লাগছে। নিউ ইয়র্কেই জন্ম আমার। এই গ্র্যান্ড স্ল্যাম আমার কাছে স্পেশাল। ৪-৩ গেমে এগিয়ে থাকার পরও দ্বিতীয় সেট হেরেছিলাম। তবে তৃতীয় সেটে সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।' গফ বিদায় নিলেও বিশ্বের দুই নম্বর আরিয়ানা সাবালেঙ্কা সহজেই কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছেন। তিনি ৬-২, ৬-৪ গেমে এলিসে মার্টিন্সের বিরুদ্ধে জয় পান।

নোভাক, আলকারাজের বিদায়ে পুরুষদের সিঙ্গলস 'নিরামিষ' হয়ে গিয়েছে। আর 'ফাঁকা ময়দানে' খেতাব জয়ের লক্ষ্যে ছুটছেন আলেকজান্ডার ভেরেভ। তিনি ৩-৬, ৬-১, ৬-২, ৬-২ গেমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্র্যান্ডন নাকাসিমাকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা পেয়েছেন। শেষ আটের টিকিট পেয়েছেন ফ্রান্সিস টিয়াফো। তিনি জকোভিচ ঘাতক অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্স পপিরিনকে ৬-৪, ৭-৬ (৭/৩), ২-৬, ৬-৩ গেমে হারিয়েছেন। তবে কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবে ছিটকে গিয়েছেন অষ্টম বাছাই ক্যাসপার রুড। তিনি ৬-৩, ৪-৬, ৬-৩, ৬-২ গেমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেলর ফ্রিৎজের বিরুদ্ধে হেরেছেন।

এদিকে, পুরুষদের ডাবলসে দৌড় শেষ হয়ে গেল ভারতের রোহন বোপান্নার। ম্যাথু এবডেনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ১-৬, ৫-৭ গেমে আর্জেন্টিনার আন্দ্রেস মলটেনি-ম্যাক্সিমো গঞ্জালেসের বিরুদ্ধে হেরেছেন।

ভুগছেন আরথ্রাইটিসে

সাইনা ইঙ্গিত দিলেন অবসরের

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : চলতি বছরের শেষেই অবসর নিতে পারেন অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী প্রথম ভারতীয় শাটলার সাইনা নেহওয়াল। প্যারিস অলিম্পিকে ভারতীয় দলের শেফ দ্য মিশন গগন নারাংয়ের পডকাস্ট শো 'হাউস অফ গ্লোরি'-তে সাইনা এমনই ইঙ্গিত দিলেন। তিনি বলেছেন, 'হাঁটুর অবস্থা ভালো নেই। আরথ্রাইটিসে ভুগছি।'

৩৪ বছরের সাইনা জানিয়েছেন আরথ্রাইটিসের কারণেই তিনি দীর্ঘক্ষণ অনুশীলন করতে পারছেন না। তাঁর মন্তব্য, 'হাঁটুতে আরথ্রাইটিস নিয়ে আট-নয় ঘণ্টা অনুশীলন করা সম্ভব নয়। এই অবস্থায় আপনি কীভাবে বিশ্বের সেরা শাটলারদের চ্যালেঞ্জ জানাবেন? কারণ দুই ঘণ্টার অনুশীলনে প্রত্যাশা অনুযায়ী ফলাফল পাওয়া সম্ভব নয়। এই বাস্তবটা মানতে হবে।'

২০১০ এবং ২০১৮ সালের কমনওয়েলথ গেমসে সোনাজয়ী সাইনা পরপর তিনটি অলিম্পিকে অংশ নিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন অলিম্পিকে খেলা ছিল তাঁর স্বপ্ন। এপ্রসঙ্গে বলেছেন, 'ছোটবেলা থেকেই অলিম্পিকে খেলার স্বপ্ন দেখেছি। তাই যখন বুঝতে পারি অলিম্পিকে যাওয়া আর সম্ভব নয় তখন খুবই কষ্ট হয়। তবে কেরিয়ার নিয়ে আমি গর্বিত। যখনই দেশের হয়ে খেলেছি সর্বস্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছি।'

অবসরের প্রসঙ্গ উঠতে সাইনাকে আবেগপ্রবণ দেখিয়েছে। এই নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'এমনটা নয় যে আমি খেলতে চাই না। কিন্তু শরীর সঙ্গ দিচ্ছে না। তাই অবসরের কথাও ভেবেছি। এটা দুঃখের। কারণ, এমনিতেই খেলোয়াড়দের কেরিয়ার খুবই কম সময়ের। নয় বছর বয়সে শুরু করেছিলাম, সামনের বছর ৩৫-এ পা দেব। এই বছরের শেষে একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে।'

বাঙালির সেরা পার্বণে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ শারদ সম্মান ১৪৩১

নিম্নলিখিত এলাকা থেকে পুজো উদ্যোক্তারা অংশ নিতে পারবেন

দার্জিলিং–শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, বাগডোগরা, ফাঁসিদেওয়া, খড়িবাড়ি

জলপাইগুড়ি–জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ক্রান্তি, ধূপগুড়ি, মালবাজার, ডামডিম, ওদলাবাড়ি

আলিপুরদুয়ার–আলিপুরদুয়ার, সোনাপুর, ফালাকাটা, কামাখ্যাগুড়ি, বারবিশা, হ্যামিল্টনগঞ্জ কোচবিহার–কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ

উত্তর দিনাজপুর–রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, ইটাহার, ইসলামপুর, করণদিঘি, চোপড়া

দক্ষিণ দিনাজপুর–বালুরঘাট, পতিরাম, হিলি, গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর মালদা–ওল্ড মালদা, ইংরেজবাজার, গাজোল।

পুরস্কার

প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়
১৫,০০০/-	৭,৫০০/-	৫,০০০/-

কম বাজেটের সেরা পুজোর জন্য আলাদা পুরস্কার

প্রতি জেলা থেকে ৩টি করে ক্লাবকে পুরস্কৃত করা হবে

পুরস্কার মূল্য ৫,০০০/-

সঙ্গে থাকবে স্বীকৃতি-স্মারক

প্রতিটি জেলার ৩টি শ্রেষ্ঠ পুজোকে শারদ সম্মানে ভূষিত করবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

মণ্ডপ, প্রতিমা, আলোকসজ্জা, পরিবেশ– এই বিষয়গুলিই বিবেচিত হবে।

কোন কোন পুজো 'শারদ সম্মান–১৪৩১'–এ প্রাথমিক তালিকাভুক্ত হচ্ছে তা জানতে পড়ুন উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

আপনার পুজোকে প্রতিযোগিতার প্রাথমিক তালিকাভুক্তির জন্য যা যা করতে হবে

এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কোনও প্রবেশমূল্য দিতে হবে না। পরিষ্কার হরফে আবেদনপত্র আয়োজক সংস্থার নিজস্ব লেটার প্যাডে পূরণ করে জমা দিতে হবে ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। আবেদনপত্রের সঙ্গে পথনির্দেশিকা দিতে হবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পুজোর মণ্ডপে চোখে পড়ার মতো জায়গায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ–এর (৭x৫ ফুট) ব্যানার টাঙিয়ে রাখতে হবে। যোগাযোগের সুবিধার জন্য একাধিক ফোন নম্বর দিলে ভালো হয়।

পুজো কমিটির নাম .... ঠিকানা ....

....

যোগাযোগের প্রতিনিধি .... ফোন .... মোবাইল ....

পুজোর থিম (থাকলে) ....

মণ্ডপশিল্পী .... প্রতিমাশিল্পী .... আলোকশিল্পী ....

পুজোর ব্যয়বরাদ্দ....................................

উপরের সমস্ত তথ্য আমার/আমাদের কমিটির বিশ্বাস মতে সত্য। উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত শর্ত মেনে চলতে বাধ্য রইলাম।

অনুমোদিত স্বাক্ষর এবং সিল

শ্রেষ্ঠ পুজো নির্বাচনের জন্য সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বিচারকমণ্ডলী গঠিত হবে। নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

আবেদন পাঠান এই ঠিকানায় - উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-১ অথবা মেল করুন ubssharodsamman@gmail.com 9735739677/8373867697

GOLD SPONSOR

UTTORA GOOD LIVING GOT BETTER | Luxmi

GOLD SPONSOR

DR. P. K. SAHA HOSPITAL
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
1st Hospital in Coochbehar with NABH Pre Accredited

SILVER SPONSOR

BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL
CBSE Affiliation No. 2430164
MAHISHBATHAN, COOCHBEHAR

এমবাপের জোড়া গোলে জয় রিয়ালের

লা লিগায় প্রথম গোলের পর কিলিয়ান এমবাপে।

মাদ্রিদ, ২ সেপ্টেম্বর : অবশেষে গোলের খরা কাটালেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। এমবাপের গোলের সঙ্গে সঙ্গে জয়ের সরণিতে ফিরল রিয়াল মাদ্রিদ। রবিবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে রিয়াল বেতিসকে।

> সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে গোল করার মুহূর্তটা সত্যি অসাধারণ ছিল। তবে এর থেকেও বড় ব্যাপার ম্যাচটা জেতা। লা পামাস ম্যাচের পর এই জয়টা খুব দরকার ছিল। ম্যাচটা খুব কঠিন ছিল।
>
> **কিলিয়ান এমবাপে**

ম্যাচের নায়ক ফরাসি গোলমেশিন এমবাপে। দুই গোলই তাঁর করা। কয়েকদিন আগেও এমবাপেকে নিয়ে সমালোচনায় মুখর ছিল সমর্থকদের একাংশ। আসলে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার পর তাঁকে স্বাভাবিক ছন্দে দেখা যায়নি। কিন্তু এদিন সব সমালোচনার জবাব দিয়েছেন তিনি। ৬৭ মিনিটে ফেডেরিকো ভালভার্দের পাস থেকে গোলের খাতা খোলেন এমবাপে। ৮ মিনিট পরে পেনাল্টি থেকে দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি।

ম্যাচের পর এমবাপে বলেছেন, 'সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে গোল করার মুহূর্তটা সত্যি অসাধারণ ছিল। তবে এর থেকেও বড় ব্যাপার ম্যাচটা জেতা। লা পামাস ম্যাচের পর এই জয়টা খুব দরকার ছিল। ম্যাচটা খুব কঠিন ছিল।' ম্যাচের পর এমবাপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ রিয়াল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি। তিনি বলেছেন, 'আমরা এমবাপের ওপর কোনও চাপ দিইনি। ও এদিন দুর্দান্ত খেলেছে। ম্যাচে সুযোগ পেয়ে সেটাকে কাজে লাগিয়েছে। ওর গোল পাওয়াটা দরকার ছিল।' সাধারণত রিয়াল মাদ্রিদ পেনাল্টি পেলে ভিনিসিয়াস জুনিয়ার নিতে যান। কিন্তু রিয়াল বেতিস ম্যাচে ভিনি নিজে পেনাল্টি না নিয়ে এমবাপেকে মারার সুযোগ দেন। এই প্রসঙ্গে কোচ বলেছেন, 'ভিনি ও এমবাপের মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে। আমি ভিনির এই সিদ্ধান্তে খুব খুশি।' আপাতত রিয়াল মাদ্রিদ ৪ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। সমসংখ্যক ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা।

জ্যাভলিন থ্রোয়ে এফ৬৪ ক্যাটিগোরিতে সোনা জিতলেন সুমিত আন্তিল। ব্যাডমিন্টনে এসএল-৩ ক্যাটিগোরিতে সোনা জয় নীতেশ কুমারের (ডানে)।

একদিনে সাত পদক ভারতের

প্যারিস, ২ সেপ্টেম্বর : চলতি প্যারালিম্পিকে ভারতের সেরা দিন। একদিনে ভারতের ঝুলিতে জমা পড়ল ৭ পদক। আরও একবার রেকর্ড ভাঙা-গড়ার খেলায় মেতে সোনা জিতলেন সুমিত আন্তিল। তাঁর প্রথম থ্রো ছিল ৬৯.১১ মিটার। ভেঙে দেন ৩ বছর আগে টোকিও প্যারালিম্পিকে সোনা জয়ের পথে গড়া ৬৮.৫৫ মিটারের রেকর্ড। কিন্তু সুমিতের দাপটে ৮ মিনিটে ভেঙে গেল সেই রেকর্ডও। দ্বিতীয় প্রয়াসে তিনি ছুড়লেন ৭০.৫৯ মিটার। তখনই পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রোয়ে এফ৬৪ ক্যাটিগোরিতে প্রায় তাঁর সোনা জয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। রুপোজয়ী শ্রীলঙ্কার দুলান কোদিতহুওয়াকুর সেরা থ্রো ছিল ৬৭.০৩ মিটারের।

ফুটবলার হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন নীতেশ কুমার। স্বপ্ন ছিল দেশের জার্সি। কিন্তু ২০০৯ সালে ভাইজ্যাগে এক ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় বাঁ পা হারাতে হয়। বছর খানেক শয্যাশায়ী ছিলেন। কিন্তু হরিয়ানার

প্যারালিম্পিকে রেকর্ড গড়ে সোনা সুমিতের

নীতেশের অদম্য ইচ্ছার কাছে কোনও বাধাই বড় হয়ে উঠতে পারেনি। আইআইটি মান্ডিতে পড়ার সময় ব্যাডমিন্টনের প্রেমে পড়েন। সোমবার সেটাই তাঁকে সোনা এনে দিল।

গত দুইটি বিশ্ব প্যারা চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো ও ব্রোঞ্জ জিতে সলতে পাকিয়েছিলেন। এদিন কেরিয়ারের প্রথম প্যারালিম্পিকে স্ফুলিঙ্গ হয়ে উঠলেন নীতেশ। পুরুষদের সিঙ্গলসে এসএল-৩ ক্যাটিগোরিতে দ্বিতীয় বাছাই গ্রেট ব্রিটেনের ড্যানিয়েল বেথেলকে ২১-১৪, ১৮-২১, ২৩-২১ পয়েন্টে হারালেন নীতেশ। দেশকে সোনা এনে দেওয়ার পর নীতেশের মুখে টিম ইন্ডিয়ার তারকা বিরাট কোহলির কথা। বলেছেন, '২০১৩ সালের পর থেকে বিরাট ফিটনেস নিয়ে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছে। ও এখন বিশ্বের সবচেয়ে ফিট ক্রিকেটার। অসম্ভব ডিসিপ্লিনড। আমিও কোহলির ফিটনেস মন্ত্রকে অনুসরণ করার চেষ্টা করি।'

কেরিয়ারেরপ্রথম প্যারালিম্পিকে সোনা জিতেছেন-ফাইনালের পর এটা অনুভব করতেই বেশ কিছুটা সময় লেগে যায় নীতেশের। পরে নিজেকে সামলে বলেছেন, 'এখনও স্বপ্নের মতো লাগছে। হয়তো পোডিয়ামে দাঁড়ানোর পর জাতীয় সংগীত কানে এলে বিশ্বাস হবে।'

প্রথম গেমে ড্যানিয়েলকে উড়িয়ে দেওয়ার পর দ্বিতীয়তে পা হড়কান শীর্ষবাছাই নীতেশ। তৃতীয় গেমেও নীতেশ ১৯-১৬ পয়েন্টে এগিয়ে থাকার সময় ড্যানিয়েল চাপ বাড়িয়েছিলেন। জয়ের পর এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'এই পরিস্থিতিতে আগে হেরেছি আমি। এবার একই ভুল করতে চাইনি। অতীতে আমি এই রকম অবস্থায় নিজেকে শান্ত রাখতে ব্যর্থ হয়েছিলাম। এদিন নিজেকে বলেছিলাম, শেষপর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। এমনকি ডিসাইডারে ২০-১৯ পয়েন্টে থাকার সময়ও মাথা ঠান্ডা রেখেছি। সাধারণত আমি এত ধৈর্য নিয়ে খেলতে পারি না।'

ব্যাডমিন্টন থেকে খুশির তখনও বাকি ছিল। মহিলাদের সিঙ্গলসে এসইউ-৫ ক্যাটিগোরি থেকে ভারতকে জোড়া পদক এনে দেন থুলাসিমাথি মুরুগেশন ও মনীষা রামদাস। ফাইনালে সেরাটা দেওয়ার পরও শীর্ষবাছাই মুরুগেশনকে ১৭-২১, ১০-২১ পয়েন্টে চিনের গতবারের চ্যাম্পিয়ন ওয়াং কিউজিয়ার বিরুদ্ধে হেরে রুপো নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ডেনমার্কের ক্যাথরিন রোসেনজেনকে ২১-১২, ২১-৮ পয়েন্টে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জেতেন মনীষা। এর আগে সেমিফাইনালে মুরুগেশনের বিরুদ্ধে মনীষা হেরেছিলেন। নীতেশের আগেই দেশকে সুখবর দেন যোগেশ কাঠুনিয়া। তিনি পুরুষদের ডিসকাস থ্রোয়ে এফ-৫৬ ক্যাটিগোরিতে রুপো জেতেন। ২৭ বছরের যোগেশ ৪২.২২ মিটার ছুড়ে পদক নিশ্চিত করেন। যা তাঁর চলতি মরশুমের সেরা থ্রো।

রুপো এনেছেন শাটলার সুহাস ইয়াথিরাজও। পুরুষদের এসএল ফোর ক্যাটিগোরিতে ফাইনালে তিনি ৯-২১, ১৩-২১ পয়েন্টে হেরে যান ফ্রান্সের লুকাস মাজুরের কাছে। তিরন্দাজির মিক্সড কমপাউন্ড ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন রাকেশ কুমার-শীতল দেবী। তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে তাঁরা ১৫৬-১৫৫ পয়েন্টে ইতালির মাত্তেও বোনাসিনা-ইলিওনোরা সারতির বিরুদ্ধে জয় তুলে নেন।

হায়দরাবাদে আজ শুরু মানোলো জমানা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : জুন মাসের পর মাঝে পেরিয়ে গিয়েছে অনেকটা সময়। ফের একবার নতুন হেড কোচ মানোলো মার্কুয়েজের কোচিংয়ে অন্য এক অধ্যায় শুরু করতে চলেছে ভারতীয় ফুটবল দল।

চেনা শহরেই নিজের জীবনের এই পর্ব শুরু করবেন এই স্প্যানিশ কোচ। তিনি প্রায় বছর পাঁচেক আগে আসেন ক্লাব কোচিং করাতে। এই হায়দরাবাদ এফসি-কেই তিনি এরপর লিগ-শিল্ড চ্যাম্পিয়ন করেন। ফের একবার এই নিজামের শহর থেকেই তিনি শুরু করবেন ভারতীয় দলের হয়ে তাঁর আন্তর্জাতিক কোচিং-যাত্রা। মঙ্গলবার মরিশাসের বিরুদ্ধে তাঁকে এবং গোটা অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে লড়তে হবে ইগর স্টিমাক নামের এক ক্রোয়েশিয়ান বিশ্বকাপারের ছায়ার সঙ্গে। কারণ গত মরশুমে এই ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ সহ তিনটি ট্রফি দেওয়া ছাড়াও গত পাঁচ বছরে একঝাঁক তরুণ ফুটবলার তিনি দেশকে উপহার দেন। হয়তো আরও সাফল্য তিনি দিতে পারতেন কিন্তু ফেডারেশন কর্তা বা বলা ভালো সভাপতি কল্যাণ চৌবের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে স্টিমাক এখন ফিফার দ্বারস্থ কোচের পদ খুইয়ে। ফলে সাফল্য না দিতে পারলে এই স্টিমাকের সঙ্গেই তুলনা শুরু হবে মানোলোর।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় হায়দরাবাদের জিএমসি বালাযোগী অ্যাথলেটিক স্টেডিয়ামে ম্যাচ। তার আগে এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে মানোলো জানালেন তাঁর নিজের ভাবনার কথা, 'ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে প্রথম ম্যাচটাই হায়দরাবাদে খেলছি, এটা আমার কাছে একটা বিশেষ ব্যাপার। এই নতুন স্টেডিয়ামের সুযোগসুবিধা ও পরিকাঠামো বেশ ভালো লাগছে।' রবিবার প্রথমবার সব ফুটবলারদের একসঙ্গে অনুশীলন করান তিনি। এই মুহূর্তে নিজামের শহরে প্রচণ্ড বৃষ্টি।

> আমরা প্রথম ম্যাচের আগে মাত্র দুটো ট্রেনিং সেশন পাচ্ছি। তবে ছেলেদের মানসিকতা দেখে আমার ভালো লাগছে। সূচির ব্যাপারটা আমাদের কারও হাতে নেই। কোনও অজুহাত দিতে চাই না। বরং আমাদের সময় নষ্ট না করাই ভালো। মঙ্গলবারের জন্য দল তৈরি।
>
> **মানোলো মার্কুয়েজ**

ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে আজ

ভারত বনাম মরিশাস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : হায়দরাবাদ
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮-৩ ও জিও সিনেমায়

তারই মধ্যে মাত্র দুই দিনের প্রস্তুতিতে দল নামাতে হবে মানোলোকে। এই বিষয়ে তাঁর মন্তব্য, 'আমরা প্রথম ম্যাচের আগে মাত্র দুটো ট্রেনিং সেশন পাচ্ছি। তবে ছেলেদের মানসিকতা দেখে আমার ভালো লাগছে। সূচির ব্যাপারটা আমাদের কারোরই হাতে নেই। কোনও অজুহাত দিতে চাই না। বরং আমাদের সময় নষ্ট না করাই ভালো। মঙ্গলবারের জন্য দল তৈরি।' সুনীল ছেত্রীর অবসরের পর প্রথম টুর্নামেন্ট। গুরপ্রীত সিং সান্ধুই নেতৃত্ব দেবে।

এবারের এই ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপকে এএফসি এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের ড্রেস রিহার্সাল বলছেন কোচ-ফুটবলাররা। মানোলো বললেন, 'এই সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বরের ম্যাচগুলো খেলার অর্থই হচ্ছে এএফসি এশিয়ান কাপের জন্য তৈরি হওয়া। যা আমাদের মার্চে খেলতে হবে। তার মধ্যে এই প্রথম ফিফা উইন্ডোটা একটু চাপের হয়ে গেল। কারণ আমরা এখন প্রাক-মরশুম প্রস্তুতিতে আছি। বেশিরভাগ ক্লাবই ডুরান্ডে রিজার্ভ দল খেলিয়েছে। তাই সব ফুটবলার কী শারীরিক অবস্থায় আছে সেটা স্পষ্ট নয়। কিন্তু পরেরগুলোতে আর তেমনটা হবে না। কারণ তখন আইএসএল চলবে।' মরিশাসেরও অবশ্য একই অবস্থা। তারাও এসেছে ফিফা বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্রস্তুতির জন্য। তাদের হেড কোচ গুইম মৌলেকের মন্তব্য, 'আমরা প্রাক মরশুমের মধ্যে আছি। দলের খেলার মানে উন্নতি ও স্থিরতা আনাই এখন লক্ষ্য।' গত মে মাসে তিনি দলের দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁর কোচিংয়ে মাত্র দুটো ম্যাচ এখনও পর্যন্ত খেলেছে মরিশাস। নিজের ফুটবল দর্শন ও খেলার ধরন একই রাখতে চান বলে জানান গুইম। এই ম্যাচের পর তারা আগামী ৬ তারিখ খেলবে সিরিয়ার বিরুদ্ধে। আর ভারত খেলবে ৯ তারিখ। এই তিন ম্যাচে যাদের পয়েন্ট সবথেকে বেশি হবে তারাই চ্যাম্পিয়ন হবে এই টুর্নামেন্টের।

এটাই লিভারপুলে আমার শেষ মরশুম : সালাহ

আমি হ্যারি পটার নই, বলছেন লাল ম্যাঞ্চেস্টারের কোচ হ্যাগ

লন্ডন, ২ সেপ্টেম্বর : লিভারপুলের কাছে ৩-০ গোলে শোচনীয় পরাজয়ের পর চাপে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। সমর্থকদের নিশানায় লাল ম্যাঞ্চেস্টারের কোচ এরিক টেন হ্যাগ। দলের এই পারফরমেন্সে বিরক্ত তারা। অবশ্য রাতারাতি দলের ভোল বদল সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন লাল ম্যাঞ্চেস্টারের কোচ। তিনি বলেছেন, 'আমি হ্যারি পটার নই। এটা সবাইকে বুঝতে হবে। এদিন তিনজন খেলোয়াড় প্রথমবার ম্যাঞ্চেস্টারের জার্সিতে মাঠে নেমেছিল।' তাঁর মতে, খেলোয়াড়দের দলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সময় দিতে হবে। তিনি বলেছেন, 'খেলোয়াড়দের সময় দিতে হবে। নতুন যোগ দেওয়া উগার্তে এখনও এক মিনিট মাঠে নামেনি। ওকে ফিটনেসে উন্নতি করতে হবে। তারপর দলের সঙ্গে ম্যানুয়েল উগার্তেকে যুক্ত করা হবে। আমি নিশ্চিত ও ভালো খেলবে। তবে সেটার জন্য কয়েক সপ্তাহ এমনকি একমাসও সময় লাগতে পারে।'

লিভারপুলের কাছে হারের ধাক্কায় ভেঙে পড়েছেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজ।

এদিকে এটাই লিভারপুলের জার্সিতে তাঁর শেষ মরশুম হতে চলেছে বলে জানিয়েছেন মিশরীয় তারকা মহম্মদ সালাহ। এখনও পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে চুক্তি নিয়ে লিভারপুল কোনও কথা বলেনি। রবিবার ম্যাঞ্চেস্টার-বধের মূল কারিগর তিনি। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে তাঁর ১ গোল ও জোড়া অ্যাসিস্টের সুবাদে শেষ হাসি হেসেছে আর্নে স্লটের ছেলেরা। ম্যাচের পর সালাহ বলেছেন, 'এটাই আমার লিভারপুলের জার্সিতে শেষ মরশুম। এখনও পর্যন্ত ক্লাবের পক্ষ থেকে চুক্তি নিয়ে কেউ কোনও কথা বলেনি। এটা তো আমার বিষয় নয়, ক্লাবের বিষয়।

লখনউ 'ডার্বির' রং সবুজ-মেরুন

মোহনবাগান ১ (সুহেল)
ইস্টবেঙ্গল ১ (আশিক)

(টাইব্রেকারে মোহনবাগান ৩-২ গোলে জয়ী)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : ডুরান্ড কাপ কিংবা প্রদর্শনী ম্যাচ, টাইব্রেকার যেন পিছু ছাড়ছে না মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। লখনউয়ের বুকে প্রথমবার কলকাতার দুই প্রধান মুখোমুখি হয়েছিল। প্রদর্শনী ম্যাচ হলেও আয়োজকরা এর নাম দিয়েছিলেন চিফ মিনিস্টার কাপ। এদিন নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের ফলাফল ১-১ থাকার ম্যাচ গড়াল টাইব্রেকারে। পেনাল্টি শুটআউটে অবশ্য শেষ হাসি হাসলেন ডেগি কার্ডোজার ছেলেরা। কলকাতা লিগ ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলের কাছে বিধ্বস্ত হতে হয়েছিল সুহেল আহমদ ভাটদের। এদিন যেন তাঁর মধুর প্রতিশোধ নিল সবুজ-মেরুন শিবির।

প্রদর্শনী ম্যাচ হলেও শুরু থেকে দুই দল আক্রমণাত্মক খেলতে থাকে। ম্যাচের প্রথম মিনিটেই গোলের দেখা পেয়ে গিয়েছিল মোহনবাগান। কিন্তু অফসাইডের কারণে তা বাতিল হয়। অবশ্য প্রথম গোলের জন্য ১৮ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল মোহনবাগানকে। সালাউদ্দিন আদনানের ফ্রি-কিক থেকে গোল করেন কাশ্মীরি স্ট্রাইকার সুহেল। কলকাতা লিগ ডার্বিতেও গোল পেয়েছিলেন তিনি। ৩৪ মিনিটে মোহনবাগান গোলরক্ষক অভিষেকের ভুলে গোল করার সুযোগ পেয়েছিল লাল-হলুদ শিবির। কিন্তু গোল করতে ব্যর্থ হন জোসেফ। অবশেষে ৭৬ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলকে সমতায় ফেরান আশিক। বাঁদিক থেকে আমন সিকের পাস থেকে ফিনিশ করেন তিনি।

পেনাল্টি শুট আউটে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে তন্ময়, বিষ্ণু ও মুশারফ গোল করতে ব্যর্থ হন। শেষপর্যন্ত মোহনবাগান পেনাল্টি শুটআউটে ৩-২ গোলে জয়ী হয়। এদিন কেডি সিংহ স্টেডিয়ামে ভারতের হাইভোল্টেজ ম্যাচ দেখতে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে। এআইএফএফ সভাপতি নিজের রাজনৈতিক দলের নেতাকে খুশি করার জন্য উত্তরপ্রদেশে ডার্বির আয়োজন করেছেন। কিন্তু মাঠের অবস্থা যে একেবারেই খারাপ সেদিকে কোনও নজর দেননি। এই মাঠে দুই দলের ফুটবলাররা যে বড় কোনও চোট পাননি এটাই সবচেয়ে বড় কথা।

লখনউয়ে কলকাতা ডার্বি জয়ের পর উল্লাস মোহনবাগানের। সোমবার।

মাহি-হিটম্যানের তুলনায় ভাজ্জি

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : মহেন্দ্র সিং ধোনি যদি টিম ইন্ডিয়ার সর্বকালের সফল অধিনায়ক হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর খুব কাছেই থাকবেন রোহিত শর্মা। ভারতীয় ক্রিকেটের এহেন দুই অধিনায়কের মধ্যে আজ তুলনা টেনেছেন হরভজন সিং। এক পডকাস্টের অনুষ্ঠানে ভাজ্জি জানিয়েছেন, ধোনি বরাবরই অসম্ভব ঠান্ডা মাথার। কখনও কোনও সতীর্থকে আলাদাভাবে কিছু বলা পছন্দ করতেন না। চাইতেন, পরিস্থিতি অনুযায়ী সেই ক্রিকেটার শিখুক। তুলনায় হিটম্যান আলাদা। সবসময় সতীর্থদের সঙ্গে খেলার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে পছন্দ করেন। সতীর্থদের কাঁধে হাত রেখে পরামর্শও দেন। মাহি-হিটম্যান, দুই অধিনায়কের নেতৃত্বেই খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে ভাজ্জির। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই ভারতীয় ক্রিকেটের টার্বুনেটর আজ বলেছেন, 'রোহিত-ধোনি দুইজনই দারুণ অধিনায়ক। কিন্তু দুইজনই ভাবনাচিন্তার দিক থেকে ভিন্ন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এমন অনেক ঘটনার সাক্ষী আমিও।' এমনই একটি ঘটনা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন হরভজন।

দলীপের শুরুতে নেই সূর্যকুমার

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল আগেই। আজ সেই আশঙ্কাই সত্যি হল। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলা দলীপ ট্রফির প্রথম পর্ব থেকে ছিটকে গেলেন সূর্যকুমার যাদব। টিম ইন্ডিয়ার টি২০ অধিনায়ক মুম্বইয়ের হয়ে আমন্ত্রণমূলক বুচিবাবু প্রতিযোগিতায় খেলার সময় হাতে চোট পেয়েছিলেন। সেই চোটের কারণেই শেষপর্যন্ত সূর্যকে দলীপের প্রথম পর্ব থেকে সরে দাঁড়াতে হল। জানা গিয়েছে, আপাতত বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রয়েছেন সূর্য। সেখানে তাঁর চোটের চিকিৎসার পাশে রিহ্যাবও শুরু হয়েছে। আচমকা হাতের চোটের কারণে সূর্যর ভারতীয় টেস্ট দলে ফিরতে চাওয়ার স্বপ্নও ধাক্কা খেল। দলীপে সূর্যর পরিবর্ত হিসেবে কে খেলবেন শুরুর দিকে, রাত পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে জানানো হয়নি।

সাকিবদের ইতিহাসের মাঝে আজ 'কাঁটা' বৃষ্টি

পাকিস্তান-২৭৪ ও ১৭২
বাংলাদেশ-২৬২ ও ৪২/০

রাওয়ালপিন্ডি, ২ সেপ্টেম্বর : বাবর আজমদের হলটা কী?

ম্যাচের চতুর্থ দিনে সোমবার ১৭২ রানেই শেষ পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস। প্রথম ইনিংসে ১২ রানের লিড নিয়ে বাংলাদেশের টার্গেট ১৮৫। জবাবে খেলতে নেমে দিনের শেষে টাইগাররা ৪২/০। আগামীকাল ম্যাচের শেষদিনে জিততে হলে আর ১৪৩ রান দরকার। হাতে পুরো দশ উইকেট। বৃষ্টি যদি পথ না আটকায় বা অবিশ্বাস্য কিছু না ঘটে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথমবার সিরিজ জয় কার্যত নিশ্চিত বাংলাদেশের।

অব্যাহত বাবরদের ব্যর্থতা

বৃষ্টি আর মন্দ আলোর জন্য এদিন চা পানের বিরতির পর প্রায় পুরো সেশন ভেস্তে যায়। নাহলে জাকির হাসান (২৩ বলে অপরাজিত ৩১) যে মেজাজে খেলছিলেন, এদিনই টার্গেটের আরও কাছে পৌঁছে যাওয়ার সুযোগ ছিল বাংলাদেশের। অপর ওপেনার সাদমান ইসলাম ৯ রানে অপরাজিত। ক্রিকেটীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে অ্যাডভান্টেজ টাইগার ব্রিগেড। আগামীকাল ম্যাচ জিতে সিরিজে সমতা ফেরানোর কঠিন চ্যালেঞ্জ পাকিস্তানের সামনে।

দুই শিবিরের দুই ভাবনার মাঝে কাঁটা হতে পারে বৃষ্টি। আগামীকালও বৃষ্টির পূর্বাভাস। প্রথম দিন একটা বলও খেলা হয়নি বিরূপ প্রকৃতির কারণে। এদিন অন্তিম সেশনে ফের বৃষ্টির থাবা। আগামীকাল? উত্তরের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করবে সিরিজের শেষ টেস্টের ফলাফল। চলতি সফরে প্রথমবার টেস্ট আঙিনায় পাকিস্তানকে হারানোর স্বাদ পেয়েছিল। এবার সিরিজ জয়ের হাতছানি।

চলতি সিরিজে বারবার মেহেদি হাসান মিরাজ-সাকিব আল হাসানদের স্পিনে নড়ে গিয়েছে পাক ব্যাটিং। চলতি টেস্টের প্রথম ইনিংসেও মিরাজের স্পিন বুঝতে হিমসিম খেয়েছে। আজ বাবররা ব্যর্থ দুই অনভিজ্ঞ বাংলাদেশি পেসার হাসান মাহমুদ (৪৩/৫), নাহিদ রানাকে (৪৪/৪) সামলাতে। দুইজনের মিলিত অভিজ্ঞতা যেখানে মাত্র ৪ টেস্ট! বাকি উইকেট তাসকিন আহমেদের ঝোলায়। নিট ফল, সম্মান, ম্যাচ বাঁচানোর ম্যাচেও মাত্র পাকিস্তানের লিড মাত্র ১৮৪। বাংলাদেশকে আটকাতে যা যথেষ্ট কি না, আগামীকাল বোঝা যাবে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন পশ্চিম মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 81H 39137 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি বানিয়ে আমার আর্থিক সচ্ছলতার উন্নতি করেছে। ডিয়ার লটারি স্বল্প টিকিট মূল্যের বিনিময়ে আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার একটি সহজ প্রক্রিয়া প্রদান করে। এই সুন্দর সুযোগ প্রদান করার জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা শ্রীকান্ত বর্মন - কে 02.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

সিএবি বর্ষসেরা অনুষ্টুপ, বিশেষ পুরস্কার সামিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : সিএবি-র বর্ষসেরা ক্রিকেটারের সম্মান পাচ্ছেন অনুষ্টুপ মজুমদার। জেন্টলম্যান ক্রিকেটার হচ্ছেন উইকেটকিপার-ব্যাটার অভিষেক পোড়েল। বাংলা ক্রিকেট সংস্থার তরফে জীবনকৃতি সম্মান দেওয়া হচ্ছে প্রণব রায়কে। পাশাপাশি টিম ইন্ডিয়ার পেসার মহম্মদ সামির জন্যও থাকছে বিশেষ সম্মান।

সবমিলিয়ে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে সিএবি-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বসতে চলেছে চাঁদের হাট। যেখানে সিনিয়ার থেকে জুনিয়ার, সব পর্যায়ের ক্রিকেটে অতীতের রীতি মেনে পুরস্কার দেওয়া হবে। সিএবি

জীবনকৃতি প্রণব রায়

> সবদিক বিবেচনা করেই বাংলার বর্ষসেরা ক্রিকেটারদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সামির জন্য থাকছে বিশেষ পুরস্কার।
>
> **স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়**

সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় আজ সন্ধ্যায় এই খবর জানিয়েছেন। শেষ ক্রিকেট মরশুমটা একেবারেই ভালো যায়নি বাংলা ক্রিকেট দলের। আগামীর লক্ষ্যে জোরকদমে অনুশীলনও শুরু হয়ে গিয়েছে বাংলা দলের। তার মধ্যেই আজ সন্ধ্যায় সিএবিতে সভাপতি স্নেহাশিস বর্ষসেরা ক্রিকেটারদের তালিকা প্রকাশ করে বলেছেন, 'সবদিক বিবেচনা করেই বাংলার বর্ষসেরা ক্রিকেটারদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সামির জন্য থাকছে বিশেষ পুরস্কার।' গোড়ালির চোট সারিয়ে টিম ইন্ডিয়ার মূল স্রোতে ফেরার স্বপ্নে বিভোর সামির জন্য কেন বিশেষ সম্মান? জানা গিয়েছে, দেশের মাটিতে গত অক্টোবর-নভেম্বরের একদিনের বিশ্বকাপে বল হাতে সামি দেশকে বিশ্বকাপ দিতে না পারলেও মোট ২৪টি উইকেট পেয়েছিলেন। সেই কারণেই তাঁকে বিশেষ সম্মান প্রদান করা হচ্ছে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর।

STAR HOSPITAL

SILIGURI STAR HOSPITAL

DEPARTMENT OF RADIODIAGNOSIS

AREA OF EXPERTISE:
- X-Ray
- Ultrasonography (USG)
- Color Doppler Study
- CT Scan (96 Slice)
- Interventional Radiology

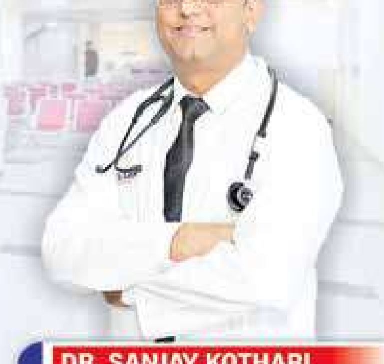

DR. SANJAY KOTHARI
MBBS, MD
(Senior Consultant Radiologist)

CALL FOR APPOINTMENT
1800 123 8044
800 100 6060

starhospitalslg@gmail.com www.starhospitalslg.com
Asian Highway - 2, Tinbatti More, Siliguri - 734005